শ্রীমাধব তিথি

শ্রীশ্রীল যতিশেখর দাস ভক্তিকুমুদ

ভক্তিশাস্ত্রী

কর্তৃক রচিত

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীমাধব তিথি

(শ্রীশ্রীল যতিশেখর দাস ভক্তিকুমুদ
ভক্তিশাস্ত্রী বিরচিত)

প্রকাশক—শ্রীশ্রীমদ্‌ ভক্তিভূষণ ভারতী

প্রকাশক :

শ্রীমদ্ ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সেবাশ্রম

(রেজিষ্টার্ড)

শ্রীধাম নবদ্বীপ-গোদ্রুম

পোঃ স্বরূপগঞ্জ

জেলা-নদীয়া

প্রকাশ কাল :

শ্রীঅদ্বৈত সপ্তমী

শ্রীমদ্ অদ্বৈত প্রভুর শুভ জন্মাভিষেক

১০ মাঘ, ১৪০৫ বঙ্গাব্দ

এই ভক্তিগ্রন্থ বিক্রয় হয় না।

শ্রদ্ধামূল্যে বিতরণ করা হয়।

মুদ্রণে :—পোড়ামা ব্লক প্রিণ্টার্স, চরস্বরূপগঞ্জ, নদীয়া।

শ্রীশ্রীল যতিশেখর দাস ভক্তিকুমুদ প্রভু

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

বিনম্র নিবেদন

মহাবদান্য শিরোমণি-কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর ও তাঁর অন্তরঙ্গ পার্ষদবর শ্রীগুরুবর্গের অহৈতুকী করুণায় ও আশীর্বাদে পরমপূজ্যপাদ শ্রীযতিশেখর ভক্তিকুমুদ প্রভু বিরচিত 'মাধব তিথি' নামক অভিনব গ্রন্থখানি আজ লোকলোচনের সম্মুখে প্রকাশিত হলেন। এই ভক্তিগ্রন্থখানির প্রণেতা শ্রীভক্তিকুমুদ প্রভু। তিনি উৎকলের অপ্রাকৃত ভক্ত কবি। তিনি ১৭ বছর বয়সে নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট জগদ্‌গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের চরণকমল আশ্রয় করেন। তাঁর চরণাশ্রয় করার পর থেকে তিনি শ্রীল গুরুদেবের মনোঽভীষ্ট সেবায় নিজেকে দান করেন। নিষ্কপটে পূর্ণ শরণাগত হয়ে তাঁর মনোঽভীষ্ট সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। পরমারাধ্যতম শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর তাঁর নির্ভীক সত্যানুসন্ধানের প্রবল স্পৃহা এবং অপ্রাকৃত প্রেমভক্তি সাহিত্যে অনুরাগ অনুভব করে তাঁকে উৎকল ভাষায় প্রকাশিত পরমার্থী পত্রিকার সম্পাদক পদে অধিষ্ঠিত করেন। তিনি শ্রীরূপানুগাচার্যগণের সুসিদ্ধান্তপূর্ণ দিব্য-প্রেমময় বাণীর সেবা করে শ্রীল প্রভুপাদের তথা শ্রীল আচার্য-দেবের সুখবিধান করেছেন। শ্রীল প্রভুপাদের পূর্ণ আনুগত্যে ও তাঁর কৃপানির্দেশে পরমার্থী পত্রিকায় গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধাবলী ও অপ্রাকৃত রসমাধুরীপূর্ণ কবিতাবলী প্রকাশিত করেন। সেই পত্রিকা পাঠ করে বহু শ্রদ্ধালু সজ্জন ব্যক্তি জগদ্‌গুরু শ্রীল সরস্বতী

ঠাকুর, শ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুর, শ্রীল তীর্থ গোস্বামী ঠাকুর, শ্রীল ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি গোস্বামী ঠাকুরের শ্রীচরণাশ্রয় করে শুদ্ধপ্রেমভক্তি সাধনে রত হন। এছাড়া সেই সব কোমল শ্রদ্ধালু সাধকগণকে সর্বক্ষণ হরিকথার মাধ্যমে শিক্ষা দিয়ে তাঁদের ভজন-জীবনকে দ্রুত উন্নতি করার আপ্রাণ চেষ্টা করতেন। তিনি নিরলসভাবে দিবারাত্র হরিকথা বলতেন। কোমল শ্রদ্ধালু সাধক যাতে করে ভুল পথে চ'লে না যায় তার জন্য তাদের দিকে সুতীব্র দৃষ্টি রাখতেন।

এছাড়াও তিনি গ্রন্থের মাধ্যমে সুসিদ্ধান্তপূর্ণ বহু গ্রন্থাদি প্রকাশ করেছেন। উৎকল ভাষায় তিনি শ্রীরূপানুগাচার্যগণের তথা শ্রীল জগন্নাথ, শ্রীল ভক্তিবিনোদ, শ্রীল গৌরকিশোর, শ্রীল প্রভুপাদ, শ্রীল আচার্যদেব, শ্রীল তীর্থ মহারাজ, শ্রীল গুরুমহারাজ এর আচার্য-লীলা চরিত্র কীর্তন করে অপ্রাকৃত সাহিত্যের সৌন্দর্য-শ্রীবৃদ্ধি করেন। তিনি বিশেষ করে শ্রীল প্রভুপাদ, শ্রীল আচার্য-দেব, শ্রীল তীর্থ, শ্রীল ঔড়ুলোমি এই চার আচার্যের বহুল বাণীর সেবা করে তাঁদের অন্তরের সুখবিধান করেছেন। এছাড়াও তিনি শ্রীল আচার্যদেবের আচার্যত্ব বিশ্বের সামনে বিশেষভাবে তুলে ধরেছেন। বাণীর সেবাই-আচার্যের মনোঽভীষ্ট সেবা। তিনি ভক্তিসিদ্ধান্তে সুনিপুণ ছিলেন।

শ্রীভক্তিকুমুদ প্রভু নিষ্কিঞ্চন সিদ্ধ বৈষ্ণব ছিলেন। তিনি নিরন্তর হরিকথামৃত কীর্তন করতেন। তাঁর সৎসঙ্গ প্রভাবে ও হরিকথামৃত শ্রবণে বহু শ্রদ্ধালু নরনারী ভজন পথে দ্রুত অগ্রসর

হন। তিনি কটক "The Universe" Hall এ বক্তৃতাকালে আবেগ ভরে 'ভকতি বিনোদ বাহু তুলি কয় নামের নিশান ধর। নাম ডঙ্কাধ্বনি করিয়া যাইবে ভেটিবে মুরলীধর॥' এই লাইন কয়েকটি বার বার উচ্চারণ করে তিনি ভাবাবেশে দুই দিন থেকে শ্রীঅদ্বৈত সপ্তমীর দিন নিত্যলীলায় মঞ্জরীরূপা সিদ্ধদেহে প্রবেশ করেন।

এই 'মাধব তিথি' গ্রন্থ মধ্যে শ্রীরূপানুগাচার্যগণের শুদ্ধবৈষ্ণব-বৃন্দের তথা শ্রীগৌরজয়ন্তী-শ্রীকৃষ্ণজয়ন্তী-শ্রীরাধাষ্টমী প্রভৃতি সমস্ত তিথিবর্গের মহিমা কীর্তিত হয়েছে। এই গ্রন্থে শ্রীগৌরজয়ন্তী থেকে আরম্ভ করে পঞ্জিকানুযায়ী তিথি ক্রমান্বয়ে সন্নিবেশিত করেছেন। এতদ্ব্যতীত শ্রীল গুরুমহারাজের 'শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমা' 'শ্রীক্ষেত্রধাম পরিক্রমা' শ্রীকৃষ্ণদাস কৃত শ্রীবৃন্দাবন পরিক্রমা, প্রেম বিবর্ত্ত থেকে উদ্ধৃত একাদশী মাহাত্ম্য, শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুর কৃত শ্রীহরিবাসর কীর্ত্তন ও শ্রীভক্তিকুমুদ প্রভুর রচিত 'শ্রীরেমুণাধাম পরিক্রমা' ; অবশেষে পরিশিষ্টে বৃহৎ জয়দান সংযোগ করা হল।

পরম পূজ্যপাদ শ্রীশ্রীল যতিশেখর দাস, ভক্তিকুমুদ প্রভুর আর একটি বিশেষ অবদান হল—'বৃহৎ জয়দান'। সপরিকর সধাম শ্রীশ্রীগৌরকৃষ্ণের সবিশেষ ভাবে সবিশদ্ জয়দানের প্রবর্ত্তন তিনি করেছেন। পূর্ববর্ত্তী মহাজনগণও এই জয়দানের উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুর শ্রীচৈতন্য ভাগবতের মঙ্গলাচরণে বলেছেন—

"জয়তি জয়তি দেবঃ কৃষ্ণচৈতন্য চন্দ্রো
জয়তি জয়তি কীর্ত্তি স্তস্য নিত্যা পবিত্রা।
জয়তি জয়তি ভৃত্য স্তস্য বিশ্বেশ মূর্ত্তে-
র্জয়তি জয়তি নৃত্যং তস্য সর্ব্ব প্রিয়াণাম্॥"

আবার বারম্বার বলেছেন—"ভক্তগোষ্ঠী সহিত গৌরাঙ্গ জয় জয়।" পদকর্ত্তা শ্রীকৃষ্ণদাস বৃন্দাবন পরিক্রমায় লিখেছেন—"জয় রাধে জয় কৃষ্ণ জয় বৃন্দাবন * * * শ্রীনন্দ যশোদা জয় জয় গোপগণ। শ্রীদামাদি জয় জয় ধেনু বৎসগণ * * *। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরও স্বরচিত নাম কীর্ত্তনে সপরিকর সধাম শ্রীগৌর-সুন্দর ও শ্রীশ্যামসুন্দরের জয়দান করেছেন। পূর্ব মহাজনগণের অনুসরণে তৎসহ প্রকট আচার্য্য থেকে শ্রীগুরু পরম্পরার, শ্রীবৈষ্ণব-বৃন্দের, শ্রীগৌরসুন্দর ও শ্রীশ্যামসুন্দরের লীলাস্থলী-লীলা পরিকর আদির জয়দান শ্রীভক্তিকুমুদ প্রভু সবিশেষ ভাবে দিয়েছেন। তিনি জয়দানের উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে বলেছেন; ভক্তিসাধকেরা যদি দৈন্যার্ত্তিভরা হৃদয়ে প্রত্যহ এই জয় দেন, তবে তার সমস্ত অনর্থ, অপরাধ কেটে যাবে এবং ভক্তিপথে শীঘ্র অগ্রগতি হবেই হবে। জয়দানে সমস্ত বিঘ্ন নাশ হয়ে শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের কৃপা অতি শীঘ্র লাভ করিতে পারবে।

এই জয়দানে উনার মত মহান্ত শিক্ষা গুরুর নাম অন্তর্ভুক্ত করা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় মনে করে শ্রীভক্তিকুমুদ প্রভুর জয়ও জয়দানে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এই 'জয়দান' সাধকগণ আদর

করে জয় দিলে ক্রমান্বয়ে তারা নিষ্ঠা-রুচি-আসক্তি লাভ করবে, এতে কোন সন্দেহ নেই।

শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের আবির্ভাব তিরোভাব তিথি নিতান্ত অনু-শীলনীয় ও শুদ্ধভক্তি যাজনকারী ভক্তবৃন্দের একান্ত আলোচনীয়। এই গ্রন্থখানি শুদ্ধভক্তি সাধকগণকে ভজন পথে দ্রুত প্রগতি লাভ করাবে। উড়িয়া ও গৌড়ীয়া এই উভয়ভাষী ভক্তবৃন্দ এই গ্রন্থ পাঠ করে চরম কল্যাণ লাভ করতে পারবেন—এটা আমার সুদৃঢ় বিশ্বাস। এই গ্রন্থ প্রকাশে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের-শুদ্ধবৈষ্ণববৃন্দের অন্তরে যদি আনন্দের সঞ্চার হয় তবে এই গ্রন্থ প্রকাশে আমরা ধন্যাতিধন্য হব।

পরিশেষে গ্রন্থের সংকলন ও মুদ্রণ কার্যে আমাদের অজ্ঞাত-সারে যে সব ত্রুটি রয়ে গেছে তার জন্য সুধী সহৃদয় পাঠকগণ যেন ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখেন এবং এই গ্রন্থের অন্তর্নিহিত মর্ম মনে প্রাণে অনুভব ও উপলব্ধি করেন—তাহলে আমাদের পরিশ্রম সার্থক হবে।

নিবেদন

ইতি

শ্রীশ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব কৃপারেণু প্রার্থী

শ্রীভক্তিভূষণ ভারতী

শ্রীভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সেবাশ্রম
শ্রীধাম গোদ্রুম, নবদ্বীপ
শ্রীঅদ্বৈত সপ্তমী
২৪ জানুয়ারী ১৯৯৯, রবিবার।

গ্রন্থ প্রণেতার সংক্ষিপ্ত পরিচয়

শিক্ষাগুরুবর্য্য উপদেশক শ্রীশ্রীল যতিশেখর দাস, ভক্তিকুমুদ প্রভু

শুভাবির্ভাব—বৈশাখ কৃষ্ণ দ্বিতীয়া, খ্রীঃ ১৯১০, এপ্রিল ১৭ রবিবার
তিরোভাব—মাঘ গৌর সপ্তমী, (শ্রীঅদ্বৈত সপ্তমী) খ্রীঃ ১৯৯৫, ফেব্রুয়ারী ৬ তারিখ, সোমবার।

(মহান্ত) শিক্ষাগুরু জাণ কৃষ্ণঙ্ক স্বরূপ
অটে শাস্ত্রর বচন।
শিক্ষাগুরু ধারা অবিচ্ছিন্ন ভাবে
নিত্য প্রবাহমান ॥ ১ ॥
উণেইশ দশ অপ্রেল সতর
রবিবার নিশান্তরে।
বইশাখ কৃষ্ণ দ্বিতীয়া তিথিরে
চিত্রা নক্ষত্র বেলারে ॥ ২ ॥
ওড়িশা প্রদেশে কটক নগরে
ওড়িআ বজার স্থলে।
শিক্ষাগুরুবর শ্রীযতি শেখর
প্রভু জনম লভিলে ॥ ৩।
শ্রীত্রৈলোক্যনাথ শ্রীক্ষীরোদমণি
পিতা মাতা হেলে ধন্য।
শ্রীল প্রভুপাদ প্রিয় পারিষদ
এ ধরারে অবতীর্ণ ॥ ৪ ॥

শ্রীযতীন্দ্র নাথ 'পিতৃ দত্ত' নাম
'কাহ্নু' থিলা ডাক নাম।
বাল্যকালু সিএ মহা বিচক্ষণ
সর্বগুণ পরিপূর্ণ ॥ ৫ ॥

বাল্যে অধ্যয়ন ক্রীড়া অভিনয়
সবুথিরে পারঙ্গত।
সাঙ্গসাথি সহ সমাজর সেবা
নাম সংকীর্ত্তনে রত ॥ ৬ ॥

ক্রমে পিতাসহ নিয়মিত যাই
শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ।
বিগ্রহ দর্শন শ্রীমঠ সেবন
আদরে শুণন্তি পাঠ ॥ ৭ ॥

শ্রীভক্তি সুধাকর ভাগবত বর
রেভেন্‌সার অধ্যাপক।
শ্রীযতীন্দ্র তাঙ্ক গুণমুগ্‌ধ ছাত্র
ক্রমে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ॥ ৮ ॥

বর্ত্ম প্রদর্শক শিক্ষাগুরু রূপে
করিলে তাঙ্কু বরণ।
বহু সূক্ষ্ম ভক্তি সিদ্ধান্ত বিচারি
পরমার্থরে মগন ॥ ৯ ॥

শ্রীভক্তি প্রদীপ তীর্থ মহারাজ
শ্রীভক্তি শ্রীরূপপুরী।

অন্যতম শিক্ষা গুরুরূপে সদা
স্নেহে উপদেশকারী ॥ ১০ ॥

শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীচরণাশ্রয়
সতর বর্ষ বয়সে ।
নিজজন জাণি শ্রীল প্রভুপাদ
কলে করুণা বিশেষে ॥ ১১ ॥

অলৌকিক জ্ঞান দেখিণ তাহাঙ্কু
পরমার্থী সেবা দেলে ।
নিপুণতা সহ পচাশ বরষ
প্রভু এহা সম্পাদিলে ॥ ১২ ॥

অপমত খণ্ডি শুদ্ধভক্তি স্থাপি
গুরুবাণী প্রচারিলে ।
শ্রীবিনোদ ধারা মহত্ব জগতে
বিশেষে ঘোষণা কলে ॥ ১৩ ॥

নরোত্তম সম গুরু মল মূত্রে
অপ্রাকৃত বুদ্ধি কলে ।
প্রভুপাদ কৃপা করি দীক্ষা দেলে
স্নেহে আত্মসাত কলে ॥ ১৪ ॥

শ্রীযতি শেখর দাস ব্রহ্মচারী
দেলে তাঙ্ক দীক্ষানাম ।
শ্রীগুরু চরণে আত্ম সমর্পিলে
লভি অপ্রাকৃত কাম ॥ ১৫ ॥

শ্রীভক্তি সুধাকর আনুগত্যে রহি
গুরুসেবা করিলেক।
ব্রহ্মচারী রূপে মিশনর সেবা
বিশ্রস্তে কলে অনেক ॥ ১৬ ॥

(শ্রীভক্তি) সুধাকর সহ অভিন্ন হৃদয়
জাণি শ্রীল প্রভুপাদ।
স ই ত্রিশ অব্দে দেলে তাঙ্কু মোদে
উপাধি 'ভক্তি কুমুদ' ॥ ১৭ ॥

বাসুদেবানন্ত নিজ অধস্তন
প্রভুপাদ জণাইণ।
তাঙ্ক আনুগত্যে রহি ভজ সর্বে
কহি লীলা সংগোপন ॥ ১৮ ॥

কনক প্রতিষ্ঠা বশীভূত হোই
বহু প্রভুপাদ শিষ্য।
শ্রীআচার্য্যদেবে প্রথমে মানিণ
গুরুসাজি কলে দ্বেষ ॥ ১৯ ॥

শ্রীভক্তি কুমুদ ভক্তি সুধাকর
আনুগত্যে রহি মোদে।
সেবিলে সতত শ্রীআচার্য্যদেবে
অভিন্ন শ্রীপ্রভুপাদে ॥ ২০ ॥

আচার্য্য নির্দ্দেশে প্রভুপাদ বাণী
উৎকলর পল্লীপুরে।

ঢাকা ময়মন সিংহ আসাম প্রদেশে
প্রচারিলে প্রীতি ভরে ॥ ২১ ॥

সরল সুন্দর কথা সুমধুর
হস কউতুকে পূর্ণ।
বীর্য্যবতী বাণী শুণিণ শ্রদ্ধালু
লভিলে ভকতি ধন ॥ ২২ ॥

শ্রীআচার্য্যদেব সুপ্রসন্নে দেলে
উপাধি 'উপদেশক'।
পরীক্ষা উত্তীর্ণে 'ভক্তিশাস্ত্রী'-এহি
উপাধি যে লভিলেক ॥ ২৩ ॥

শ্রীগৌড়ীয় ব্যাস শ্রীসুন্দরানন্দ
তাঙ্ক আন শিক্ষাগুরু।
অতি সূক্ষ্ম ভক্তি সিদ্ধান্ত বিচার
লভিলে তাঙ্ক কৃপারু ॥ ২৪ ॥

প্রভুপাদ প্রিয় ভকতি বৈভব
শ্রীসাগর মহারাজ।
সঙ্গদানে কেতে নিগূঢ় ভজন
শিখাইলে সবিশেষ ॥ ২৫ ॥

শ্রীআচার্য্যদেব নির্দ্দেশরে প্রভু
সিদ্ধ বাবা বংশীদাসে।
অনুগমনরে তাঙ্ক নানা লীলা
জণাইলে যে বিশেষে ॥ ২৬ ॥

শ্রীআচার্য্যদেব "অতিমর্ত্ত্যলীলা"
প্রকাশিণ ব্রজে গলে ।
বিপ্রলম্ভ রস আস্বাদি সতত
বিরহে উন্মত্ত হেলে ॥ ২৭ ॥

শ্রীভক্তি সুধাকর অপ্রকটে প্রভু
আচার্য্যদেব আদেশে ।
গৃহস্থ লীলারে আৎম সংগোপনে
গুরু গৌর কৃষ্ণে তোষে ॥ ২৮ ॥

মঠরু আসিণ রেমুণা পুরীরে
বস্তা ভক্তি কুটীররে ।
কিছি কিছি দিন অবস্থান করি
শেষে কটকে রহিলে ॥ ২৯ ॥

শ্রীযমুনা দেবী প্রথম পত্নীঙ্ক
অপ্রকট পরে সেহু ।
শ্রীঅন্নপূর্ণা দেবী বিবাহ করিলে
সেবারে কুশলী যেহু ॥ ৩০ ॥

শ্রীভক্তি প্রদীপ তীর্থ গোস্বামীঙ্ক
আচার্য্যলীলারে প্রভু ।
থিলে সহায়ক অন্তরঙ্গ তাঙ্ক
সেবা সম্পাদিলে বহু ॥ ৩১ ॥

শ্রীভক্তি কেবল ঔড়ুলোমি গুরু
লীলা যেবে প্রকাশিলে ।

বিশ্রম্ভ ভাবরে নানা সেবা করি
মহিমা প্রকাশ কলে ॥ ৩২ ॥

অতি ধৈর্য্য ভরে দৈন্য সহকারে
তাঙ্ক হৃদয় বুঝিণ ।
সর্বে বুঝাইলে অতীব যতনে
জগতে কৃপা করিণ ॥ ৩৩ ॥

শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ পাখ স্থান
গুরুদেব স্নেহে দেলে ।
বহু ক্লেশে তহিঁ কুটীর রচিণ
প্রভু অবস্থান কলে ॥ ৩৪ ॥

স্নেহে গুরুদেব চারি থর সেহি
কুটীরে বিজয় কলে ।
‘শ্রীভক্তি কেবল পাদপীঠ’ বোলি
প্রীতে গুরু নাম দেলে ॥ ৩৫ ॥

দিব্য দ্রষ্টা সাধু পূর্বরু সে জানি
পারন্তি ভবিষ্য কথা ।
কেঁতে যে প্রমাণ কেতে অনুভবী
ভক্ত মানন্তি সর্বথা ॥ :৬ ॥

গুরুদেবঙ্কর লীলা সাঙ্গ কথা
আগু সে জাণি পারিণ ।
পরমার্থী পত্রে প্রকাশি ইঙ্গিতে
সর্বে দেলে জণাইণ ॥ ৩৭ ॥

ইঙ্গিত বুঝিণ বহু ভক্ত গলে
সে বর্ষ গুরুপূজারে।
মহাগুরুদেব মহানন্দ হেলে
অনেক ভক্ত মেলরে ॥ ৩৮ ॥

এ বর্ষর পূজা উৎকল বাসীঙ্ক
কহি প্রভু মুখ চাহিঁ।
তুম সহ মোর বিশেষ আলাপে
ইচ্ছা সদা থাএ রহি ॥ ৩৯ ॥

নানা আলাপন করি গুরুদেৱ
কহিলেক হৃষ্ট মনে।
অর্চ্চন কীর্ত্তনে শ্রীহরি তোষণ
এই কথা রখ মনে ॥ ৪০ ॥

শুণি এহা প্রভু কহিলে আবেগে
হরি তোষণ বুঝেনা।
শ্রীগুরু তোষণে শ্রীহরি তোষণ
এহি কথা মোতে জণা ॥ ৪১ ॥

'এইটা ত বড় দামী কথা' বোলি
ভারতীঙ্কু কহি গলে।
ধারা সংরক্ষণে চিন্তিত হোইণ
প্রভু তাঙ্কু পচারিলে ॥ ৪২ ॥

ভারতী সম্মতি পচারি শ্রীগুরু
অশ্রু ছল ছল হেলে।

ইঙ্গিত বুঝিণ　　　　চিন্তিত জাণিণ

প্রভু আশ্বাসনা দেলে ॥ ৪৩ ॥

ভারতী সহায়　　　　হোইলে বিরোধ

নাশিবি বাণী গুলিরে ।

মুঁ পারমার্থিক　　　　মিলিটারী অটে

শুণি সে আশ্বস্ত হেলে ॥ ৪৪ ॥

পর একাদশী　　　　মধ্য রাত্রে সেহু

অপ্রকট লীলা কলে ।

গৌড়ীয় গগন　　　　অন্ধকারাচ্ছন্ন

সর্বে মর্মাহত হেলে ॥ ৪৫ ॥

গৌড়ীয় মিশনে　　　　সেক্রেটারী হেলে

আচার্য্য পদে আসীন ।

শ্রীভক্তি ভূষণ　　　　ভারতী যে হেলে

দৈন্য ভরে সংগোপন ॥ ৪৬ ॥

প্রকট আচার্য্য　　　　রূপরে তাহাঙ্কু

প্রভু যে ঘোষণা কলে ।

বহু যৎন করি　　　　সর্বে বুঝাইলে

সত্যানুরাগী বুঝিলে ॥ ৪৭ ॥

শ্রীআচার্য্যদেব　　　　শ্রীভক্তিপ্রসাদ

শ্রীপুরীদাস ঠাকুর ।

প্রভুপাদ শ্রেষ্ঠ　　　　মহান আচার্য্য

স্বরূপ রূপানুগবর ॥ ৪৮ ॥

ଭକ୍ତି କୁମୁଦଙ୍କ ପ୍ରାଣ ପ୍ରେଷ୍ଠ ମିତ୍ର
ଅନାଦର ତାଙ୍କ ଦେଖି ।
ସିଂହ ହୁଙ୍କାରରେ ନାନା ପ୍ରତିବାଦ
ପରମାର୍ଥୀ ପତ୍ରେ ଲେଖି ॥ ୪୯ ॥

ପଡ଼ିଣ ମିଶନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସର୍ବେ
ମହାପ୍ରମାଦ ଗଣିଲେ ।
ବହୁଭାବେ ତାଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରିଣ
ନାନା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କଲେ ॥ ୫୦ ॥

ସତ୍ୟ ପ୍ରକାଶନେ ବିରୋଧିତା ଦେଖି
ତ୍ୟାଜି ସମ୍ପାଦକ ପଦ ।
ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ବିଦ୍ବେଷ କପଟତା ଲକ୍ଷି
ଅନ୍ତରେ ହେଲେ ବିଷାଦ ॥ ୫୧ ॥

ଶ୍ରୀଲ ଭାରତୀଙ୍କୁ ବହୁ ଯତ୍ନ କରି
ଗୁରୁପଦେ ସଂସ୍ଥାପିଲେ ।
ଶ୍ରୀଭକ୍ତି କେବଳ ଧାରା ପ୍ରଦର୍ଶକ
ଆମ୍ନାୟ ଧାରା ସ୍ଥାପିଲେ ॥ ୫୨ ॥

ନାନା ସହାୟତା କରିଲେ ବିଶ୍ରମ୍ଭେ
ନିଜେ ସଂଗୋପନେ ରହି ।
"ଶ୍ରୀଗୁରୁ ଠାକୁର" ନାମ ଦେଲେ ତାଙ୍କୁ
ଆଦରରେ ସ୍ନେହ ବହି ॥ ୫୩ ॥

ଆମ୍ନାୟ ଧାରାର ପାଞ୍ଚଗୁରୁ ଆଉ
ଶିକ୍ଷାଗୁରୁ ବର୍ଗଙ୍କର ।

সমস্তঙ্ক সিএ অতি অন্তরঙ্গ
প্রিয় শুদ্ধ ভক্তঙ্কর ॥ ৫৪ ॥
ভক্তির বিরোধী ভক্তর বিরোধী
লেখা পত্র পত্রিকারে ।
খণ্ডন করিণ স্থাপন করিলে
শুদ্ধ ভকতি বিশ্বরে ॥ ৫৫ ॥
'গুরু গৌর গীতি' 'শ্রীমাধব তিথি'
গুরুবর্গঙ্ক জীবনী ।
'শ্রীপারমার্থিক প্রশ্নোত্তর' গ্রন্থ
গুরুবর্গঙ্কর বাণী ॥ ৫৬ ॥
'শ্রীচৈতন্য ভাগ- বত স্তবমালা'
'ভাগবত সংকীর্ত্তন' ।
'শ্রীতুলসী স্তব', 'দামোদর লীলা'
'রেমুণা পরিক্রমণ' ॥ ৫৭ ॥
'শ্রীআচার্য্যদেব অতিমর্ত্ত্য লীলা'
লেখি জণাইলে বিশ্বে ।
তাঙ্ক প্রতি যেহু মর্ত্ত্যবুদ্ধি করে
মরে সেহি অনায়াসে ॥ ৫৮ ॥
পরমার্থী আদি পত্র পত্রিকারে
বহু প্রবন্ধ কবিতা ।
কথা মাধ্যমরে বুঝাইলে জনে
সুসিদ্ধান্ত হরিকথা ॥ ৫৯ ॥

পঞ্চতত্ত্ব নাম গৌর গুণ ধাম
সন্তত কীর্ত্তন কর ।
নীরাগ সাধুঙ্ক পূর্ণ আনুগত্যে
রাগপথ অনুসর ॥ ৬০ ॥
স্ত্রী শূদ্র অধম মূর্খ পতিতঙ্কু
বিশেষ তাঙ্ক করুণা ।
হৃদয়ে তাঙ্কর বহই যে সদা
অদ্বৈত কৃপা ঝরণা ॥ ৬১ ॥
রথাগ্রে কীর্ত্তন নর্ত্তন স্তবন
শ্রীগৌড়ীয় পরম্পরা ।
রখিণ শ্রীপ্রভু স্নিগ্ধ ভক্ত সাথ
দেখন্তি শ্রীরথযাত্রা ॥ ৬২ ॥
গুরুবর্গঙ্কর বিরহে দুঃখিত
অন্ধকার যুগ দেখি ।
লীলা সংগোপন ইচ্ছা কলে সেহু
প্রভুপাদ ইচ্ছা লক্ষি ॥ ৬৩ ॥
শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহিমা
সভারে প্রকাশ কালে ।
"নাম ডঙ্কা ধ্বনি...." কহিলে আবেগে
অঙ্গ তেজোদ্দীপ্ত হেলে ॥ ৬৪ ॥
আবেশে রহিণ দুইদিন যাএঁ
শ্রীঅদ্বৈত সপ্তমীরে ।

হা গৌর ! জগন্নাথ !   হরেকৃষ্ণ । কহি
ব্রজধামে বিজে কলে ॥ ৬৫ ॥

উনবিংশ শত   পঞ্চানবে অব্দে
ফেব্রুয়ারী ছ' তারিখে ।

পঞ্চাশী বরষ   প্রকটি ধবারে
ভূলোকু বিজে গোলোকে ॥ ৬৬ ॥

গৌড়ীয় গগনু   উজ্জ্বল নক্ষত্র
হোইগলে অন্তর্হিত ।

অন্ধকারাচ্ছন্ন   হোইলা ধরণী
সর্বে হেলে মর্মাহত ॥ ৬৭ ॥

ভকত বৎসল   ভক্তজন বন্ধু
ভক্তঙ্ক প্রাণর প্রভু ।

সজাতীয়াশয়   স্নিগ্ধ ভক্ত মেলে
তুমরি সান্নিধ্য লভু ॥ ৬৮ ॥

জয় জয় জয়   শ্রীভক্তি কুমুদ
শ্রীযতিশেখর জয় ।

আহে গৌর জন   করুণা করিণ
চরণে দিঅ আশ্রয় ॥ ৬৯ ॥

অদোষ দরশী   পরাণ বন্ধু হে
ঘেন মোর নিবেদন ।

দীন দয়াসিন্ধু   (তব) শ্রীপদকমলে
আরতে মাগে শরণ ॥ ৭০ ॥

—✿—

॥ সূচীপত্র ॥

—ঃ০ঃ—

॥ শুদ্ধিপত্র ॥

পত্রাঙ্ক	লাইন	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১	৬	ফগুন	ফগুণ
১	১১	পুণেইঁ	পুনেইঁ
২	৩	শুনি	শুণি
৫	১৩	উনিশ	উণিশ
৭	৬	জনাই	জণাই
৭	১৮	উনেইশ	উণেইশ
৮	১৭	যতনে	যত্নে
১০	১	শুনি	শুণি
১১	৪	জানন্তি	জাণন্তি
১২	৮	শুনি	শুণি
১৫	৩	দেখিন	দেখিণ
২০	৩	বরুন	বরুণ
২২	১৭	জানিণ	জাণিণ
২৯	১৮	পড়ি	পঢ়ি
৯৮	৭	সীমন্ত	স্যমন্ত
১০১	২২	ঢঙ্গ	বঙ্গ
১০৬	১৮	বার্ত্তাঙ্কু	বার্ত্তাকু
১১৩	১০	হরিদাস	পরিহাস
১৩১	১১	ঝুলন	ঝুলণ

পত্রাঙ্ক	লাইন	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১৩৯	৬	চিরজীবি	চিরজীবী
১৪৪	৫	হোইল	হোইলে
১৫৪	১৫	অনসনরে	অনশনরে
১৪৫	৮	স্মরয়ে	স্মররে
১৬১	৭	পঞ্চাদশ	পঞ্চদশ
১৭১	৪	গুজআল	জগুআল
১৭১	১১	আহ্লাদিতে	আহ্লাদিত
১৭৯	১০	পরিষদ	পারিষদ
১৮৫	২	মর্ণিলে	মণিলে
১৮৯	৭	গুন	গুণ
১৯১	১১	বিরাজিতে	বিরাজিত
১৯৭	১৭	স্বাগতিক	স্বাগতিকা
২০০	১৬	কন্দি	কান্দি
২০১	১৮	বন্ধনের	বন্ধনর
২০৪	১৮	পূজিল	পূজিলে
২০৮	৭	৯	৯১
২১৯	১৫	পূজিল	পূজিলে
২২৭	২	ভিক্তিগ্রন্থ	ভক্তিগ্রন্থ
২২৯	১৬	মহাস্নানাস্তু	মহাস্নানান্তে
২৩৪	১১	কাত্যায়িনী	কাত্যায়নী
২৩৫	১৪	অন্নপ্রাশণ	অন্নপ্রাশন

পত্রাঙ্ক	লাইন	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২৪৮	১১	গুরুদেব	গুরু
২৫২	২	ভজনের	ভজনর
২৭৭	১	হিরণাক্ষ	হিরণ্যাক্ষ
২৮৯	৮	জারগণ	জাগরণ
২৯৪	১৭	গ্রামধারে	গ্রামঠারে
৩১২	৫	স্কুস্থমমালা	কুসুমমালা
৩১৩	১৬	শ্যামকান্তি	শ্যামাকান্তি
৩১৪	৪	এবাদশী	একাদশী
৩১৬	১১	অকৈতব	অবৈষ্ণব
৩১৭	১১	শ্রীলাচন	শ্রীলোচন
৩২৮	১৯	বুধবী	বুধরী
৩২৮	২০	ঝামাইপুর	ঝামটপুর
৩৩০	১	গ্রন্থমান্দর	গ্রন্থ সমাধি মন্দির
৩৩০	১৫	শ্রীকৃষ্ণরাস	শ্রীকৃষ্ণদাস
৩৩১	৮	টীর সমীর	ধীর সমীর

—ঃ০ঃ—

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

(১)

শ্রীগৌর জয়ন্তী (ফাল্গুন পূর্ণিমা)

চউদশ সাতশকে ভারত বরষ বক্ষে
গঙ্গাতটে নবদ্বীপ ধামে।
অবতারী অবতার শ্রীকৃষ্ণ হেলে গউর
মায়াপুর যোগপীঠ ঠামে॥
রাহু গরাসিলা ইন্দু উচ্ছুলিলা নামসিন্ধু
ফগুন পূণেই সঞ্জবেলে।
জগন্নাথ মিশ্র পিতা শচীদেবী যার মাতা
পুত্ররূপে নিমাইঁ জাম্মলে॥
কলা যমুনার কূলে কৃষ্ণাষ্টমী নিশিকালে
কৃষ্ণ জনমিলে শ্রীগোকুলে।
এবে শুভ্র গঙ্গা কূলে দোল পূণেইঁর বেলে
গৌর জন্ম হেলে নিম্ব মূলে॥
শ্রীগৌরাঙ্গ জন্মতিথি পবিত্র করই ক্ষিতি
ধন্য ধন্য ফাল্গুন পূর্ণিমা।
ব্রহ্মা আদি দেবগণ করে পুষ্প বরিষণ
এ তিথির করে আরাধনা॥
গঙ্গাজল শ্রীতুলসী নিবেদিণ নিতি বসি
শ্রীঅদ্বৈত কলেক পূজন।

ঠাকুর শ্রীহরিদাস চন্দ্রশেখর শ্রীবাস
আর্ত্তিসহ কলেক বন্দন ॥
এহাঙ্ক প্রার্থনা শুনি শ্রীকৃষ্ণ বিজে ধরণী
সংকীর্ত্তনে হেলে অবতার।
শচী পিতা নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী সুধীবর
গণনারে দেখে চমৎকার ॥
শ্রীগৌর জয়ন্তী আজি প্রফুল্লে প্রকৃতি সাজি
রাধাকৃষ্ণ শ্রীদোল যাতরা।
বাজে খোল করতাল ঘণ্ট ঘণ্টা সুরসাল
মহানন্দে সর্বে আত্মহরা ॥
নমে শ্রীদোল পূর্ণিমা যা' মহিমা নাহিঁ সীমা
পুনঃ বন্দে শ্রীগৌর জয়ন্তী।
গৌরকৃষ্ণ গুণগান করন্তি ভকতগণ
তাঙ্ক পাদে সদা করে নতি ॥
জয় জয় গৌরহরি জয় কীর্ত্তন বিহারী
জয় জয় যোগপীঠ জয়।
জয় শচী জগন্নাথ বিশ্বরূপ পুত্র সাথ
শ্রীশচী অঙ্গন জয় জয়।
জয় গৌর বিষ্ণুপ্রিয়া জয় গৌর লক্ষ্মীপ্রিয়া
গৌর শক্তি করই বন্দন।
জয় জয় পঞ্চতত্ত্ব জয় গৌর গণ নৃত্য
জয় জয় নাম সংকীর্ত্তন ॥
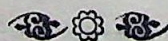
(২)

চৈত্র কৃষ্ণ তৃতীয়া—

শ্রীকুমারহট্টে শ্রীমন্মহাপ্রভু

দীক্ষাছলে গৌরহরি ভেটিলে ঈশ্বরপুরী
গয়াতীর্থ কলে প্রভু ধন্য।
পূজিলে শ্রীপুরী পীঠ পূত শ্রীকুমার হট্ট
পুরীস্থলী সর্ব্ব অগ্রগণ্য॥

হালি সহর ষ্টেশন শ্রীকুমার হট্ট স্থান
শ্রীঈশ্বরপুরী জন্মভূমি।
গয়ারু ফেরিণ গৌর প্রেমরে হেলে সে ভোর
সাত্ত্বিক বিকারে ভূমি চুমি॥

দেলে তহিঁ গড়াগড়ি কাঁদে ভূমে উঠি পড়ি
ভূমি তিন্তে নয়নর জলে।
গুরু জন্ম তীর্থ দেখি প্রভু হেলে মহাসুখী
ভাবাবেশে হোইলে বিহ্বলে॥

গুরু জন্ম স্থান ধূলি প্রভু ভরিণ অঞ্জলি
উত্তরীরে নেলে রেণু বান্ধি।
নবদ্বীপ অভিমুখে গলে প্রভু মহা দুঃখে
গুরু স্মরি পথে চালে কাঁদি॥

শ্রীচৈত্র কৃষ্ণ তৃতীয়া এহা সর্ব্ব বরণীয়া
শ্রীকুমার হট্টে আগমন।

শ্রীইশ্বরপুরী স্মরি গুরু ভক্তি ধ্বজা ধরি
গৌরহরি প্রেমরে মগন ॥
ভকতি কুমুদ কাঁদে ন বুঝিলি সে সম্বন্ধে
প্রভুপাদ স্মৃতি গলা দূরে ।
আহে প্রভুপাদগণ কর কৃপা বিতরণ
যেহ্নে গৌর শিক্ষা হৃদে স্ফুরে ॥

(৩)

চৈত্র কৃষ্ণা চতুর্থী—

শ্রীভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামীঙ্ক তিরোভাব

গোলোকু ভূলোকে আসিল হে দেব
শ্রীগৌরাঙ্গ পরিকর ।
শ্রীরূপ অনুগ শ্রীবিনোদ প্রিয়
হে আচার্য্য শক্তিধর ॥
ধন্য পূর্ববঙ্গ নোয়াখালি জিল্লা
সন্দীপ হাতিয়া গ্রাম ।
তব আবির্ভাবে হেলা পূত তীর্থ
মেঘনা গর্ভে সে ধাম ॥

সে অঠর শহ পঞ্চানবে সাল
অগষ্ট পচিশ দিন।
ভাদ্র শুক্ল ষষ্ঠী তিথি রবিবার
মধ্যাহ্নরে অবতীর্ণ॥
শ্রীরজনীকান্ত বিধুমুখী দেবী
বসুবংশে হেল জাত।
তীর্থ মহারাজ বিখ্যাত ত্রিদণ্ডী
থিলে তব জ্যেষ্ঠ ভ্রাত॥
ষোহল বরষে পিতা ভ্রাতা সহ
শ্রীভক্তি ভবনে আসি।
দেখি প্রভুপাদ ভকতিবিনোদে
নিত্য ভাব পরকাশি॥
উনিশ অঠরে দোল পূর্ণিমারে
প্রভুপাদ দেলে দীক্ষা।
শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত প্রভুপাদ পদ্মে
বাস করি কল শিক্ষা॥
প্রভুপাদ সহ শ্রীপুরুষোত্তমে
আসিল রেমুণা দেখি।
শ্রীগুরু আদেশে খণ্ডন করিল
অপমত সখী ভেকী॥
কলিকতা ভক্তি বিনোদ আসনে
রহি কল পরচার।

প্রভুপাদ সহ বুল দেশে দেশে
করিল শুদ্ধ আচার ॥
ভাগবত প্রেসে গ্রন্থ প্রকাশিল
'বৈষ্ণব মঞ্জুষা' সেবা।
সজ্জন তোষণী পত্রিকা মাধ্যমে
লেখ গুরুবাণী যেবা ॥
শ্রীল প্রভুপাদ আবির্ভাব তিথি
ব্যাসপূজা আরম্ভিল।
ধাম মায়াপুরে আদি ব্যাসপূজা
পুষ্পাঞ্জলি প্রকাশিল ॥
কায়া ছায়াপরি শ্রীগুরুঙ্ক সহ
রহিল সতত দেব।
প্রভুপাদ বাণী লেখিল আনন্দে
অন্তরঙ্গ ভাবে সেব ॥
ভকতি সিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রিয়
আচার্য্যরূপে প্রকটি।
ভাগ্যবান জনে আকর্ষণ করি
দেল শ্রীকৃষ্ণ নামটি ॥
শ্রীল বাসুদেব ব্রহ্মচারী নাম
গয়ারে সন্ন্যাস নেল।
ভকতি প্রসাদ পুরী মহারাজ
নামে পরিচয় দেল ॥

অতি মর্ত্ত্যলীলা দেখাইল তুমে
বিরহী পরমহংস।
গৃহী হোই তুমে নুহঁ গৃহবাসী
শ্রীরূপ রঘুঙ্ক বংশ॥
স্বরূপ লক্ষণ তটস্থ লক্ষণ
পত্ররে লেখি জনাই।
সংঘ সংরক্ষণ তেজি ব্রজে গল
শচীসুত গুণ গাই॥
শ্রীগুরু চরিত ভকতি সন্দর্ভ
বহু যত্নে প্রকাশিল।
অর্দ্ধ শতাধিক শ্রীগোস্বামী গ্রন্থ
ছাপি শ্রদ্ধাবানে দেল॥
তুমরি প্রবন্ধ তুমরি শ্রীপত্র
পঢ়ি কেতে সুধীজন।
তুমরি অনুগ ভক্তিসুধাকর
চরণে রখিলে মন॥
শ্রীগৌর পূর্ণিমা পরে যে চতুর্থী
উনেইশ অঠাবনে।
শ্রীরাধা রমণ কুঞ্জ বাটিকারে
অপ্রকট যে মধ্যাহ্নে॥
রাধাকুণ্ড পাখে হেলা যে সমাধি
উঠে শচীসুত গান।

তুম অপ্রকটে প্রকট হুঅই
তব উপদেশ মান ॥
তব গুণ গাথা গাই বাকু মোর
লেখনী দুর্ব্বলা অতি ।
নাহি মোর সেবা আচরণ যেবা
করু অছি মাত্র নতি ॥
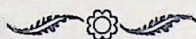
(৪)

চৈত্র কৃষ্ণাষ্টমী–

শ্রীবাস পণ্ডিতঙ্ক আবির্ভাব

শ্রীবাস শ্রীরাম শ্রীপতি শ্রীনিধি
প্রভু পদ করি আশ ।
শ্রীহট্টরু আসি গঙ্গাতীরে যাই
নবদ্বীপে কলে বাস ॥
শ্রীবাস গৃহিণী শ্রীমালিনী দেবী
পরম ভকতিমতী ।
শচীমাতা সহ সতত প্রিয়তা
ভকতি করন্তি অতি ॥
শ্রীগৌরসুন্দর হেলে আবির্ভাব
শ্রীবাস কহন্তি যতনে ।

যাঅ গো মালিনী শচীর অঙ্গনে
দেখ দিব্য পুত্র রত্নে ॥
যেবে গৌর কলে কীর্ত্তন আরম্ভ
শ্রীবাস ঘরে বিলাস।
তার মৃত পুত্র মুখে জীব তত্ত্ব
করাইলে পরকাশ ॥
গৌর নারায়ণ অইশ্বর্য্য লীলা
দিব্য চতুর্ভুজ হেলে।
শ্রীবাসর ঘরে ব্যাস পূজা করি
নিত্যানন্দে মালা দেলে ॥
শ্রীবাসর দাসী দুঃখী হেলে সুখী
শ্রীগৌর কৃপা ভাজন।
(শ্রী) নিত্যানন্দ প্রভু শ্রীবাস অঙ্গনে
স্বচ্ছন্দ বিহারে মন ॥
যেবে মহাপ্রভু গলে নীলাচলে
শ্রীবাস ভেটিলে তথা।
নরেন্দ্ররে স্নান শ্রীরথ দর্শন
সংকীর্ত্তনে নৃত্য যথা ॥
শ্রীগৌরসুন্দর করুণার সিন্ধু
জয় বৃন্দাবন রায়া।
এবে নবদ্বীপ পুরন্দর হেল
দিঅ প্রভু পদছায়া ॥

এহি গীত শুনি শ্রীগৌর সুন্দর
রোষে করিলে ভৎ'সন ।
শ্রীবাস শ্রীহস্তে সূর্য্য আচ্ছাদিলে
প্রভু হেলে পরসন্ন ॥

কেতে লীলা কলে গৌর নিত্যানন্দ
শ্রীবাস আনন্দময় ।
শ্রীনারদ খ্যাতি শ্রীবাস পণ্ডিত
জয় শ্রীমালিনী জয় ॥

(৫)

চৈত্র কৃষ্ণ দ্বাদশী—

শ্রীকালীয় কৃষ্ণদাসঙ্ক অপ্রকট তিথি

বলদেব অন্তরঙ্গ দ্বাদশ গোপাল ।
ব্রজু আসি ধন্য কলে এহি কলিকাল ॥
যেবে নিত্যানন্দ প্রভু হেলে গৌড়ে বিজে ।
লবঙ্গ সখা কালীয় কৃষ্ণ হেলে নিজে ॥
নিত্যানন্দ প্রভু সঙ্গে সদা লীলা রঙ্গ ।
সখ্যভাবে ভ্রমি ভ্রমি রচে নানা ঢঙ্গ ॥

ନବଦ୍ୱୀପରୁ କାଟୁଁୟା ଯାଏ ଅଛି ବାଟ ।
ପଥେ କୃଷ୍ଣଦାସ ଭିଟା ଶ୍ରୀଆଁକାଇହାଟ ॥
ଜୟ କାଲା କୃଷ୍ଣଦାସ ବୈଷ୍ଣବ ପ୍ରଧାନ ।
ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ସଙ୍ଗ ବିନା ନ ଜାନନ୍ତି ଆନ ॥

(୬)

ଚୈତ୍ର କୃଷ୍ଣ ଦ୍ୱାଦଶୀ—

ଶ୍ରୀଗୋବିନ୍ଦ ଘୋଷ ଠାକୁରଙ୍କ ଅପ୍ରକଟ ତିଥି

ଗୋବିନ୍ଦ ମାଧବ ବାସୁ ଘୋଷ ତିନି ଭାଇ ।
ଯାହାଙ୍କ କୀର୍ତ୍ତନେ ନାଚେ ଚୈତନ୍ୟ ନିତାଇ ॥
ଗୋବିନ୍ଦ ବ୍ରଜେ ଗାୟିକା କଳାବତୀ ନାମ ।
ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ସହ ଭ୍ରମେ ଗୌର ପ୍ରିୟ ଧାମ ॥
ଶ୍ରୀରଥଯାତ୍ରା କାଳେ ଗୋବିନ୍ଦ କୀର୍ତ୍ତନୀୟା ।
ଏକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟେ ନାଚେ ଅନେକ ପାଳିୟା ॥
ରଥେ ବକ୍ରେଶ୍ୱର ଥିଲେ ପ୍ରଧାନ ନର୍ତ୍ତକ ।
ଗୋବିନ୍ଦ କୀର୍ତ୍ତନ ଶୁଣି ଜୀବନ ସାର୍ଥକ ॥
ଶ୍ରୀଗୋବିନ୍ଦ କୀର୍ତ୍ତନ ଶୁଣି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଚୈତନ୍ୟ ।
ମହାନନ୍ଦେ କହନ୍ତି ଗୋବିନ୍ଦ ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ॥

(৭)
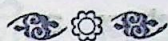
চৈত্র কৃষ্ণ দ্বাদশী -

শ্রীমন্মহাপ্রভুঙ্ক শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী শ্রবণ স্মৃতি

বরাহনগর পাটবাড়ি ধন্য
বৈকুণ্ঠ ধামরু বলি ।
শ্রীল রঘুনাথ ভাগবতাচার্য্য
পবিত্র প্রকটস্থলি ॥
শ্রীকৃষ্ণপ্রেম তরঙ্গিণী গ্রন্থ
ভাগবত অনুবাদ ।
ভাগবতাচার্য্য রচিলে আনন্দে
শুনি ঘুঞ্চে পরমাদ ॥
দিনে গৌরহরি বরাহনগরে
বিজে রঘুনাথ ঘরে ।
নাহিঁ পাদধুআ নাহিঁ ত আসন
অভ্যর্থনা নাহিঁ করে ॥
শ্রীকৃষ্ণ চরিত শুণিণ তন্ময়
হেলে মোদে গৌরহরি ।
রঘু বাহ্য নাহিঁ সুমধুরে গাএ
'তরঙ্গিণী' পদ ধরি ॥

আজি পূত তিথি শ্রীগৌর আসিলে

শোভে বরাহ নগর ।

করুছু প্রণাম করহে করুণা

ভাগবতাচার্য্যবর ॥
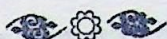
(৮)

চৈত্র গৌর পঞ্চমী—

শ্রীরামানুজাচার্য্যঙ্ক আবির্ভাব

মান্দ্রাজ পশ্চিমে তের ক্রোশ দূরে

পেরাম্বদূর যহিঁ ।

শ্রীকেশবাচার্য্য কান্তিমতী সুত

শুভে জনমিলে মহী ॥

শৈলপূর্ণ কলে শ্রীনাম করণ

লক্ষ্মণ বোলি ডাকিলে ।

দিনুঁ দিন বিদ্যা কলে অধ্যয়ন

পরম পণ্ডিত হেলে ॥

গুরু পত্নী সহ নিজ স্ত্রী কলহে

নিজ পত্নী ত্যাগ কলে ।

গোষ্ঠীপূর্ণ ঠাকু হোইণ দীক্ষিত

রামানুজ নাম নেলে॥

বেদান্তরু কলে শ্রীভাষ্য রচনা
পুরী, বারাণসী পট।
করিণ প্রচার তিরুপতি গলে
শ্রীরঙ্গরে অপ্রকট ॥
চইত্র মাসর শুকল পঞ্চমী
রামানুজ জন্ম দিন।
পূত মাঘমাস শুক্লা দশমীরে
স্ব ইচ্ছারে তিরোধান ॥
বিশিষ্টাদ্বৈত রামানুজ মত
চিৎ, অচিৎ, ঈশ্বর।
লক্ষ্মী নারায়ণ উপাসনা অটে
এহি শ্রীসম্প্রদায়র ॥

(৯)

চৈত্র শ্রীগৌর নবমী (শ্রীরাম নবমী)—

শ্রীরামচন্দ্রঙ্ক আবির্ভাব

মধুমাস পূত শুক্ল নবমীরে
দশদিগ প্রফুল্লিত।
অযোধ্যা নগরী মহাভাগ্যবতী
সর্বজন আনন্দিত ॥

এহি তিথি ধন্য করিণ শ্রীরাম
জনমিলে কৃপা করি।
চতুর্ভুজ রূপ দেখিন কৌশল্যা
জাণিলে এহি শ্রীহরি॥
দ্বিপ্রহর বেল সর্ব স্থলগন
গলে দোলে বনমাল।
কউশল্যা দেখে ঘনশ্যাম রূপ
জ্যোতির্ময় জন্মশাল॥
করযোড়ি মাত কলেক স্তবন
দেখাঅ হে শিশুরূপ।
ঐশ্বর্য্য লুচাই পুত্ররূপ হুঅ
আহে জগতর ভূপ॥
মাতাঙ্ক প্রার্থনা পূরণ করিণ
রাম পুত্র রূপ হেলে।
দশরথ আসি পুত্র মুখ দেখি
সুবর্ণ গো দান দেলে॥
কৈকেয়ী সুমিত্রা পরম হরষে
দেখিলেক দিব্য সুত।
বশিষ্ঠ আসিলে জা ত কর্ম কলে
দেব দেবী গায় গীত॥

(୧୦)

ମହା ବିଷୁବ ସଂକ୍ରାନ୍ତି—

ଶ୍ରୀହନୁମାନ ଜନ୍ମ

ଅଞ୍ଜନା ଯା' ମାତା ସୁଗ୍ରୀବ ଯା' ମାମୁଁ
ବାୟୁଦେବ ଯାଙ୍କ ପିତା।
ସେ ରାମ ଭକତ ଲଙ୍କାକୁ ଯାଇଣ
ଠାବ କରିଥିଲେ ସୀତା ॥
ଲଙ୍କାକୁ ପୋଡ଼ିଲେ ମହାବୀର ହେଲେ
ଶ୍ରୀଲକ୍ଷ୍ମଣ ଶକ୍ତି ଭେଦେ ।
ମହୋଷଧି ଲାଗି ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ଆଣି
ଶାନ୍ତି ଦେଲେ ରାମ ଖେଦେ ॥
ଧନ୍ୟ ରାମଭକ୍ତ ଜୟ ହନୁମନ୍ତ
ଆଜି ତବ ଜନ୍ମ ସ୍ମରି ।
ଭକ୍ତ କରୁଣାରେ ମିଳେ ଭଗବାନ
ଅଛ ରାମେ ହୃଦେ ବରି ॥
ଯହିଁ ସୀତାରାମ ତହିଁ ହନୁମାନ
ଭକ୍ତ ଛଡ଼ା ନୁହେଁ ହରି ।
ଶ୍ରୀଗୌର ଲୀଳାରେ ଶ୍ରୀମୁରାରି ଗୁପ୍ତ
ରୂପେ ଥିଲେ ଅବତରି ॥
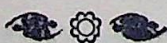
(১১)

চৈত্র গৌর একাদশী—

শ্রীমাধব ঘোষ ঠাকুরঙ্ক তিরোভাব

বর্দ্ধমানে অছি দাঁইহাট গ্রাম
থিলে তহিঁ তিনি ভাই।
গোবিন্দ মাধব বাসুদেব ঘোষ
সুললিত গীত গাই॥
শ্রীমাধব ঘোষ কীর্ত্তনে তৎপর
কীর্ত্তনীয়া শিরোমণি।
গৌর নিত্যানন্দ লীলা অনুপম
গাআন্তি সে গুণগুণি॥
শ্রীবৃন্দাবনর রসোল্লাসা যিএ
সে নিতাই পারিষদ।
গৌর কৃষ্ণ গীতি গান রচয়িতা
কীর্ত্তনে যাহাঙ্ক মোদ॥
বইশাখ মাস শুক্ল একাদশী
বিশেষ পবিত্র তিথি।
শ্রীমাধব ঘোষ হেলে অপ্রকট
গীতি শূন্যা হেলা ক্ষিতি॥

—:•:—

(১২)

চৈত্র গৌর একাদশী—

শ্রীকৃষ্ণঙ্কর দমনকারোপণ উৎসব

সাগর মধ্যরে থিলা এক দৈত্য
দমনক তার নাম ॥
সমুদ্র মধ্যরে দেখে যেতে লোক
মারিবা তাহার কাম ॥
শ্রীহরি হোইলে মৎস্য অবতার
দৈত্যকু আণিলে টাণি।
কূলকু আণিণ খণ্ড খণ্ড করি
মারিলে তাহাকু হাণি ॥
দৈত্য যেউঁ স্থানে হোইলা নিহত
জন্মিলা দয়ণা গছ।
শ্রীবিষ্ণু গলারে পিন্ধিলে আদরে
তা' পত্র করিণ গুচ্ছ ॥
চইত্র শুকল একাদশী দিন
দৈত্য হোইথিলা হত।
সেহি দিন ঠারু এহি একাদশী
দমনক নামে খ্যাত ॥
চইত্র শুকল একাদশী দিন
শ্রীবিষ্ণু শিরে দয়ণা।

দেই ভক্তগণ করন্তি পূজন
কীর্ত্তন স্তব প্রার্থনা ॥
যেতে বেলে কৃষ্ণ গলে মথুরাকু
বলরামে সাঙ্গ করি ।
কংসর উদ্যানে দেখিণ দয়ণা
চোরাই আণিলে হরি ॥
শ্রীদয়ণা চোরী উৎসব এ লাগি
মদন মোহন পাশ ।
যাআন্তি তীর্থকু বিষ্ণু দরশনে
করুণা করিণ আশ ॥

—:❋:—

(১৩)

চৈত্র পূর্ণিমা—

শ্রীবলরামঙ্ক রাসযাত্রা

শ্রীবলদেব রথে আসি । প্রবোধিলে সে ব্রজবাসী ॥
দ্বারকাপুর সমাচার । শ্রীকৃষ্ণ কথা ব্যবহার ॥
সেঠারে রহি দুই মাস । চৈত্র বৈশাখে কলে রাস ॥
নির্মল নিশা ফুটে কইঁ । চইত্র মাস সে পূনেইঁ ॥
যেতেক গোপী কৃষ্ণরাসে । রাম রাসরে সে ন আসে ॥
শ্রীকৃষ্ণ যহিঁ রাস করে । রাসস্থলির তাহা দূরে ॥

নির্জ্জন স্থান রামঘাট। সেঠারে কলে রাসনাট ॥
রাম রাসর যেউঁ বালী। আসি রচিলে যে মণ্ডলী ॥
বরুন দেলেক মদিরা। কদম্ব ক্রোড়ু মধুধারা ॥
মধু গন্ধরে আমোদিত। সকলে পানে হরষিত ॥
গন্ধর্ব গাএ সুমধুরে। দেবতা পুষ্প বৃষ্টি করে ॥
সুরে রামর গুণ গাই। রহন্তি প্রভু পদ ধ্যায়ি ॥
বইজয়ন্তী রাম গলে। নৃত্য করন্তি সুমঙ্গলে ॥
যমুনা নদীকু ডাকিলে। পাখকু যমুনা ন গলে ॥
রাম লঙ্গল ক্রোধে নেলে। ভয়ে যমুনা উভা হেলে ॥
রামঙ্কু স্তব সে করিলে। তহুঁ শ্রীরাম স্থির হেলে ॥
যমুনা জলে কলে কেলি। জল পকান্তি যেতে বালী ॥
নীল বসন লক্ষ্মী আণি। রামঙ্কু দেলে মন জাণি ॥
চৈত্র পূর্ণিমা পূত তিথি। রামঙ্ক রাসে ধন্যা ক্ষিতি ॥

—:✵:—

(১৪)

চৈত্র পূর্ণিমা—

শ্রীবংশীবদনানন্দ প্রভুঙ্কর আবির্ভাব

চৌদ্দশহ যোল শক মধু পূর্ণিমারে।
বংশীবদন প্রকট হেলে কুলিয়ারে ॥

মাধবঙ্ক নাম চট্টোপাধ্যায় ছকড়ি।
সে ঘরে চৈতন্য দেবানন্দে থিলে তড়ি॥
মাধব বংশীঙ্ক পিতা মাতা চন্দ্রকলা।
শ্রীকৃষ্ণঙ্ক বংশী বংশী নামে জনমিলা॥
শ্রীবংশীবদন জন্ম দিনে শ্রীচৈতন্য।
বংশীঙ্কু দর্শন দেই করিথিলে ধন্য॥
পিলাকালু বংশী কলে বিষ্ণুপ্রিয়া সেবা।
স্নেহ কলে বংশীকু শ্রীশচীমাতা যেবা॥
শ্রীনিবাসাচার্য্য বংশী বদনঙ্ক সনে।
ধন্য হেলে বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী দরশনে॥
বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী অপ্রকট হেলা পরে।
তাঙ্করি পূজিত গৌর বংশী সেবা করে॥
কুলিয়া পাহাড় পূরে এবে বিরাজিত।
বিষ্ণুপ্রিয়া প্রাণনাথ রূপে সে পূজিত।

—:*:—

(১৫)

চৈত্র পূর্ণিমা—

শ্রীল শ্যামানন্দ প্রভুঙ্কর আবির্ভাব তিথি

উত্তর উৎকলে বাহাদুরপুর
ধারেন্দা নামক গ্রামে।

শ্রীকৃষ্ণ মণ্ডল অটন্তি যে পিতা

মাতা শ্রীহরিকা নামে ॥

চৈত্র পূনেইঁরে মহা আনন্দরে

জনম তিথি পালন্তি।

সদ্‌গোপ বংশে হেলে সিএ জাত

দুঃখিআ বোলি ডাকন্তি ॥

কালনারে থিলে শ্রীগৌরী পণ্ডিত

হৃদয়চৈতন্য গুরু।

হৃদয়চৈতন্য দেখিণ দুঃখিআ

দণ্ডবত কলে দূরু ॥

হৃদয়চৈতন্য শ্রীগুরুর রূপে

কৃষ্ণদাস নাম দেলে।

বৃন্দাবনে যাই শ্রীজীব পাখরু

ভক্তি শাস্ত্র শিক্ষা কলে ॥

কুঞ্জে ঝাড়ু সেবা করে প্রতিদিন

কুঞ্জে নূপুর পাইলে।

শ্রীরাধা নূপুর জানিণ ললিতা

তাঙ্ক ঠারু মাগি নেলে ॥

রাধারাণী জাণি দুঃখিআকু ডাকি

তিলক নূপুরে করি।

নিজগণ মধ্যে সেবা সমর্পিলে

মধুর রসরে বরি ॥

শ্রীজীব গোস্বামী শুনি এহি কথা
শ্যামানন্দ নাম দেলে।
তিলক দেখিণ হৃদয় চৈতন্য
শিষ্য প্রতি কোপ কলে ॥
শ্রীরাধা আদেশ জাণিলে সকলে
শ্যামানন্দে কোল কলে।
হৃদয় চৈতন্য আদেশে আসিণ
উৎকলরে গুরু হেলে ॥
শ্রীল নরোত্তম শ্রীনিবাস সহ
গ্রন্থ নেই শ্যামানন্দ।
শ্রীজীব আদেশে গৌড় উৎকলরে
প্রচারি হেলে আনন্দ ॥
শ্রীল নরোত্তম আহ্বান পাইণ
গলে খেতরি উৎসবে।
বলরামপুর নৃসিংহপুরকু
যাই উদ্ধারিলে সর্বে ॥
করি গৃহী লীলা শ্রীরসিকানন্দে
তাঙ্ক প্রিয় শিষ্য কলে।
আষাঢ়র কৃষ্ণ প্রতি পদে গলে
ষোলশ তিরিশ সালে ॥

—:*:—

(১৬)

বৈশাখ কৃষ্ণ সপ্তমী

শ্রীঅভিরাম গোপাল ঠাকুরঙ্ক অপ্রকট

শ্রীকৃষ্ণ লীলারে শ্রীদাম যে ব্রজে
এ অভিরাম গোপাল।
জনমিলে আসি কৃষ্ণনগররে
গ্রাম নাম খানা কুল॥
নিত্যানন্দ প্রিয় অভিরাম পাইঁ
গোপীনাথ প্রকটিলে।
ষোল জণ লোক যে কাঠ উঠান্তি
তাকু রাম বংশী কলে॥
শ্রীজয় মঙ্গল নামক চাবুক
অভিরাম রখিথিলে।
যা' দেহে বাজিব হোইব পুলক
শ্রীনিবাস পরক্ষিলে॥
জয় অভিরাম নিত্যানন্দ সখা
বৈশাখ কৃষ্ণ সপ্তমী।
এহি তিথি দিন অপ্রকট হেলে
নিত্যলীলা ব্রজভূমি॥

—:•:—

(১৭)

বৈশাখ কৃষ্ণ দশমী—

শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুরঙ্ক তিরোভাব

নারায়ণী দেবী সুত বৃন্দাবন দাস।
নবদ্বীপে মামগাছি ধামে যার বাস॥
স্বধামে গলেক পিতা জন্মু ন দেখিলে।
শ্রীকৃষ্ণ পরম পিতা ভরসা করিলে॥
তাঙ্ক চারি বর্ষ কালে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
সন্ন্যাসী হোই গৃহীঙ্ক হেলে গণ্যমান্য॥
যেবে বৃন্দাবনে হেলা কোড়িএ বরষ।
চৈতন্য বিরহ শুণি হোইলে বিবশ॥
নিত্যানন্দ শেষ শিষ্য হেলে বৃন্দাবন।
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ দুহেঁ যা' জীবন॥
শ্রীচৈতন্য লীলা ব্যাস দাস বৃন্দাবন।
শ্রীচৈতন্য ভাগবত যে কলে রচন॥
গুরু নিত্যানন্দ গুণ বর্ণে মহানন্দে।
যে গ্রন্থ মহিমা কবি কৃষ্ণদাস বন্দে॥
বৃন্দাবন দাস মুখে বক্তা শ্রীচৈতন্য।
নিজ লীলা পরকাশি জীবে কলে ধন্য॥
কৃষ্ণ ভক্ত সেবা অটে কৃষ্ণরু অধিক।
এহা বৃন্দাবন শিক্ষা ন বুঝে লৌকিক॥

জ্যেষ্ঠ মাস কৃষ্ণপক্ষ দুআদশী তিথি।
বৃন্দাবন আবির্ভূত হেলে এহি ক্ষিতি ॥
বইশাখ কৃষ্ণ পক্ষ দশমী দিবসে।
তিরোভাবে প্রবেশিলে সংকীর্ত্তন রাসে ॥
জয় বৃন্দাবন দাস জয় নারায়ণী।
ভকতি কুমুদ বন্দে ভক্ত চূড়ামণি ॥

—:•:—

(১৮)

বৈশাখ অমাবস্যা—

শ্রীগদাধর পণ্ডিতঙ্ক আবির্ভাব

শ্রীমাধব মিশ্র পিতা রত্নাবতী যার মাতা
গদাধর সুত অটে যাঁর।
নবদ্বীপ মায়াপুরে বাল্যকালু বাস করে
গৌর সঙ্গে অধ্যয়ন তাঁর ॥
শ্রীমুকুন্দ গদাধরে দিনে নেলে সঙ্গতরে
পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি ঘরে।
পুণ্ডরীক ভোগীবেশ বিলাস সামগ্রী পাশ
গদাধর পড়ে সংশয়রে ॥
পূতনা উদ্ধার লীলা শ্রীমুকুন্দ গান কলা
পুণ্ডরীক মহাপ্রেমে ঢলে।

কাহিঁ গলা বিলাসাদি মহাপ্রেমে ক্রন্দনাদি

গদাধর পড়ে পাদতলে ॥

কহিলে শ্রীগদাধর ধিক্ ধিক্ মুহিঁ ছার

পুণ্ডরীকে ভাবিলি মুঁ মন্দ ।

গদাধর শিষ্য হেলে পুণ্ডরীকে গুরু কলে

এহা দেখি মুকুন্দ আনন্দ ॥

শ্রীগৌর গয়ারু ফেরি গদাধর হাত ধরি

পচারিলে কাহিঁ অছি হরি ।

কৃষ্ণ তুমরি হৃদয়ে এহা গদাধর কহে

গৌর গলে নখে হৃদ চিরি ॥

বোধ দেলে গদাধর আসিবে কৃষ্ণ এথর

শচীমাতা কহে আসি ধাইঁ ॥

আরে মোর গদাধর গৌরে সদা লক্ষ্য কর

ধন্যবাদ তোর বুদ্ধি পাইঁ ॥

নীলাচলে গোপীনাথে গৌর গদাধর সাথে

করিলে সে শাকান্ন ভোজন ।

শ্রীভাগবত মধুরে গদাধর গান করে

মহাপ্রভু করন্তি শ্রবণ ॥

ধন্য মহানদী তট যহিঁ গৌর গড়া ঘাট

গৌরে ছাড়ি কাঁদে গদাধর ।

পুরী ফেরি মুঁন যিবি তুম্ভপাশে রহি থিবি

প্রভু মোতে এহি কৃপা কর ।

শ্রীগৌরাঙ্গ গদাধরে যেবে ছাড়ি যিবে দূরে
প্রেমর বিবর্ত্ত ভাব ভরে।
প্রভু লাগি ছাড়ে ধর্ম্ম প্রভু বুঝে ভক্ত মর্ম
বিবর্ত্তরে কান্দন্তি কাতরে ॥
জয় জয় গদাধর রাধারাণী ভাবধর
গদাই গৌরাঙ্গ লীলাময়।
বইশাখ অমাবস্যা প্রকট তিথি নমস্যা
ভকতি কুমুদ ঘোষে জয় ॥

—:❁:—

(২৯)

বৈশাখ গৌর প্রতিপদ—

শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ
প্রভুঙ্ক অপ্রকট

ঢাকা নগরীরে সুবোধঙ্ক বাস
একোইশ বর্ষ বেলে।
শ্রীতীর্থ গোস্বামী চরণ দর্শন
শুভ মুহূর্ত্তরে কলে ॥
উর্জ্জব্রত কালে শ্রীল সরস্বতী
কলে করুণা প্রচুর।

সেহি কালু জাণি ভকতি সিদ্ধান্তে
বরিলে সেহু ঠাকুর ॥
উণেইশ সাল নভেম্বর মাস
একোইশ তারিখরে।
শ্রীল প্রভুপাদ দেলে নাম দীক্ষা
সুন্দরানন্দ নামরে ॥
বঙ্গ উৎকলে প্রচার করিণ
গৌড়মণ্ডলে ভ্রমিলে।
প্রভুপাদ সহ পরিক্রমা করি
ভক্ত চরিত বর্ণিলে ॥
ধাম প্রচারিণী দেলেক পদবী
মহামহোপদেশক।
শ্রীপুরী গোস্বামী ভকতি প্রদীপ
আচার্য্যত্ব প্রকাশক ॥
শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীবাণী বিগ্রহ
রচি অর্দ্ধশত গ্রন্থ।
গৌড়ীয় সাহিত্য কলেক সমৃদ্ধ
যাহা পড়ি মুগ্ধ সন্ত ॥
যেপরি লেখক সেহি পরি বক্তা
'গৌড়ীয়'র সম্পাদক।
'সুন্দর' ন-মানে যেবড় দাম্ভিক
অসুন্দর সেহি লোক ॥

শ্রীব্রজমণ্ডল নবদ্বীপ ধাম
গুরু সহ পরিক্রমে।
আসি নীলাচলে সবু ভক্ত মেলে
ভকতি বিনোদে নমে॥
শ্রীল গদাধর পণ্ডিত প্রকট
হেবা পরদিন তিথি।
গৌর প্রতিপদ বইশাখ মাসে
(শ্রী) সুন্দর ছাড়িলে ক্ষিতি॥
শব্দ পরব্রহ্মে সতত নিষ্ণাত
নিখিল শাস্ত্র বেত্তা।
করে জয়দান হে সুন্দরানন্দ
গৌড়ীয় সঙ্ঘর নেতা॥

—:*:—

(২০)

বৈশাখ গৌর তৃতীয়া (অক্ষয় তৃতীয়া)—

শ্রীচন্দন যাত্রা

ভবিষ্য পুরাণে হোইছি বর্ণনা
অক্ষয় তৃতীয়া তিথি।
সত্য যুগ হেলা সেহি দিন ঠারু
পবিত্র করিলা ক্ষিতি॥

অক্ষয় তৃতীয়া তিথিরে যে জন
যেউঁ শুভকর্ম করে।
হুএত সফল তিথির মহিমা
অক্ষয় সুফল ধরে ॥
(শ্রী) জগন্নাথ নিজে সেই তিথি ঠারু
চন্দন যাতরা কলে।
মদন মোহন বিমানরে বসি
নরেন্দ্র পোখরী গলে ॥
জগন্নাথ দেলে ইন্দ্রদ্যুম্নে আজ্ঞা
করহে চন্দন লাগি।
একোইশ দিন হুঅই চন্দন
দেখন্তি যে অনুরাগী ॥

—۞—
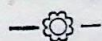
(২১)

বৈশাখ গৌর সপ্তমী

শ্রীগঙ্গা জন্ম

সুরধূনী রূপে দেবলোকে থিলে
গঙ্গা পরম পাবনী।
করি এক লীলা আসিলে সে মর্ত্ত্যে
ধন্য করিলে ধরণী ॥
সূর্য্য বংশ রাজা দিল্লীপ তনয়
থিলে রাজা ভগীরথ।

দিল্লীপঙ্ক পিতা সগর রাজন
পুরাইলে মনোরথ ॥

সগর পুত্রঙ্ক উদ্ধার মানসে
ভগীরথ কলে তপ ।

কঠোর ভাবরে গঙ্গাঙ্ক মন্তর
করিলে সে সদা জপ ॥

তেণু সুরধুনী আসিলে মরতে
হোই বিপুল তরঙ্গা ।

জহ্নু মুনি থিলে আশ্রমরে বসি
দেখিলে আসই গঙ্গা ॥

তাঙ্ক যজ্ঞস্থান আশ্রম রক্ষণে
গঙ্গাঙ্কু সে পান কলে ।

ভগীরথ আর্ত্তি দেখিণ যে মুনি
জঙ্ঘ চিরি কাঢ়ি দেলে ॥

গঙ্গা বহি যাই সগর তনয়
ভস্ম ভসাই নেলে ।

সগর তনয়ে উদ্ধার পাইণ
দিব্য গতি লাভ কলে ॥

ভগীরথ লাগি ভাগীরথী নাম
গঙ্গা কলেক বহন ।

গঙ্গা জন্ম দিনে গঙ্গাগুণ স্মরি
এ তিথি করু পালন ॥

—:*:—

(২২)

বৈশাখ গৌর নবমী সীতা নবমী –

দাশরথি শ্রীরামচন্দ্রঙ্ক শক্তি স্বরূপিণী শ্রীসীতাদেবীঙ্ক জন্ম

মিথিলা রাজন মহাত্মা জনক
যজ্ঞবেদী নিরমিবে।

খোলিলে আনন্দে যজ্ঞভূমি শুভে
মহাযজ্ঞ সমাপিবে ॥

খোলু খোলু মাটি দেখিলে শিশুটি
পরম সুন্দর রূপ।

উঠাই যতনে নেলেসে কোলকু
কৃতার্থ হোইলে ভূপ ॥

বইশাখ শুক্ল নবমী মধ্যাহ্নে
মঙ্গলবার দিনরে।

অযোনি সম্ভূতা সীতা প্রকটিলে
লঙ্গলর পদ্ধতিরে ॥

আনন্দ উৎসব মিথিলা নগরে
শ্রীজানকী নাম হেলে।

জনক নন্দিনী সীতা বইদেহী
মইথিলী বোলাইলে ॥

শিব ধনু ভাঙ্গি জানকী দেবীঙ্কু
রামচন্দ্র হেলে বিভা।
রামায়ণ গ্রন্থে অছি সবু কথা
অধিক বর্ণিবি কিবা॥
লোক শিক্ষা লাগি অগ্নি পরীক্ষারে
সীতা যেবে ঝাস দেলে।
ধরণী মাতাঙ্কু ডাকিলে বিকলে
মাতা কোলে ঠাব দেলে॥
জয় জয় সীতা জয় রামচন্দ্র
লীলা করি দেল শিক্ষা।
আজি পূত তিথি সীতা জন্ম দিন
মাগুঁ তব কৃপা ভিক্ষা॥

—:❀:—

(২৩)

বৈশাখ গৌর নবমী—

শ্রীনিত্যানন্দ শক্তি শ্রীজাহ্নবা গোস্বামিনীঙ্ক আবির্ভাব

বৈশাখ শুক্লা নবমী পরম পাবনী।
যেবে জনমিলে শ্রীজাহ্নবা গোস্বামিনী॥

জয় নিত্যানন্দ শক্তি শ্রীজাহ্নবাদেবী।
জন্মে জন্মে থিলে মাতা বলরাম সেবি॥
সূর্য্যদাস সরখেল শালিগ্রামবাসী।
রৈবতরাজ কুকুদ্মি অংশে থিলে আসি॥
সূর্য্যদাস গৌরভক্ত অতি দয়াময়।
বসুধা জাহ্নবা নামে তাঙ্ক কন্যাদ্বয়॥
বড়গাছি গ্রামে থিলে কৃষ্ণদাস ভক্ত।
কৃষ্ণদাস নিত্যানন্দে থিলে অনুরক্ত॥
নিত্যানন্দ বিবাহরে হেলে সে উদ্‌যোগী।
সূর্য্যদাসে নিবেদিলে হোই অনুরাগী॥
বসুধা জাহ্নবা পূর্বে বারুণী রেবতী।
বলরাম শক্তি থিলে দুই ভাগ্যবতী॥
অভিন্ন শ্রীবলরাম থিলে নিত্যানন্দ।
পূর্ব শক্তিদ্বয় পাই হোইলে আনন্দ॥
ভক্তবৃন্দ যোগ দেলে সংকীর্ত্তন রঙ্গে।
নাচন্তি গাআন্তি সর্বে আনন্দ তরঙ্গে॥
জ্যেষ্ঠা বসুধা অটন্তি জাহ্নবা কনিষ্ঠা।
জন্মে জন্মে দুই শক্তি নিত্যানন্দে নিষ্ঠা॥
শ্রীবসুধা কন্যা গঙ্গা পুত্র বীরচন্দ্র।
শ্রীজাহ্নবা পাল্য পুত্র অটে রামচন্দ্র॥
বসুধা জাহ্নবা দুহেঁ প্রাণপতি সহ।
ভক্তবৃন্দ প্রার্থনারে গলে গ্রাম চয়॥

নিত্যানন্দ আলয় যে পূত খড়দহ।
তহিঁ রহিলে বসুধা পুত্র কন্যা সহ॥
শ্রীজাহ্নবা শান্তিপুর সপ্তগ্রাম গলে।
নবদ্বীপে শচী আই দরশন কলে॥
কণ্টক নগর গলে তেলিআ বুধরি।
গলে শ্রীজাহ্নবা দেবী তা'পরে খেতরি॥
নরোত্তম শ্রীনিবাস শ্যামানন্দে নেই।
শ্রীজাহ্নবা অভ্যর্থনা কলে মাল্য দেই॥
গৌরাঙ্গ বল্লভীকান্ত শ্রীরাধারমণ।
শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধাকান্ত শ্রীব্রজমোহন॥
ফাল্গুন পূর্ণিমা দিন খেতরি ধামরে।
শ্রীনিবাস অভিষেক কলে আনন্দরে॥
শ্রীজাহ্নবা দেবী কলে স্বহস্তে রন্ধন।
ছঅ বিগ্রহঙ্কু কলে ভোগ সমর্পণ॥
খেতরি ধামরে রহি মাত্র কেতে দিন।
বৃন্দাবন পথে মাতা কলেক গমন॥
সেই পথে বাটপাড় করে দস্যুগণ।
পাঞ্চিথিলে হাণি দেবে শ্রীজাহ্নবাগণ॥
স্বপ্নে দেবী বাটপাড়ে কহে এমন্ত ন কর।
শ্রীজাহ্নবাগণ সর্বে মহাশক্তিধর॥
দস্যু মানে শ্রীজাহ্নবা চরণে পড়িলে।
জাহ্নবাঙ্ক করুণারে সর্বে ভক্ত হেলে॥

সে স্থানু জাহ্নবা দেবী মথুরাকু গলে।
কৃষ্ণ জন্মস্থানে যাই কেশব দেখিলে ॥
গোপাল ভট্ট ভূগর্ভ জীব লোকনাথ।
বৃন্দাবনু আসিথিলে ভক্তগণ সাথ ॥
ঈশ্বরীঙ্কু মহানন্দে বৃন্দাবনে নেলে।
শ্রীজীব যতন করি বাসস্থান দেলে ॥
শ্রীগোবিন্দ গোপীনাথ মদনমোহন।
গণ সহ শ্রীজাহ্নবা কলে দরশন ॥
শ্রীরাধারমণে গলে রাধা দামোদরে।
শ্রীবহুলা বন দেই রাধাকুণ্ড তীরে ॥
কৃষ্ণদাস রঘুনাথ সেঠারে ভেটিলে।
ভক্তগণ সহ মাতা গোবর্দ্ধনে গলে।
শ্রীগোস্বামী গ্রন্থচয় কলেক শ্রবণ।
দ্বাদশ ব্রজর বন কলেক ভ্রমণ ॥
বৃন্দাবন বন ভ্রমি হেলে যে বিদায়।
একচক্রা গ্রামে গলে শ্বশুর আলয় ॥
দেখিলে সে নিত্যানন্দ জন্ম লীলাস্থলী।
শ্বশুর শাশু বিরহ উঠিলা উচ্ছুলি ॥
শ্রীখণ্ডে জাহ্নবা দেবী তহুঁ আগমন।
পাছোটি আসিলে তথা শ্রীরঘুনন্দন।
নদীয়া অম্বিকা হোই গলে খড়দহ।
তীর্থ করি ফেরিলে সে নিজর আলয় ॥

গঙ্গা রামচন্দ্র দুহেঁ উল্লসিত প্রাণে।
প্রণমিলে ভক্তি ভরে মাতাঙ্ক চরণে॥
শ্রীজাহ্নবা প্রণমিলে বসুধা চরণে।
বর্ণিলে দেখিলে যাহা শ্রীধাম ভ্রমণে॥
জয় জয় শ্রীজাহ্নবা নিত্যানন্দ চন্দ্র।
জয় শ্রীবসুধা দেবী গঙ্গা বীরচন্দ্র॥
ভকতি বিনোদ প্রভু জাহ্নবা ধারারে।
প্রকট হোইলে আসি কৃপারে ধরারে॥
ভকতি কুমুদ বন্দে ঈশ্বরী চরণে।
জন্মে জন্মে আশা মোর সে পদ বরণে॥

—:*:—

(১৪)

বৈশাখ গৌর একাদশী—

শ্রীপুণ্ডরীক বিদ্যানিধিঙ্ক তিরোভাব

কৃষ্ণলীলা বৃষভানু হেলে পুণ্ডরীক।
বিদ্যানিধি নামে হেলে ভক্ত প্রাণাধিক॥
চট্টগ্রাম মেখলারে হেলে সে প্রকট।
বাস কলে নবদ্বীপে গঙ্গা সন্নিকট॥
পিতা বাণেশ্বর নাম মাতা গঙ্গাদেবী।
রত্নাবতী পত্নী ধন্যা পুণ্ডরীকে সেবি॥

পুণ্ডরীক আসি কলে নবদ্বীপে বাস।
মাধবেন্দ্র পুরীঙ্কর হেলে সিএ শিষ্য ॥
গঙ্গারে দন্ত ধাবনে সে দুঃখী হুঅন্তি।
রাত্রে গঙ্গা দরশন দিনে ন যাআন্তি ॥
দেবার্চ্চন পূর্ব্ব করে গঙ্গাজল পান।
বাহ্যভাব পরকাশি করন্তি ক্রন্দন ॥
মুকুন্দ ডাকিণ নেলে পণ্ডিত গদাই।
পুণ্ডরীক বিলাসিতা দেখি দুঃখ পাই ॥
আজন্ম বিরক্ত গদাধর মহাশয়।
বিদ্যানিধি প্রতি কিছি জন্মিলা সংশয় ॥
মুকুন্দ গাইলে শীঘ্র পূতনা উদ্ধার।
পুণ্ডরীক প্রেমভাবে গড়ে বার বার ॥
দেখি গদাধর কলে পুণ্ডরীকে গুরু।
সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করি পড়িলেক দূরু ॥
পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি গৌর প্রিয় পাত্র।
গৌর সহ করে লীলা যিএ দিন রাত্র ॥
মাণ্ডুআ বসন ছলে প্রভু জগন্নাথ।
যার গালে দেখাইলে চাপুড়া আঘাত ॥
জয় জয় পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি জয়।
তব আবির্ভাব তিথি সুমঙ্গলময় ॥

—:✲:—

(২৫)

বৈশাখ গৌর একাদশী –

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য জয়ন্তী

শ্রীভক্তিবিনোদ কলে অমৃত প্রবাহ।
ভাষ্য সুমধুর যাহা নাশে ভব দাহ ॥
শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত একেত অমৃত।
অমৃত প্রবাহ ভাষ্য অমৃতু অমৃত ॥
যাহা অনুসরি কলে সরস্বতী ভাষ্য।
অনুভাষ্য নামে শিক্ষা দিএ কৃষ্ণ দাস্য ॥
শ্রীবিনোদ ভাষ্য করি রূপানুগ ভক্তি।
সঞ্চারিলে সর্ব জীবে গৌর কৃপা শক্তি ॥

—:০:—

(২৬)

বৈশাখ গৌর চতুর্দ্দশী—

শ্রীনৃসিংহ আবির্ভাব

অবন্তী নগরে বসু শর্মা নামে
থিলে এক বিপ্র বর।

তা সহধর্ম্মিণী 	সুশীলা সহিত
বিষ্ণু সেবে নিরন্তর ॥
ঈশ্বর ইচ্ছারে 	পতিব্রতা গর্ভু
পঞ্চ পুত্র জনমিলে ।
ভক্ত গৃহে জন্ম 	হেলেহেঁ কনিষ্ঠ
অতি দুরাচারী হেলে ॥
বেশ্যাসক্ত হোই 	দিনে বেশ্যা সহ
কলা সিএ ভারি কলি ।
ন খাই ন শোই 	কটাইলা রাতি
বেশ্যা ঠারু দূরে চলি ॥
সেহি দিন তিথি 	শ্রীনৃসিংহ জন্ম
পরম পবিত্র তিথি ।
যে তিথি আগমে 	সর্ব সুমঙ্গল
পবিত্র হুঅই ক্ষিতি ॥
সে তিথি পালন 	অজ্ঞানরে করি
সেহি বিপ্র পুত্র টিএ ।
শ্রীপ্রহ্লাদ রূপে 	আসি জন্ম নেলা
নৃসিংহে ভেটিলা সিএ ॥
নৃসিংহ কহিলে 	শ্রীপ্রহ্লাদ কু
তাহার পূর্ব বৃত্তান্ত।
শ্রীনৃসিংহ জন্ম 	তিথি পালনরে
ন পশই কৃতান্ত ॥

বইশাখী শুক্লা চতুর্দ্দশী দিন
শ্রীনৃসিংহ আবির্ভাব।
স্বাতী নক্ষত্ররে শনিবারে সর্ব
সিদ্ধি যোগ সমুদ্ভব॥
ত্রয়োদশী বিদ্ধা চতুর্দ্দশী দিন
ন পালিব এহা জাণ।
স্নান সদাচারে উপবাস কলে
ন নিঅন্তি জন্তু রাণ॥
লক্ষ্মী নৃসিংহঙ্কু করিব অর্চ্চন
অষ্টদল পদ্ম আঙ্কি।
সামর্থ্য থিলেক এ ব্রত পালনে
কেবে যে ন দেব ফাঙ্কি॥
শ্রীনৃসিংহ পূজা করিবা পূর্বরু
প্রহ্লাদঙ্কু পূজা কর।
যাহাঙ্ক কৃপারে নৃসিংহ প্রসন্ন
হোই দেবে ভক্তি বর॥
সপ্তম স্কন্ধর প্রথম অধ্যায়
ভাগবত কথা শুণ।
সংক্ষেপে কহিবি নৃসিংহ প্রকট
আউ প্রহ্লাদঙ্ক গুণ॥
দিতির কুমর হিরণ্য কশিপু
কয়াধূকু বিভা কলে।

অজর অমর হেবাকু হিরণ্য
উগ্র তপরে বসিলে ॥
এহি কালে আসি ইন্দ্র জয় করি
কয়াধূঙ্কু ঘেনিগলে ।
গলাবেলে পথে নারদ কথারে
কয়াধূঙ্কু ছাড়ি দেলে ॥
কয়াধূ গরভে থিলেত প্রহ্লাদ
পূরব সুকৃতি বলে ।
পালি থিলে সিএ নৃসিংহ জনম
বেশ্যা সঙ্গে কলি ছলে ॥
কয়াধূঙ্কু যেতে উপদেশ দেলে
নারদ আশ্রমে নেই ।
গরভে থাইণ প্রহ্লাদ শুণিণ
হেলে ভাগবত সেই ॥
হিরণ্য কশিপু তপরু ফেরিণ
কয়াধূঙ্কু সে ভেটিলে ।
মহাভাগবত প্রহ্লাদ তনয়
কয়াধূঠুঁ জনমিলে ॥
পঢ়িবা বয়স হেলারু প্রহ্লাদে
গুরু গৃহে রাজা নেলে ।
শুক্র পুত্র ষণ্ড অমর্ক পাখরে
প্রহ্লাদে ছাড়িণ দেলে ॥

হিরণ্য কশিপু কেতে দিন পরে
পুত্রকু ডাকি পচারে।
কি বিদ্যা পঢ়িল কুহহে কুমর
আজি সবু মো পাখরে॥
প্রহ্লাদ কহই শুণ আহে তাত
এহি গৃহ অন্ধ কূপ।
আসক্তি ছাড়িণ গোবিন্দ ভজিলে
সার্থক বিদ্যা স্বরূপ॥
শুণি এহি কথা হিরণ্য কহই
শুণ গুরুঙ্ক নন্দন।
মোর শত্রু হরি কথা পুত্র কহে
হুঅ তুম্ভে সাবধান।
কেতে দিন পরে পুত্রকু আণিণ
হিরণ্য পরীক্ষা করে।
সবুঠুঁ উত্তম কি বিদ্যা পঢ়িছু
কহ আজি মো পাখরে॥
কহন্তি প্রহ্লাদ শুণ আহে তাত
নবধা ভক্তি প্রধান।
শ্রীহরি শ্রবণ কীর্ত্তন স্মরণ
সেবা অর্চ্চন বন্দন॥
দাস্য সখ্য ভাবে যেপরি ভজই
করি আত্মনিবেদন।

জাণি থাঅ পিতা এহা যে অটই
সবুঠুঁ শ্রেষ্ঠ পঠন ॥
এহা শুণি দৈত্য গুরুঙ্কু দূষিলে
হেল তুম্ভে হরি পক্ষ ।
কু পাঠ পঢ়াই কল পরমাদ
ন করিল তুমে লক্ষ্য ॥
ষণ্ডা মর্ক কহে স্বভাবে কহই
আমে ত শিখাই নাহুঁ ।
প্রহ্লাদ কহই অন্ধ অন্ধে নেলে
বাট সে পাইব কাহুঁ ॥
যাবত বৈষ্ণব পদরজ ভজি
ন করে কৃষ্ণ ভজন ।
ভব অন্ধ কূপু ন হুএ উদ্ধার
ন তুটে ভব বন্ধন ॥
প্রহ্লাদঙ্ক ঠারু শুণি এহি কথা
হিরণ্য ক্রোধে জলিলা ।
নিজ শত্রু জাণি মারিবাকু পুত্রে
হেতি প্রহেতি ডাকিলা ॥
সেমানে আসিণ নানা অস্ত্র শস্ত্রে
মারিবাকু চেষ্টা কলে ।
পর্বতু পকাই নিআঁরে পোড়াই
মারি ন পারি সে থকিলে ॥

হাতী গোড় তলে মহা সর্প মুখে
বিষ দেই ন পারিলে।
ন খোই ন পিই গহ্বরে রুদ্ধিণ
শেষে হতাশ হোইলে ॥
ভাবিলে রাজন মৃত্যু এবে মোর
পুত্র রূপে দেখা দিএ।
ষণ্ডামর্ক কহে বান্ধিণ রখিবা
শুক্র আগমন যাএ ॥
এথিরে হিরণ্য রাজি হোই শেষে
পঠাইলা গুরু সহ।
অসুর বালকে প্রহ্লাদ শুণাএ
হরিকথা অহরহ ॥
ষণ্ডামর্ক আসি কহিলে রাজনে
পুত্র হোইলা অবাধ্য।
শুণিণ হিরণ্য প্রহ্লাদে ডাকিণ
ডরাইলা যথা সাধ্য ॥
আরে দুরাচার অবাধ্য কুমর
মো বিনা কেবা ঈশ্বর।
জগতর গতি পতি মুঁ অটই
মুহিঁ একা দণ্ডধর ॥
প্রহ্লাদ কহন্তি শ্রীহরি অছন্তি
সর্বত্র জগতময়।

ভাঙ্গিবি কি স্তম্ভ এঠি থিলে হরি
হেউ সে এবে উদয় ॥
হিরণ্য মুষ্টিরে ভাঙ্গিলা সে স্তম্ভ
শব্দ উঠে ঘোরতর ।
স্তম্ভরু বাহারি আসি উভা হেলে
নরসিংহ মূর্ত্তি ধর ॥
তপত কাঞ্চন নয়ন যুগল
জ্বলন্ত অনল সম ।
দেখিলা হিরণ্য ভয়ঙ্কর রূপ
সাক্ষাত যেসন যম ॥
নৃসিংহ ধরিলে হিরণ্য কশিপু
হাতরু গলাসে খসি ।
পুণি থরে প্রভু দৈত্যকু ধরিলে
বাম করে অট্টহাসি ॥
উরুর উপরে ধরিণ হিরণ্যে
নখরে দেলে সে চিরি ।
ব্রহ্মা ভব ইন্দ্র এপরি কি লক্ষ্মী
রহিলে যে ভয় করি ॥
শেষরে সরবে প্রহ্লাদে পঠাই
শান্ত কলে নরহরি ।
প্রহ্লাদ পড়িলে প্রভুঙ্ক শ্রীপদে
দণ্ড পরণাম করি ॥

শ্রীকরে ধরিণ প্রভু উঠাইলে
দেই ভক্তে দিব্য জ্ঞান ।
প্রেমে গদগদ অঙ্গ পুলকিত
শ্রীপ্রহ্লাদ মতিমান ॥
প্রহ্লাদ করিলে অশেষ স্তবন
শ্রীনৃসিংহে যোড়ি হাত ।
তিনি সাত কুল সহ উদ্ধারিলে
শ্রীপ্রহ্লাদঙ্ক তাত ॥
ভকত বৎসল প্রভু শ্রীনৃসিংহ
ভকতঙ্ক রক্ষাকারী ।
কর পরিত্রাণ তুম্ভে অবহেলে
তব পূত ব্রতধারী ॥
নৃসিংহ শ্রীমূর্ত্তি দর্শন করিণ
যে নৃসিংহ স্তব গাএ ।
নৃসিংহ প্রসাদ্ হুএ বিঘ্ন নাশ
সে শুদ্ধ ভকতি পাএ ॥
হে নৃসিংহদেব শ্রীদয়িত প্রাণ
বিনোদ ধারা রক্ষক ।
শ্রী শ্রীধর স্বামী তুমরি প্রসাদে
টীকা করিলে অনেক ।
শ্রীশ্রীভাগবতে তব আবির্ভাব
যেবা পঠন করই ।
শ্রী ভক্তি কুমুদ হোই অতি মোদি
সে গুরু লীলা শুণাই ॥

(୨୭)

ବୈଶାଖ ପୂର୍ଣିମା—

ଶ୍ରୀପରମେଶ୍ୱରୀ ଦାସ ଠାକୁରଙ୍କ ତିରୋଭାବ

ଜୟ ଚନ୍ଦନ ପୂର୍ଣିମା 	ଯା ମହିମା ନାହିଁ ସୀମା
ବିତରୁଛ କରୁଣା ପ୍ରଚୁର ।
ସେହି ତିଥି କରି ଧନ୍ୟ 	ଅପ୍ରକଟ ଭକ୍ତ ଗଣ୍ୟ
ପରମେଶ୍ୱରୀ ଦାସ ଠାକୁର ॥
ଚାମ୍ପାଡାଙ୍ଗା ଆଟୋପୁରେ 	ଶ୍ରୀଠାକୁର ଶ୍ରୀପାଟରେ
ଶ୍ରୀସମାଧି ମନ୍ଦିର ରାଜଇ ।
ଦୁଇ ବକୁଳ ମଧ୍ୟରେ 	ସମାଧିସ୍ଥ ପ୍ରଶାନ୍ତରେ
ସେବି ରହଃ ସ୍ମୃତି ଉଦ୍ଦୀପଇ ॥
ପରମେଶ୍ୱରୀ ଠାକୁର 	ଶ୍ରୀନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଶାଖାର
ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଚରଣେ ଶରଣ ।
ଯାର ନାମ ଜୟ ଦେଲେ 	କୃଷ୍ଣଭକ୍ତି ହୁଏ ଭଲେ
ନିତ୍ୟ କର ତାଙ୍କରି ସ୍ମରଣ ॥
ଶ୍ରୀପରମେଶ୍ୱରୀ ଯିଏ 	କୃଷ୍ଣ ସଖା ଥିଲେ ସିଏ
ଶ୍ରୀଅର୍ଜ୍ଜୁନ ଗୋପ ନାମ ତାର ।
ଶ୍ରୀପରମେଶ୍ୱରୀ ଦାସ 	ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ସଙ୍ଗେ ବାସ
ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ବିଳାସ ଶରୀର ॥
ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଦାସଙ୍କ ସହ 	ଶ୍ରୀଠାକୁର ଅହରହ
ଗୋପଭାବେ ନୃତ୍ୟ କରେ ମିଶି ।

সখ্যভাবে সদা ভোর নিত্যানন্দ প্রাণেশ্বর
করন্তি সে হৈ হৈ দিবানিশি ॥

শ্রীজাহ্নবা দেবী যেবে গলে খেতরী উৎসবে
পরমেশ্বরী গলে তাঙ্ক সহ ।

ব্রজে যেবে গলে দেবী পরমেশ্বরী থিলে সেবি
জাহ্নবাঙ্ক সদা আজ্ঞাবহ ॥

মাতা হোই অনুরাগী শ্রীগোবিন্দ দেব লাগি
রাধা মূর্ত্তি করিলে নির্মাণ ।

সেহি রাধা মূর্ত্তি দেই পরমেশ্বরী পঠাই
ব্রজপথে করিলে প্রেরণ ॥

শ্রীপরমেশ্বরী দিনে হরিনাম সংকীর্ত্তনে
শৃগালকু করাএ কীর্ত্তন ।

শ্রীজাহ্নবা আজ্ঞা পাই রাধা গোপীনাথ নেই
আটোপুরে করিলে অর্চ্চন ॥

জয় নিত্যানন্দ শাখা শ্রীকৃষ্ণঙ্ক প্রিয় সখা
জয় শ্রীপরমেশ্বরী দাস ।

ভকতি কুমুদ বন্দে তব নাম মহানন্দে
তব দাস পদে দিঅ বাস ॥

—:❀:—

(২৮)

বৈশাখ পূর্ণিমা—

শ্রীঈশ্বর পুরীপাদঙ্ক আবির্ভাব তিথি

হালি সহর নিকট শ্রীকুমারহট্ট।
শ্রীঈশ্বরপুরীপাদ সেঠারে প্রকট ॥
জ্যেষ্ঠ পূর্ণিমা তিথিরে হোই বিপ্র সুত।
শুভক্ষণে পুরীপাদ হেলে আবির্ভূত ॥
বাল্য কালু থিলে সিএ মহাভাগবত।
শ্রীমাধব পুরী সহ হোইলা সাক্ষাত ॥
মাধবেন্দ্র পুরীঙ্কর শ্রীঅঙ্গ সেবিলে।
শ্রীগুরু সেবারে চিত্তে বিকার ন কলে ॥
ঈশ্বরপুরী মুখরু শুণি কৃষ্ণগুণ ॥
মাধবেন্দ্র পুরী শিষ্যে কলে আলিঙ্গন ॥
বর দেলে কৃষ্ণপ্রেম হেউ যে তুম্ভর।
ঈশ্বরপুরী সেদিনু প্রেমর সাগর ॥
নবদ্বীপে আগমন কলে কেতে দিনে।
বাসকলে গোপীনাথ আচার্য্য ভবনে ॥
অদ্বৈত আচার্য্য গৃহে হেলে উপস্থিত।
শ্রীমুকুন্দ গীত শুণি হোইলে মোহিত ॥
জাণিলে অদ্বৈত ইএ শ্রীমাধব শিষ্য।
আলিঙ্গন করি সিএ হোইলে হরষ ॥

দিনে শ্রীনিমাই সহ শ্রীঈশ্বরপুরী।
সাক্ষাত করিণ কহে জয় হরি হরি ॥
নিমাই পুরীঙ্কু নেই গলে নিজ ঘর।
শচীমাতা খুআইলে প্রসাদ প্রচুর ॥
শ্রী শ্রীকৃষ্ণ লীলামৃতে শ্রীকৃষ্ণ চরিত।
শ্রীপুরী বর্ণি অছন্তি হোই হরষিত ॥
নিমাইঁ পণ্ডিতে পুরী দেখাইলে পোথি।
কহ কিবা দোষ ত্রুটি রহি অছি এথি ॥
শ্রীনিমাইঁ কহিলে যে যোড়ি বেনি কর।
ভক্ত লেখা যাহা হেউ কৃষ্ণ সুখ কর ॥
যেবে গৌর গয়া গলে পিতৃ শ্রাদ্ধ করি।
দৈবযোগে ভেটিলে সে শ্রীঈশ্বরপুরী ॥
শ্রীঈশ্বরপুরী ঠারু নেলে প্রভু দীক্ষা।
জগতে প্রচার কলে শ্রীগুরুঙ্ক শিক্ষা ॥
জগদ্‌গুরু স্বয়ং কৃষ্ণ বরি গুরুধারা।
প্রচারিলে গুরু যশ এহি বিশ্ব সারা ॥
শ্রীকুমারহট্টে দেখি গুরু জন্মস্থলি।
শ্রীমহাপ্রভু নাচিলে হোই কুতুহলী ॥
শ্রীঈশ্বরপুরী শিষ্য গোবিন্দ কাশীশ্বরে।
আজ্ঞা দেলে প্রভু সহ রুহ শ্রীক্ষেত্ররে ॥
অপ্রকট হেলে সিনা শ্রীঈশ্বরপুরী।
তাঙ্ক ধারা প্রকটিছি এবে বিশ্ব ভরি ॥

আহে ভক্তি কল্পতরু প্রথম পল্লব।
দীন ভকতি কুমুদ মাগে কৃপা তব ॥

—:*:—

(২৯)

বৈশাখ পূর্ণিমা—

শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভুঙ্ক আবির্ভাব তিথি

শ্রীচৈতন্য যেবে থিলে নীলাচলে
এক ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী।
দেখি শ্রীচৈতন্য হেলে সিএ ধন্য
আশা কলে পুত্র মণি ॥
শ্রীগৌর কৃপারে শক্তি সঞ্চারিলে
জনমিবে শ্রীনিবাস।
ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী আসিলে স্বদেশে
পাই প্রভু প্রত্যাদেশ ॥
বৈশাখ পূর্ণিমা রোহিণী নক্ষত্রে
চাখন্দিরে গঙ্গাতটে।
গঙ্গাধর ভট্ট লক্ষ্মীপ্রিয়া গৃহে
শ্রীনিবাস পরকটে ॥

শ্রীচৈতন্য বোলি যেণু ভট্ট ভোল
চৈতন্য দাস নামরে।
ডাকিলে সকলে শ্রীগঙ্গাধরঙ্কু
গ্রামে গ্রামে আনন্দরে ॥
চন্দ্রকলা পরি বঢ়ে দিনু দিন
শ্রীনিবাস পঢ়ে শাস্ত্র।
শ্রীগোবিন্দ ঘোষ নরহরিঙ্কর
হেলে সিএ কৃপাপাত্র ॥
শ্রীনিবাস পিতা কিছিদিন অন্তে
তিরোধান যেবে হেলে।
যাজি গ্রামে আসি মাতামহ গৃহে
মাতাপুত্র বাস কলে ॥
মাতা আজ্ঞা নেই গৌড় ভক্তসহ
আসিলে সে নীলাচলে।
শ্রীল গদাধর শ্রীচরণ দেখি
ভ্রমিলে যে লীলাস্থলে ॥
শ্রীক্ষেত্রু আসিণ মায়াপুরে গলে
বিষ্ণুপ্রিয়াঙ্কর পাশ।
গৌরগণ সহ নবদ্বীপ দেখি
গৃহে ফেরে শ্রীনিবাস ॥
কিছিদিন মাতা পাশে সে রহিণ
বৃন্দাবন ধামে গলে ॥

দেখি শ্রীনিবাসে শ্রীজীব গোস্বামী
মহানন্দে কৃপা কলে ॥

শ্রীগোপাল ভট্ট পদে প্রণমিণ
শ্রীনিবাস মাগে দীক্ষা ।

শ্রীগোপাল ভট্ট দীক্ষা দেই তাঙ্কু
করাইলে কৃষ্ণ শিক্ষা ॥

শ্রীজীব গোস্বামী আচার্য্য পদরে
শ্রীনিবাসে সম্মানিলে ।

নরোত্তম সহ শ্রীরাঘব নেই
বৃন্দাবনরে ভ্রমিলে ॥

শ্যামানন্দ প্রভু আসিলে ব্রজকু
ভেটিলে সে শ্রীনিবাসে ।

কলে অধ্যয়ন শ্রীগোস্বামী গ্রন্থ
শ্রীজীব গোস্বামী পাশে ॥

শ্রীগোস্বামী গ্রন্থ প্রচার কারণে
শ্রীজীব যে গ্রন্থ দেলে ।

শ্রীল শ্রীনিবাস শ্রীল নরোত্তম
শ্যামানন্দ গৌড়ে গলে ॥

পথে দস্যুরাজ বীর হাম্বীর যে
কলে চোরি গ্রন্থ পেটি ।

কলে শ্রীনিবাস ভাগবত পাঠ
সে দস্যুরাজঙ্কু ভেটি ॥

শুণি ভাগবত   শ্রীবীর হাম্বীর
পড়িলে চরণ তলে ।
আণি গ্রন্থ পেটি   দেলে শ্রীনিবাসে
ভাসিণ সে অশ্রু জলে ॥
গৌর নিজজন   আউ বিষ্ণুপ্রিয়া
একে একে অন্তর্দ্ধান ।
তাঙ্ক গুণ স্মরি   শ্রীল শ্রীনিবাস
বিরহে হেলে অজ্ঞান ॥
জননীঙ্ক ইচ্ছা   থিলা শ্রীনিবাস
গৃহস্থ আশ্রম করি ।
গৃহী জনে শিক্ষা   দেউ দেশে দেশে
নিজে আচরণ করি ।।
শ্রীল নরহরি   শ্রীনিবাস বিভা
আয়োজন মোদে কলে ।
রঘুনন্দনাদি   বইষ্ণবগণ
শুণি আনন্দিত হেলে ॥
দ্রৌপদী-ঈশ্বরী   পিতা মহাশয়
শ্রীগোপাল চক্রবর্ত্তী ।
কলে কন্যাদান   শ্রীল শ্রীনিবাসে
হোই উল্লসিত অতি ॥
অল্পকাল মধ্যে   হেলে বহু শিষ্য
গণ্যমান্য দেশবাসী ।

শ্রীল রামচন্দ্র কবিরাজ ধন্য
আশ্রয় করিলে আসি ॥
পুণি বৃন্দাবনে রামচন্দ্রে নেই
হেলে আসি উপস্থিত ।
শ্রীজীব গোস্বামী শ্রীল রামচন্দ্রে
করিলে কৃপা বহুত ।
শ্রীবীর হাম্বীর পুত্র ধাড়ি হাম্বী
শ্রীনিবাস শিষ্য হেলে ।
বাটে বাটে প্রভু করি কেতে শিষ্য
মহা মহোৎসব কলে ॥
ফাল্গুন পূর্ণিমা খেতরী উৎসব
নরোত্তম প্রকাশিলে ।
শ্রীনিবাস সহ কীর্ত্তন উৎসবে
ছঅ বিগ্রহ স্থাপিলে ॥
শ্রীল শ্রীনিবাস শ্রীল নরোত্তম
রামচন্দ্রে সঙ্গে নেই ।
নবদ্বীপ ধাম পরিক্রমা কলে
ঈশান সহিত যাই ॥
গোপালপুরর রাঘব ব্রাহ্মণ
শ্রীনিবাসে কন্যা দেলে ।
শ্রীগৌরাঙ্গপ্রিয়া করিণ বিবাহ
শ্রীজাহ্নবা সেবা কলে ॥

ଶ୍ରୀଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଛଅ ପୁତ୍ର କନ୍ୟା
ହେଲେ ପରମ ଭକତ ।
ପୁତ୍ର ବୃନ୍ଦାବନେ ଶ୍ରୀଜୀବ ବ୍ରଜରୁ
ପତ୍ର ଲେଖନ୍ତି ସତତ ॥

ଧନ୍ୟ ଶ୍ରୀନିବାସ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମହାନ
ଗୌଡ଼ୀୟ ଗଗନ ଶଶୀ ।
ଭକତି କୁମୁଦ ବନ୍ଦିବ ପୟର
ତବ ପଦ ପ୍ରାନ୍ତେ ବସି ॥

—:o:—

(୩୦)

ବୈଶାଖ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା -

ଶ୍ରୀରାଧାରମଣ ଜୟନ୍ତୀ

ଶ୍ରୀରୂପ ସନାତନ ଭଟ୍ଟ ରଘୁନାଥ ।
ଶ୍ରୀଜୀବ ଗୋପାଲ ଭଟ୍ଟ ଦାସ ରଘୁନାଥ ॥
ଏହି ଛଅ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଗୌର ଗୋବିନ୍ଦ ଜୀବନ ।
ବ୍ରଜରେ କରିଲେ ହରି କୀର୍ତ୍ତନ ନର୍ତ୍ତନ ॥
ଗୋସ୍ୱାମୀ ଗୋପାଲ ଭଟ୍ଟ ଶ୍ରୀରଙ୍ଗ ନିବାସୀ ।
ବିଷୟ କଥାରେ ଯିଏ ସତତ ଉଦାସୀ ॥

বৃন্দাবনে কুঞ্জে কুঞ্জে করন্তি ভজন
শ্রীদ্বাদশ শালগ্রাম করন্তি সেবন ॥
এক সৌদাগর দেলে বস্ত্র অলঙ্কার।
গোপাল ভাবিলে মূর্ত্তি নাহিঁত তাঙ্কর ॥
কিপরি কেউঁঠি অলঙ্কার পিন্ধাইবি।
দেলেক শয়ন রাত্রে শালগ্রাম সেবি ॥
দেখন্তি সকালু উঠি শালগ্রাম এক।
দিব্য রূপ ধরিছন্তি শ্রীকৃষ্ণ প্রত্যক্ষ ॥
শ্রীগোপাল ভট্ট কলে দণ্ড পরণাম।
নাম দেলে সে আনন্দে শ্রীরাধারমণ ॥
বস্ত্র অলঙ্কার সবু দেলেক পিন্ধাই।
বন ফুল আণি প্রভু দেলেক সজাই ॥
শ্রীগোস্বামীগণ আসি করিলে বন্দন।
শ্রীরাধারমণ পার্শ্বে করিলে কীর্ত্তন ॥
পন্দরশ বয়ালিশ সাল পূর্ণিমারে।
অবতীর্ণ হেলে পুনঃ শ্রীব্রজ ধামরে ॥
জয় শ্রীরাধারমণ শ্রীজয়ন্তী তিথি।
জয় শ্রীগোপাল ভট্ট ধন্য কলে ক্ষিতি ॥

—:*:—

(৩১)

জ্যেষ্ঠ কৃষ্ণ পঞ্চমী—

শ্রীরায় রামানন্দঙ্ক তিরোভাব

পুরী ব্রহ্মগিরি ঠারে জন্ম হেলে বেণ্টপুরে
কুন্তী ভবানন্দ মাতা পিতা।
যোগ্য দেখি রামানন্দে প্রতাপুরুদ্র আনন্দে
মন্ত্রী পদে কলে হর্ত্তাকর্ত্তা॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দেবে যাঙ্কু সার্বভৌম সেবে
তাঙ্ক মিত্র রায় রামানন্দ।
সার্বভৌম কহিবারে যাই গোদাবরী তীরে
প্রভু রায়ে ভেটিণ আনন্দ॥
মহাপ্রভু পচারন্তি রায় মুখরে কুহান্তি
পরমার্থ ক্রম অনুসরি।
বর্ণাশ্রম কর্মার্পণ নিষ্কাম কর্ম করণ
জ্ঞান মিশ্রা জ্ঞান শূন্যা করি॥
রামানন্দ কথা শুণি প্রভু এহা বাহ্যমণি
অধিকু অধিক পচারন্তি।
রায় দাস্য সখ্য রতি বাৎসল্য মধুর ভক্তি
ক্রমে গোপী পীরিতি কহন্তি॥
রাধারাণী ভাব যেবে রায় প্রকাশিলে তেবে
প্রভু কহে এহা সাধ্য সার।

রাধা প্রেম কল্পলতা সখী পত্র পুষ্প যথা
কৃষ্ণ গৌর রূপে অবতার ॥

রসরাজ মহাভাব মিলিত স্বরূপ ঠাব
গৌর রায়ে কলে আলিঙ্গন।

গাইলে সে এক গীত শুণি প্রভু হরষিত
হস্তে চাপে শ্রীরায় বদন ॥

এহাপরে নীলাচলে যেবে রামানন্দ চলে
মহাপ্রভু ভক্তগণ সনে।

স্বকৃত নাটক ভাব শ্রীজগন্নাথ বল্লভ
গায় রায় প্রেমানন্দ মনে ॥

জগন্নাথ সুখকর দেবদাসীঙ্ক শৃঙ্গার
একমাত্র রায়ঙ্কর সেবা।

রায় মহা নির্বিকার বিশাখা তুল্য সেবার
কিবা তার পটান্তর দেবা ॥

শ্রীজগন্নাথ বল্লভে গৌর গম্ভীরা গরভে
প্রভু শ্রীস্বরূপ রায় সনে।

শ্রীরাধা বিরহ ব্যথা নিজর হৃদয় কথা
কহন্তি এ অন্তরঙ্গ জনে ॥

আজি তব অদর্শন সম্ভোগে মজিছি মন
ন স্পর্শিলা তব ভাব লেশে।

ভকতি কুমুদ চিত্ত মণূ সদা অপ্রাকৃত
তব ভক্ত ভুক্ত অবশেষে ॥

—:*:—

(৩২)

জ্যেষ্ঠ কৃষ্ণ পঞ্চমী—

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত জয়ন্তী

শ্রীচৈতন্য জন্ম যেসম পবিত্র
আজি সেহি পরি তিথি।
চৈতন্য চরিত অমৃতর সার
আজি উভা হেলে ক্ষিতি॥
আজি প্রকটিলে এ ধরা ধামরে
শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত।
বন্দে মুঁ যতনে এহি মহা কাব্য
শ্রীকৃষ্ণ দাসঙ্ক কৃত॥
কবিরাজ খ্যাতি লভি থিলে সিএ
পরম রসিক ভক্ত।
শ্রীষড় গোস্বামী চরণরে থিলে
সতত সে অনুরক্ত॥
বেদ উপনিষদ পুরাণ ভারত
গোস্বামী গ্রন্থ মিলাই।
শ্রীচৈতন্য লীলা বর্ণিলে আনন্দে
চৈতন্য শিক্ষা শিখাই॥
আদি মধ্য অন্ত্যে চৈতন্য চরিত
রচিলে অতি যতনে।

বৃন্দাবন দাস ছাড়ি থিলে যাহা
রখিলে তাহা বর্ণনে ॥

এগার হজার পাঞ্চশ পঞ্চাবন
শ্লোক পয়ার মিশিণ ।

শ্রীচরিতামৃতে শ্রীকৃষ্ণ দাস যে
লেখিলে তহিঁ বর্ণিণ ॥

মদন গোপাল শ্রীগোবিন্দদেব
শ্রীগৌর প্রীতি কারণে ।

অপ্রাকৃত কবি কুলর তিলক
অর্পিলে প্রভু চরণে ॥

শকাব্দ পন্দর শহ সইঁ তিরিশ
জ্যেষ্ঠ কৃষ্ণ পঞ্চমীরে ।

রবিবার দিন গ্রন্থ শেষ কলে
শ্রীবৃন্দাবন ধামরে ॥

—:•:—

(৩৩)

জ্যেষ্ঠ গৌর প্রতিপদ—

চৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থরাজর
শ্রীল প্রভুপাদঙ্কর অনুভাষ্য জয়ন্তী

অনুভাষ্য বিরচিলে শ্রীল প্রভুপাদ ।
চারিশত উনত্রিংশ শ্রীগৌর অবদ ॥

একত্রিংশ জ্যেষ্ঠ মাস তেরশ বাইশ ।
উণেইশ পন্দরর পন্দর জুন মাস ॥
অনুভায্য জয়ন্তীর স্মরণীয় দিন ।
এ বিরাট অনুভায্য হেলে প্রকটন ॥
নবদ্বীপ মায়াপুরে শ্রীব্রজ পত্তনে ।
চৈতন্য চরিতামৃত অনুভায্য রচনে ॥
অমৃত প্রবাহ ভায্য যা' ভক্তিবিনোদ ।
বিরচিলে সযতনে হোইণ প্রমোদ ॥
তাহা অনুসরি প্রভু শ্রীদয়িত দাস ।
অনুভায্য বিস্তারিণ করিলে প্রকাশ ॥
অনুভায্য আরম্ভরে গুরু পরম্পরা ।
স্থাপিণ সে জণাইলে যা' আম্নায় ধারা ॥
অনুভায্য জয়ন্তীরে ন দেখি বিনোদে ।
শুণাইবাকু মনাসি রহিলে সে খেদে ॥
সহস্র গ্রন্থ মন্থিণ রচি অনুভায্য ।
ভক্তগণ হস্তে দেই কলেক উল্লাস ॥
অপূর্ব সে অনুভাষ্য সুসিদ্ধান্ত সার ।
পুনঃ পুনঃ পাঠ করি কর কণ্ঠহার ॥

— :*:—

(৩৫)

জ্যেষ্ঠ গৌর দশমী--

শ্রীগঙ্গামাতা আবির্ভাব

পুন্টিআ দেশ রাজন শ্রীনরেশ নারায়ণ
কন্যা শচী গলে বৃন্দাবন।
সে বিবাহ কলে নাহিঁ হরিদাস পাশে যাই
দীক্ষামন্ত্র করিলে গ্রহণ॥
ব্রজরু শ্রীক্ষেত্রে যাই সার্বভৌম গৃহে থাই
শ্বেতগঙ্গা কলেক দর্শন।
মুকুন্দ দেব রাজন শচীঙ্কু করিণ মান্য
শিষ্য হোই হেলে নিজে ধন্য॥
মহা বারুণী যোগরে শ্রীগঙ্গা খর স্রোতরে
শ্বেত গঙ্গা মধ্যে প্রবেশিলে।
শচী ইচ্ছা পূর্ণ করি গঙ্গা শচী কোলে ধরি
জগন্নাথ মন্দিরে রখিলে॥
সেহি দিনু ভক্তগণ শ্রীমুকুন্দ দেব রাজন
গঙ্গামাতা বোলিণ ডাকিলে।
গঙ্গামাতা গোস্বামিনী সমস্ত গুণর খণি
শ্বেত গঙ্গা নিকটে রহিলে॥
রাজস্থান জয়পুরে চন্দ্রশর্মা বাস করে
শ্রীরসিক রায়ঙ্ক সেবক।

আসে পুরী স্বপ্ন পাই   রসিক রায়ঙ্কু নেই
গঙ্গা পাশে রখিণ গলেক ॥
গঙ্গামাতা এহা দেখি   হোইলে পরম সুখী
মহা অভিষেক পূজা কলে ।
অতি বৃদ্ধা হেলে যেবে   বনমালী দাসে তেবে
শ্রীরসিক সেবা সমর্পিলে ॥
শহে কোড়িএ বর্ষরে   রসিক রায় পাখরে
গঙ্গামাতা অপ্রকট হেলে ।
ষোলশ এক খ্রীষ্টাব্দ   অটে তাঙ্ক জন্ম অব্দ
জ্যেষ্ঠ শুক্ল দশমী সুকালে ।
সার্বভৌম গৃহে যহিঁ   শ্রীচৈতন্য থিলে তহিঁ
গঙ্গামাতা মঠ নামে ধন্য ।
এ ভক্তি কুমুদ দীনে   হোই মাত পরসন্নে
দাসানুদাসরে কর গণ্য ॥

—ঃ০ঃ—

(৩৫)

জ্যেষ্ঠ গৌর দশমী—

শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণপাদঙ্ক তিরোভাব

রেমুণা গ্রামর   খণ্ডায়ত কুলে
বলদেব জনমিলে ।

দেখি দিব্য তেজ সজ্জন সমাজ
তাঙ্ক পাদে প্রণমিলে ॥

চিলিকা কুলরে পণ্ডিত শাসনে
সংস্কৃত শাস্ত্র পঢ়িলে ।

তহুঁ যাই সিএ মহীশূর ঠারে
বেদান্ত সূত্র শিখিলে ॥

শ্রীক্ষেত্র পুরীরে তত্ত্ব শিক্ষা করি
তত্ত্ববাদী গুরু কলে ।

উড়ুপী পীঠরে শ্রীমধ্ব মঠরে
মাধ্ব সম্প্রদায়ী হেলে ॥

শ্যামানন্দ শাখা রাধা দামোদরে
গৌড়ীয় শ্রীগুরু বরি ।

জয়পুর ঠারে গালতা গাদিরে
চারি সম্প্রদায় ধরি ॥

কলে সে বিচার সিদ্ধান্ত অপার
পণ্ডিতে পাইলে ত্রাস ।

শ্রীগোবিন্দদেব আদেশ পাইণ
রচিলে গোবিন্দ ভাষ্য ॥

সে ভাষ্য শ্রবণে চারি সম্প্রদায়ে
বলদেবে কলে মান্য ।

শ্রীবিদ্যাভূষণ উপাধি দেইণ
কলে সর্বে ধন্য ধন্য ॥

ভেক নেই সিএ কেতে তীর্থ ভ্রমি
ব্রজরে কলেক বাস।
বৈষ্ণব মণ্ডলী ডাকিলে তাহাঙ্কু
একান্তী গোবিন্দ দাস॥
ব্রহ্ম সম্প্রদায় শ্রীমধ্বাচার্য্যঙ্কু
পরম্পরারে স্থাপিলে।
লক্ষ্মীপতি শিষ্য মাধবেন্দ্র পুরী
বোলিণ সে প্রচারিলে॥
টীকা ভাগবত টীকা ভাষ্য কলে
গোস্বামী শাস্ত্রর সার।
চবিশটি গ্রন্থ সংস্কৃতে রচিলে
যা' ভকত কণ্ঠ হার॥
তাঙ্করি শিষ্য যে শ্রীউদ্ধব দাস
সুপ্রসিদ্ধ শাস্ত্রকার।
শ্রীল সার্বভৌম জগন্নাথ দাস
কলে এহাঙ্কু স্বীকার॥

—۞—
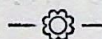
(৩৬)

জ্যেষ্ঠ গৌর দ্বাদশী—

গৌড়ীয় ভাষ্য জয়ন্তী

তেরশ অণচালিশ শুক্ল দ্বাদশী জ্যেষ্ঠ মাস
উণেইশ বতিরিশ সালে।

মান্দ্রাজ তামিলনাড়ু, শইল উটকামণ্ড
তহিঁ প্রভুপাদ গ্রীষ্ম কালে ॥
যে গৌড়ীয় ভাষ্য ধন্য কলে শুভ সমাপন
এ পূত জয়ন্তী তিথি দিন।
খণ্ডি নানা অপমত স্থাপিলে ভক্তিসিদ্ধান্ত
গৌর কৃষ্ণে জাণি সে অভিন্ন ॥
শ্রীভক্তিবিনোদ ইষ্ট পূর্ণ করি মনোঽভীষ্ট
শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী।
শ্রীচৈতন্য ভাগবত ভাষ্য রচিলে বিস্তৃত
পাঠ কলে হেব দিব্য গতি ॥
নারায়ণী দেবী সুত বৃন্দাবন দাস খ্যাত
শ্রীচৈতন্য ভাগবতকার।
নিত্যানন্দ শেষ ভৃত্য হরিজন সেবা কৃত্য
রচিলে সে সর্ব সার সার ॥
শ্রীবার্ষভানবী আশ তাহাঙ্ক দয়িত দাস
ভাষ্য লেখকঙ্ক পরিচয়।
ভকতি বিমুখ জন বিষয়রে ক্লিষ্ট মন
তাঙ্কু দেলে গৌর পদাশ্রয় ॥
চৈতন্য নিতাই কথা শুণিলে হৃদয় ব্যথা
চিরতরে যাএ সুনিশ্চিত।
কৃষ্ণে অনুরাগ হুএ বিষয় আসক্তি যাএ
শ্রোতা লভে নিজ নিত্য হিত।

ভাগবতে কৃষ্ণকথা ব্যাসস্ক লেখনী যথা
সেহি মর্ম বৃন্দাবন জাণে।
শ্রীসরস্বতী ঠাকুর করি করুণা প্রচুর
গূঢ় তত্ত্ব সকলে বখাণে ॥
কেতে শত ভক্তিগ্রন্থ মন্থিণ তাহা সতত
এ গৌড়ীয় ভাষ্য সে রচিলে।
ভকতি কুমুদ মতি ভাষ্য তথ্যে অনুভূতি
লবে হেব সে প্রভু ইচ্ছিলে ॥
গৌড়ীয় সঙ্ঘে মুদ্রিত শ্রীচৈতন্য ভাগবত
ভাগ্যবান এহি গ্রন্থ লভে।
করিণ পাঠ সতত হুএ ভক্ত অনুগত
গৌরপ্রেম লভে এহি ভবে ॥

—:❋:—

(৩৭)

জ্যেষ্ঠ গৌর ত্রয়োদশী—

চুড়াদধি মহোৎসব (দণ্ড মহোৎসব)

হুগুলি শ্রীকৃষ্ণপুর যহিঁ রঘুনাথ ঘর
পিতা গোবর্দ্ধন মজুমদার।
রঘুনাথ বিভা হোই সংসার সে ন ইচ্ছই
কলে গৌরপদ সর্বসার ॥

ইন্দ্রসম ঐশ্বর্য্য যা অপ্সরা সম ভারিজা
ন পারই রঘুনাথে বান্ধি।
সদা মন গৌর পদে দিবানিশি গৌর বন্দে
ডাকে সদা গৌরে কান্দি কান্দি॥
নিতাই করুণা হেলে গৌর মিলে অবহেলে
নিত্যানন্দ জাণি রঘুমন।
আসিলে সে পাণিহাটী যহিঁ রাঘবঙ্ক বাটী
গঙ্গাতীরে কলেক গমন॥
এণে রঘুনাথ যাই তাঙ্ক পিতাঙ্কু বুঝাই
আসিলে সে নিত্যানন্দ পাশ।
দেখিলে পার্ষদ সঙ্গে নিত্যানন্দ বসি রঙ্গে
গৌর গুণ করন্তি প্রকাশ॥
দেখি রঘু নিত্যানন্দে হাত যোড়ি তাঙ্কু বন্দে
কলেক ভূমিষ্ঠ প্রণিপাত।
নিতাই হোই উল্লাস নেই রঘু নিজ পাশ
পাদ দেলে শ্রীরঘুর মাথ॥
আজ তোতে দেবি দণ্ড আণ চুড়া দধি ভাণ্ড
এতে দিন লুচি থিলু কাহিঁ।
চুড়াদধি মহোৎসব করি ভক্তগণে সেব
তোর ভাগ্য পটান্তর নাহিঁ॥
সাত গোটি মাটি কুণ্ডে ব্রাহ্মণ হোইণ রুণ্ডে
চুড়া দধি কলেক মিশ্রিত।

ক্ষীর সহিত কদলী কলে অমৃত ঠুঁ বলি
প্রভু ভোগ যোগ্য যা বিহিত ॥
বসিলে ভকত বৃন্দে ঘেরি প্রভু নিত্যানন্দে
বৃক্ষমূলে পিণ্ডার উপরি ।
কেতে পণ্ডিত ব্রাহ্মণ কেতে গ্রামর সুজন
বসি গলে ঠোঙ্গা মান ধরি ॥
গদাধর রামদাস পুরন্দর শ্রীমহেশ
উদ্ধারণ দত্ত শ্রীমুরারি ।
ধনঞ্জয় জগদীশ হোড় কৃষ্ণ পরমেশ
শ্রীসুন্দরানন্দ শ্রীগউরী ॥
নিত্যানন্দ পারিষদ হোই সবে অতি মোদ
মহোৎসবে কলে যোগদান ।
গঙ্গাকূল গলা পূরি কেতে ঠোঙ্গা হাতে ধরি
গঙ্গাজলে কলেক গমন ॥
রাঘব পণ্ডিত ঘরে নিতানন্দ মধ্যাহ্নরে
প্রসাদ পাইবা কথা থিলা ।
চাহিঁ চাহিঁ শ্রীপণ্ডিত দেখি হোইলে চকিত
চূড়াদধি মহোৎসব লীলা ॥
রাঘবে দেখি নিতাই কহে শুণ হে গোসাঞি
তুম ঘরে খাইবি মুঁ রাত্রে ।
এহা কহি চুড়াদহি রাঘবে দেলে বসাই
স্ব হস্তে ভরিণ এক পাত্রে ॥

হাত টেকিণ সকলে বসিলে উংসব স্থলে
নিত্যানন্দে অপেক্ষা করিলে।
নিত্যানন্দ ধ্যান বলে আসি গৌর কুতূহলে
নিত্যানন্দ হাতকু ধরিলে॥
সবু পাত্রু চুড়া নেই গৌরচন্দ্র মুখে দেই
বন্য ভোজনর লীলা কলে।
তহুঁ প্রভু নিত্যানন্দ হোইণ অতি আনন্দ
চুড়াদধি ভোজনে বসিলে॥
রখিলে যা অবশেষে তাহা রঘুনাথ দাসে
খুআইলে করিণ যতন।
নিত্যানন্দ কৃপা পাই রঘুনাথ ধন্য হোই
মহাপ্রেমে কলেক সেবন॥
ভক্তগণে অর্থ দেলে প্রতি জনে প্রণমিলে
নিত্যানন্দ কলে আশীর্বাদ।
রঘুনাথ সেহি দিন জাণিলে যিব বন্ধন
লভিবে সে নিশ্চে প্রভুপদ॥
চুড়াদধি মহোৎসব স্মরি সেহি স্মৃতি লব
শ্রীদাস গোস্বামীগণ পদে।
করে অশেষ প্রণতি তাঙ্ক পদে রহু মতি
ভকতি কুমুদ গাএ মোদে॥

—:*:—

(৩৮)

জ্যেষ্ঠী পূর্ণিমা—

শ্রীস্নানযাত্রা

স্বায়ম্ভুব মনু দ্বিতীয় অংশরে
পড়িলা যে সত্য যুগ ।
সেহি কালে যজ্ঞ কলে স্বায়ম্ভুব
ডাকিণ তাঙ্ক অনুগ ।।
জ্যেষ্ঠী পূর্ণিমারে সেহি যজ্ঞ ফলে
আবির্ভূত যজ্ঞেশ্বর ।
স্বয়ংভূ বিগ্রহ দেখি মহা স্নানে
তৎপর হেলে সত্বর ।।
মহাভাগবত ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজা
পালন কলে এ তিথি ।
জগন্নাথ স্নান পূর্ণিমা উৎসব
পবিত্র কলা এ ক্ষিতি ।।
অক্ষয় বটর উত্তর দিগরে
প্রকট করিণ কূপ ।
আসি উভা হেলে জগতর নাথ
বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডর ভূপ ।।
সুনা কুঅ বোলি কহন্তি সভিএঁ
সেহি পূত কূপনীরে ।

অভিষেক হুএ অষ্টশত কুম্ভে
পাবমানী মন্তররে ॥
শ্রীস্নান বেদীটি সুরম্যে সজাই
টাঙ্গি দিব্য চন্দ্রাতপ ।
কেতে দেব দেবী অলক্ষিতে ছন্তি
ধরি চামর আড়প ॥
পহণ্ডি করিণ মন্দিরু আণন্তি
যেবে উত্তান্যাস করি ।
ভাবন্তি দেবে যে স্বর্গকু আসন্তি
যেহ্নে জগন্নাথ হরি ॥
বলদেব সহ শ্রীসুভদ্রাদেবী
হেলে শ্রীবেদীরে বিজে ।
নানা বাদ্য বাই দেবদেবীগণে
স্নান করাইলে নিজে ॥
কানিকা ওরিআ খিরিষা আরিষা
সাকরা যে পিঠা পণা ।
পঙ্কতি ভোজনে কেতে ফল লাগে
নাহিঁ ত তাহার গণা ॥
জয় জগন্নাথ ত্রিজগত নাথ
তুমে নরলীলা পাল ।
স্নানলীলা অন্তে জ্বররে পড়িব
সে অনবসর কাল ॥

ভকত পছরে এ ভক্তি কুমুদ
বড় দাণ্ডে ঠিআ হোই ।
পিই স্নান জল, দেখিব শ্রীরূপ
এ পাপ নেত্রকু ধোই ॥

—۞—

(৩৭)
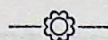
জ্যেষ্ঠ পূর্ণিমা—

শ্রীমুকুন্দ দত্ত ঠাকুরঙ্ক তিরোভাব

চট্টগ্রাম পটিয়ার ছনহরা গ্রাম ।
শ্রীমুকুন্দ দত্ত ঠাকুরঙ্ক জন্ম ধাম ॥
তাঙ্ক বড় ভাই নাম বাসুদেব দত্ত ।
দুই ভাই সংকীর্ত্তনে সতত প্রমত্ত ॥
মধুকণ্ঠ মধুব্রত থিলে যিএ ব্রজে ।
শ্রীবাসু মুকুন্দ রূপে আসিলে সে নিজে ॥
শ্রীগৌরহরিঙ্কর থিলে বাল্যসঙ্গী ।
যাহা সহ গৌর সদা থাএ বিদ্যারঙ্গী ॥
মুকুন্দ কৃষ্ণ কথারে রত সর্বক্ষণ ।
গৌর দত্তে ভঙ্গী করি পুচ্ছে ব্যাকরণ ॥
যেবে গৌর দীক্ষা নেই আসি মায়াপুরে ।
কৃষ্ণনাম কলে দত্ত ন রহিলে দূরে ॥

ଶ୍ରୀବାସ ଅଙ୍ଗନେ ଦତ୍ତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗାୟକ ।
ଅଦ୍ୱୈତ ସଭାରେ କେବେ କୀର୍ତ୍ତନ ନାୟକ ॥
ଗଦାଧର ପୁଣ୍ଡରୀକେ ଦେଖି ନ ଚିହ୍ନିଲେ ।
ମୁକୁନ୍ଦ ସହିତ ଥାଇ ମହିମା ଜାଣିଲେ ॥
ଥରେ ଶ୍ରୀଗଉର କହେ ମୁକୁନ୍ଦକୁ ତଡ଼ ।
କେବେ ଭକ୍ତି ପୁଣି କେବେ ଜ୍ଞାନ କହେ ବଡ଼ ॥
କୋଟି ଜନ୍ମ ପରେ ସେହି ପାଇବ ଦର୍ଶନ ।
ଏହା ଶୁଣି ମୁକୁନ୍ଦ ହେଲେ ଆନନ୍ଦିତ ମନ ॥
ମୁକୁନ୍ଦ ଅନ୍ତର ଜାଣି ଶ୍ରୀଗୌରସୁନ୍ଦର ।
ମୁକୁନ୍ଦେ ଡକାଇ କଲେ କରୁଣା ପ୍ରଚୁର ॥
ମୁକୁନ୍ଦେ ଡାକି ଶ୍ରୀଗୌର କହନ୍ତି ଆଦରେ ।
ଜନ୍ମେ ଜନ୍ମେ ଥିବ ତୁମ୍ଭେ ମୋର ସଙ୍ଗତରେ ॥
ଯେବେ ମହାପ୍ରଭୁ ଗଲେ ସନ୍ନ୍ୟାସ କରିଣ ।
ମୁକୁନ୍ଦ କଲେ କୀର୍ତ୍ତନ ସେଠାକୁ ଆସିଣ ॥
ଯେବେ ନୀଳାଚଳେ ପ୍ରଭୁ କରିଲେ ଗମନ ।
ମୁକୁନ୍ଦ ସହ କଲେକ ନର୍ତ୍ତନ କୀର୍ତ୍ତନ ॥
ଜ୍ୟେଷ୍ଠୀ ପୂର୍ଣିମା ତିଥିରେ ଶ୍ରୀମୁକୁନ୍ଦ ଦତ୍ତ ।
ଅପ୍ରକଟ ହେଲେ ଧାମେ ଗୌର ପଦପ୍ରାପ୍ତ ॥

—:❋:—

(৪০)

জ্যেষ্ঠী পূর্ণিমা—

শ্রীধর ঠাকুরঙ্ক তিরোভাব

গৌর প্রকটিলে নবদ্বীপ ধামে
যোগপীঠ মায়াপুরে ।
গ্রামর প্রান্তরে অছি জীর্ণ ঘর
দেখ শ্রীধর ঠাকুরে ॥
ভুক্তি মুক্তি সিদ্ধি যিএ ন বাঞ্ছই
দেখাএ দরিদ্র বেশ ।
ন চিহ্নন্তি কেহি এ গৌরপার্ষদে
যাঙ্ক গর্ব নাহিঁ লেশ ॥
কদলী বিকিণ যাহা সে পাআন্তি
গঙ্গা পূজে অধে দেই ।
বাকী অধকরে মহা আনন্দরে
প্রাণ রক্ষা করে সেই ॥
শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীধর সমীপে
কদলী পাইঁ যাআন্তি ।
বাল্য চাপল্যরে শ্রীধর সহিত
দর কষাকষি হুঅন্তি ॥
শ্রীগৌরসুন্দর গয়ারু ফেরিলে
যেবে দীক্ষা মন্ত্র নেই ।

শ্রীবাস অঙ্গনে মহাভাবাবেশে
শ্রীবিষ্ণু খট্টরে যাই ॥
বসি মহানন্দে কহে ভক্তবৃন্দে
ডাকি আণ সে শ্রীধরে ।
মোহরি স্বরূপ দেখু আসি সিএ
যে উচ্চে শ্রীনাম করে ॥
ভক্তগণ যাই শ্রীধরে আণিলে
দেখিলে সে গৌররূপ ।
তমাল শ্যামল হেলে গৌরচন্দ্র
ত্রিভুবন মহাভূপ ॥
দেখি দিব্যরূপ কলেক স্তবন
শ্রীধর যোড়িণ কর ।
জয় মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গচন্দ্র
নবদ্বীপ পুরন্দর ॥
কহিলে শ্রীধরে গৌর মহাপ্রভু
হে শ্রীধর নিঅ বর ।
সর্ব সিদ্ধি ঋদ্ধি নিঅহে শ্রীধর
হুঅ রাজ রাজেশ্বর ॥
কহন্তি শ্রীধর শুণ গৌরহরি
আশা নাহিঁ কিছি মোর ।
যে বিপ্র কাঢ়িলা মো কদলী মঞ্জা
দেউ পাদ মস্তকর ॥

কহন্তি শ্রীগৌর শুণহে শ্রীধর
জন্মে জন্মে তু মো দাস।
তোর ভক্তিবলে মুঁ বন্ধা রহিছি
ন ছাড়িবি তোর পাশ॥
শ্রীধরঙ্ক লাউ করিণ ভোজন
শ্রীগৌর কলে সন্ন্যাস।
ভক্ত দেবা দ্রব্যে প্রভুঙ্ক আদর
মনরে বড় উল্লাস॥
শ্রীধর যাআন্তি প্রভু দরশনে
ভক্ত সহ নীলাচলে।
প্রভুঙ্কু দেখিণ শ্রীধর নয়ন
ভরিযাএ অশ্রু জলে॥
আহে শ্রী শ্রীধর গৌর পরিকর
দেখাইল যেবা প্রীতি।
তব তিরোভাবে চিন্তে তব লীলা
আসই তুমরি স্মৃতি॥
জগন্নাথদেব পুণ্য স্নানযাত্রা
তব তিরোভাব আজি।
জয় শ্রী শ্রীধর প্রাণর ঠাকুর
বন্দে তব পদ রাজি॥

—:*:—

(৪১)

অনবসর

স্নানযাত্রা অন্তে জগন্নাথাদেশে
শ্রীইন্দ্রদ্যুম্ন রাজন।
পঞ্চদশ দিন অঙ্গরাগাভাবে
নিষেধ কলে দর্শন॥
খট শেষ গৃহে তিনি ঠাকুর যে
অনসররে রহিলে।
অনসর অর্থে নাহিঁ অবসর
যাত্রী দেখা ন পাইলে॥
দয়িতাপতি এ হোইলে নিয়োগ
তালপত্র তাটি বন্ধা।
এ পন্দর দিন অন্ন ভোগ নাহিঁ
বন্দ জগন্নাথ রন্ধা॥
নারায়ণ পটি মদনমোহনে
অন্ন ভোগ দিআ হুএ।
জগতর নাথ একান্ত ঘররে
জ্বররে শোইণ রুহে॥
জ্বরলীলা করি রহিলে ঠাকুরে
নরলীলা যে দেখান্তি।
দশমূল আণি পাঁচণ করিণ
ঔষধ করি খুআন্তি॥

ফল মিশ্রি পণা করন্তি সেবন
দয়িতা পতিঙ্ক দিআ।
রহন্তি উপাস অনসর ঘরে
যাঠিঐ পঔটি খিআ॥
আষাঢ় মাসর অমাবস্যা দিনে
উভাহেলে সিংহাসনে।
নব যউবন নেত্র উৎসবরে
ভক্তানন্দ দরশনে॥
শ্রীগৌরসুন্দর সে অনবসরে
ন দেখি শ্রীজগন্নাথ।
বিরহে চালিলে আলালপুরকু
দেখিলে আলালনাথ॥
অদ্যাপি বিরাজে শ্রীআলালনাথে
এক বৃহত প্রস্তর।
যহিঁ গৌর অঙ্গ চিহ্ন বিরাজই
পূজন্তি ভক্ত বিস্তর॥
নানা ভাবে প্রভু লক্ষ্মীঙ্কু ভুলান্তি
নিভৃতে পন্দর দিন।
গোপী মেলে যিবে গুণ্ডিচা ঘরকু
নিগূঢ় তাঙ্করি মন॥
শ্রীবাহুড়া পরে মন্দিরে পশিবে
কেতে চাটু কথা কহি॥

কেতে বচনিকা হেব সিংহদ্বারে
ভেটি রসগোলা দেই ॥
বন্দে তব লীলা নব নব বেশ
অধর পণা মাধুরী।
লক্ষ্মী গোপী সহ কেতে হঠ লীলা
কেতে যে কথা চাতুরী ॥

—:*:—

(৪২)

আষাঢ় কৃষ্ণ পঞ্চমী—

শ্রীবক্রেশ্বর আবির্ভাব

ব্রজে তুঙ্গবিদ্যা বক্রেশ্বর রূপে
জন্মিলে ত্রিবেণী কূলে।
গুপ্তিপড়া গ্রাম কলে সিএ ধন্য
লীলা গৌরচন্দ্র তুলে ॥
নবদ্বীপ ধামে রামকেলি গ্রামে
শ্রীগৌরসুন্দর সঙ্গী।
শ্রীবাস চরণে অপরাধকারী
দেবানন্দে কৃপাভঙ্গী ॥
শ্রীনবদ্বীপর কুলিয়া গ্রামরে
কলে বক্রেশ্বর নৃত্য।

লোক ভিড় দেখি দেবানন্দ কলে
লোক নিবারণ কৃত্য ॥
প্রেমে বক্রেশ্বর দেবানন্দ দেখি
করিলে কৃপা প্রচুর ।
শুণি এহি কথা কলে দেবানন্দে
কৃপা শ্রীগৌর ঠাকুর ॥
শ্রীমুখে শ্রীগৌর বক্রেশ্বর গুণ
কহন্তি কুলিয়া গ্রামে ।
বক্রেশ্বর কৃপা লভে যেই জন
সে যাএ কৃষ্ণঙ্ক ধামে ॥
বক্রেশ্বর হৃদে শ্রীকৃষ্ণ বসতি
সে কৃষ্ণঙ্ক পূর্ণ শক্তি ।
বক্রেশ্বর কৃপা লভিলে হুঅই
শ্রীকৃষ্ণ চরণে ভক্তি ॥
বক্রেশ্বর করে দিন রাতি নৃত্য
কৃষ্ণ নাচে তাঙ্ক সঙ্গে ।
রথযাত্রাকালে বক্রেশ্বর নৃত্যে
মহাপ্রভু নাচে রঙ্গে ॥
দশটি হজার গন্ধর্ব গাআন্তু
করিবি মুহিঁ নর্ত্তন ।
তেবে যাই মোর নৃত্য হেব পূর্ণ
হেব শ্রীগৌর তোষণ ॥

କାଶୀ ମିଶ୍ର ଘରେ ବକ୍ରେଶ୍ୱର ରହେ
ରାଧାକାନ୍ତ ମଠ ନାମ ।
ଗଉର ଗମ୍ଭୀରା ବୋଲି ସୁବିଦିତ
ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ମୁଖ୍ୟ ଧାମ ॥
ଶ୍ରୀଗୋବିନ୍ଦଦେବ ଉତ୍କଳର କରି
ବକ୍ରେଶ୍ୱର ପରିବାର ।
କିବା ସୁମଧୁର ସଂସ୍କୃତର କାବ୍ୟ
'ଗୌର କୃଷ୍ଣୋଦୟ' ଯାର ॥
ଆଷାଢ଼ ମାସର କୃଷ୍ଣ ପଞ୍ଚମୀରେ
ବକ୍ରେଶ୍ୱର ଆବିର୍ଭାବ ।
ଆହେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୀଲ ବକ୍ରେଶ୍ୱର
ଦିଅ ପଦତଳେ ଠାବ ॥

—:•:—

(୪୭)

ଆଷାଢ଼ କୃଷ୍ଣ ତ୍ରୟୋଦଶୀ—

ଶ୍ରୀସାରଙ୍ଗ ମୁରାରି ଠାକୁରଙ୍କ ଆବିର୍ଭାବ

ଶ୍ରୀସାରଙ୍ଗ ମୁରାରି ଆଖ୍ୟାନ ସୁଧାମୟ ॥
ଶ୍ରବଣ ପଠନେ ହୁଏ ଭକ୍ତି ଭାବୋଦୟ ॥
ମାମଗାଛି ନବଦ୍ୱୀପେ ମୋଦଦ୍ରୁମ ଠାରେ ।
ଶ୍ରୀଲ ସାରଙ୍ଗ ମୁରାରି ଲୀଳା ପ୍ରକାଶିଲେ ॥

তাহাঙ্ক সেবিত শ্রীশ্রীরাধা গোপীনাথ ।
এবে বি সেঠারে শিষ্য ভক্তঙ্ক সেবিত ॥
সিদ্ধ ভক্ত শ্রীসারঙ্গ প্রভু অনুরক্ত ।
শিষ্য করিবেনি সেহু করিথিলে ব্যক্ত ॥
মহাপ্রভু প্রেরণারে শেষে রাজি হেলে ।
কালি প্রভাতরে শিষ্য করিবি ভাবিলে ॥
প্রথমে যাহাঙ্কু মুহিঁ নয়নে দেখিবি ।
হেব সে প্রথম শিষ্য তাকু দীক্ষা দেবি ॥
পরদিন প্রভাতরে গঙ্গাস্নান কালে ।
শব এক ভাসি আসি লাগে পাদতলে ॥
কিএ তুমে উঠ বোলি ডাকন্তি গোসাইঁ ।
শব দেহে প্রাণ পশে উঠিলা সে জীইঁ ॥
নমস্কার করি বসে আচার্য্য অগ্রতঃ ।
বোলই নাম মুরারি হোই কৃত কৃত্য ॥
মন্ত্র দীক্ষা দেই তাঙ্কু শিষ্যরূপে বরি ।
অত্যাশ্চর্য্য কর্ম কলে সারঙ্গ মুরারি ॥
শ্রীসারঙ্গ মুরারি প্রভু দয়াবান ।
করিলে শ্রীরাধা গোপীনাথ সেবা দান ॥
শ্রীমুরারি ঠাকুর নামে সেহু খ্যাত ।
মামগাছি ধামে প্রভু হোইলে পূজিত ॥
ব্রজরে শ্রীনান্দীমুখী বোলি যেহু থিলে ।
নবদ্বীপে শ্রীসারঙ্গ মুরারি হোইলে ॥

ଆଷାଢ଼ କୃଷ୍ଣ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ଆବିର୍ଭାବ ଦିନ ।
ମାର୍ଗଶୀର କୃଷ୍ଣ ତ୍ରୟୋଦଶୀ ତିରୋଧାନ ॥
ସେ ପ୍ରଭୁ ଚରଣ ପଦ୍ମେ ମନ ସଦା ରହୁ ।
ଭକତ ମହିମା ଗୀତି ଏ ଅଧମ ଗାଉ ॥

—:*:—

(୪୪)

ଆଷାଢ଼ ଅମାବସ୍ୟା—

ଶ୍ରୀଲ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଭକ୍ତିବିନୋଦ ଠାକୁରଙ୍କ ତିରୋଭାବ

ରାଜବଲ୍ଲଭଙ୍କ ପୁତ୍ର ଶ୍ରୀଆନନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ।
କାନ୍ୟକୁବ୍‌ଜ କାୟସ୍ଥ କୁଳର ବରେନ୍ଦ୍ର ॥
ଶ୍ରୀଆନନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ଦତ୍ତ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ମୋହିନୀ ।
ସେ କେଦାରନାଥ ପିତା ଆନ ଯେ ଜନନୀ ॥
ଅଠରଶ ଅଠତିରିଶେ ହେଲେ ସେ ଜନମ ।
ବାଲ୍ୟ କାଳରୁ କରନ୍ତି ଈଶ୍ୱର ଚିନ୍ତନ ।
ଏଗାର ବର୍ଷରୁ କେଦାର ହେଲେ ପିତୃହୀନ ।
ମାତାମହ ଗୃହେ ହେଲେ ସେ ପ୍ରତିପାଳନ ॥
ବାର ବରଷେ ବିବାହ ହେଲା ସମାପନ ।
ମାତାଙ୍କ ସେବାରେ ଦିନ କରନ୍ତି ଯାପନ ॥
କୋଡ଼ିଏ ବରଷ ଯାଏ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା କଲେ ।
ପିତାମହେ ଭେଟିବାକୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଗଲେ ॥

শ্রীরাজবল্লভ অটে পিতামহ নাম।
কটক কেন্দ্রাপড়ার ছোটি নামে গ্রাম॥
সে অঞ্চলে থিলে সিএ দৈবজ্ঞ পুরুষ।
সে জাণন্তি সভিঙ্কর আগত ভবিষ্য॥
কেদারঙ্কু দেখি কহে ভবিষ্য বচন।
হেব ত্বম্ভে নিশ্চে জণে সাধু মহাজন॥
কেন্দ্রাপড়া কটকরে শিক্ষকতা কলে।
ভদ্রখে আসি প্রধান শিক্ষক হোইলে॥
বাইশ বরষে তাঙ্ক প্রথম সন্তান।
পুত্র দশ মাসে মাতা দেহ অবসান॥
যকপুরা রায় বংশে দ্বিতীয় বিবাহ।
সে সংসারী লীলা কলে ভগবতী সহ॥
বঙ্গ বিহারে যাইণ রাজকার্য্য কলে।
অঠরশ অঠষঠিরে পুরী বদলিলে॥
সে ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট দায়িত্বরে থাই।
রথযাত্রারে পোলিস ঘের কলে যাই॥
আজি যাএ সেহি ঘের রক্ষা করু অছি।
রথ চকপাখু যাত্রী দূররে রখুছি॥
রেভেন্সা কমিশনর্ শ্রীকেদারনাথে।
পঠাইলে তদারখে পুলিসর সাথে॥
বিষিকেশন ভণ্ডামি গ্রামে গ্রামে করে।
কেদারনাথ বিচারে গলে কারাগারে॥

ପୁରୀରେ ପଢ଼ିଲେ ବହୁ ଭକତି ଶାସ୍ତ୍ର ।
ବହୁ ପଣ୍ଡିତ ମିଶିଲେ ତାଙ୍କରି ସଙ୍ଗର ॥
ଅଠରଶ ଚଉସ୍ତରୀ ଫେବୃୟାରୀ ମାସେ ।
ଷଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ଜନମିଲେ ପୁରୀର ନିବାସେ ॥
ରାଜକାର୍ଯ୍ୟେ ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ବଦଳି ହୋଇଲେ ।
ନବଦ୍ୱୀପ ମଣ୍ଡଳର କୃଷ୍ଣନଗରରେ ॥
ସେକାଳେ ସ୍ୱପ୍ନେ ଦେଖିଲେ ବିପିନ ବିହାରୀ ।
ଶ୍ରୀନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଶାଖାର ତାଙ୍କ ଦୀକ୍ଷାକାରୀ ॥
ବିପିନ ବିହାରୀ ଗୁରୁ ଦେଲେ ମନ୍ତ୍ର ଦୀକ୍ଷା ।
ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଲଭିଲେ ସେ ଶ୍ରୀଚୈତନ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ॥
ଶ୍ରୀନବଦ୍ୱୀପେ ଥାଇସେ ଦେଖି ଦିବ୍ୟାଲୋକ ।
ଯାଇ ଦେଖିଲେ ସେ ସ୍ଥଳି ସାକ୍ଷାତ ଗୋଲୋକ ॥
ଶ୍ରୀଗୌରାଙ୍ଗ ଜନ୍ମପୀଠ ଧାମ ମାୟାପୁର ।
ଲୋକ ଲୋଚନରୁ ଏହା ହୋଇଥିଲା ଦୂର ॥
ନବଦ୍ୱୀପ ଗଙ୍ଗାକୂଳ ସ୍ୱରୂପଗଞ୍ଜରେ ।
ଭଜନ କରିଲେ ବସି ଭଜନ ଗୃହରେ ॥
ସିଦ୍ଧ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ବିଜେ ହେଲେ ତହିଁ ।
ସ୍ୱାନନ୍ଦ ସୁଖଦ କୁଞ୍ଜ ନାମହଟ୍ଟ ଯହିଁ ॥
ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ପ୍ରଚାରରେ ଗଲେ ଭକ୍ତ ସଙ୍ଗେ ।
ଶୁଦ୍ଧଭକ୍ତି ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ରଙ୍ଗେ ॥
"ସଜ୍ଜନ ତୋଷଣୀ" ପତ୍ର ଆଉ "ପରମାର୍ଥୀ" ।
ପ୍ରକାଶ କରିଲେ ନେଇ କେତେ ଭକ୍ତ ସାଥୀ ॥

ଏଣେ ଶ୍ରୀପୁରୁଷୋତ୍ତମେ ନାମହଟ୍ଟ ସ୍ଥାପି ।
ହୋଇଲେ ଆଦର୍ଶ ଭକ୍ତ ଜୀବନ ସେ ଯାପି ।।
ଭକତିବିନୋଦ ନାମେ ହେଲେ ସିଏ ଖ୍ୟାତ ।
ବହୁ ଜୀବ ଧନ୍ୟ ହେଲେ ପାଇଣ ସାକ୍ଷାତ ।
ତାଙ୍କ ଷଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ନାମ ବିମଳାପ୍ରସାଦ ।
ତାଙ୍କୁ ଅସତ ସଙ୍ଗୀଏ ଗଣିଲେ ପ୍ରମାଦ ।।
ଭକ୍ତିସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସରସ୍ୱତୀ ପ୍ରଭୁପାଦ ନାମେ ।
ବିଖ୍ୟାତ ହୋଇଲେ ସିଏ ଦେଶେ ଗ୍ରାମେ ଗ୍ରାମେ ।।
ଶ୍ରୀଭକ୍ତିବିନୋଦାଦେଶେ ଶ୍ରୀଲ ସରସ୍ୱତୀ ।
ସ୍ଥାପିଲେ ମଠ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଚାରି ଭକତି ।।
ଭକ୍ତିବିନୋଦ ରଚିଲେ ଶତ ଭକ୍ତି ଗ୍ରନ୍ଥ ।
ଏହା ପାଠ କରି ମୋଦ ସର୍ବ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ।।
ଯିଏ ପାଠ କରିଛନ୍ତି ଏହାଙ୍କ କୀର୍ତ୍ତନ ।
ତାଙ୍କରି ଜୀବନ ଭବେ ହୋଇ ଅଛି ଧନ୍ୟ ।।
ଊଣେଇଶ ଚଉଦରେ ହେଲେ ତିରୋଭାବ ।
ଯେ ତିଥି ପାଳିଲେ ହୁଏ ପରମାର୍ଥ ଲାଭ ।।
ଦେଖାଇଲେ ନରଲୀଳା ଧରି ନରବେଶ ।
ଭକ୍ତ ବିନା ଅନ୍ୟେ ଚିହ୍ନି ନ ପାରିଲେ ଲେଶ ।।
ସ୍ୱରୂପର ପରିଚୟ ଦେଲେ ସିଏ ନିଜେ ।
କମଳ ମଞ୍ଜରୀ ସିଏ ଏ ଭୂଲୋକେ ବିଜେ ।।
ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତି ଭଗୀରଥ ଭକତିବିନୋଦ ।
ଭକତିବିନୋଦ ଜୟ ପ୍ରଚାର ପ୍ରମୋଦ ।।

তব প্রিয় সরস্বতী প্রভুপাদ বরি ।
ভকতি কুমুদ অছি এ জীবন ধরি ॥

—:*:—

(৪৫)

আষাঢ় গৌর প্রতিপদ—

শ্রীগুণ্ডিচা মার্জন

শ্রীক্ষেত্র পুরীরে থিলা পুষ্পোদ্যান
তরুলতা থিলা যহিঁ ।
ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজা রাণী শ্রীগুণ্ডিচা
যজ্ঞ করাইলে তহিঁ ॥
তিনি রথ আসি লাগই সেঠারে
নঅ দিন যাত্রা হুএ ।
কেতে ভক্ত আসি গুণ্ডিচা মন্দির
ঝাড়ু দেই জলে ধুএ ॥
গুণ্ডিচা মন্দির শ্রীআড়প ঘরে
আড়প অভড়া খাই ।
মহা আনন্দরে দইতা সাঙ্গরে
ভউণী সহিত ভাই ॥
মথুরা দ্বারকা পুর লীলা ছাড়ি
শ্রীজগন্নাথ উল্লাসে ।

শ্রীমাধুর্য্য লীলা স্মৃতিরে বিভোর
আসন্তি গোপীঙ্ক বাসে ।।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য আসি নীলাচলে
গুণ্ডিচা মার্জন কলে ।

সার্বভৌম পাত্র পড়িছান্তু ডাকি
এহি সেবা মাগি নেলে ।

নূআশত ঘট শত সংমার্জ্জনী
দেলে প্রভু ভক্ত হস্তে ।

মার্জনকু যিবে অতি হর্ষ ভরে
আসিলে ভক্ত সমস্তে ॥

চন্দন লেপিণ ভক্তঙ্ক শ্রীঅঙ্গে
চালিলে গুণ্ডিচা ঘরে ।

কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহি করন্তি মার্জন
ঝাড়ু ধরিণ শ্রীকরে ॥

তৃণ ধূলি গোড়ি খপরা গোটাই
পূরাইণ বহির্বাসে ।

সর্বে জমা কলে বাহারে নেইণ
প্রভু জমা কলা পাশে ॥

সভিঙ্ক অপেক্ষা প্রভুঙ্কর জমা
হোই গলা অতি বেশী ।

আজ্ঞা দেলে প্রভু যার কমিগলা
পিঠা পণা দেবে আসি ।।

শ্রীজগমোহন ভোগ মন্দিরাদি
ধুআইলে প্রভু নিজে।
কলেক নির্মল ধোইলে সকল
পাকশালে হোই বিজে ॥

গৌড়ীয় ভকত সরল একান্ত
প্রভুপদ ধোই দেলে।
পিইলে সে জল দেখি প্রভু ক্রোধে
স্বরূপঙ্কু ডকাইলে ॥

কহিলে শ্রীগৌর শ্রীমন্দিরে মোর
গৌড়ীয়া ধোইলা পাদ।
মন্দির মধ্যরে পাদ প্রক্ষালন
কেড়ে বড় অপরাধ ॥

স্বরূপ গোসাইঁ তার গলা ধরি
পুরী বাহারকু নেলে।
গৌড়ীয়া সেবারে অন্তরে সন্তোষ
সাধকঙ্কু শিক্ষা দেলে ॥

গুণ্ডিচা মন্দিরু নৃসিংহ মন্দিরে
ভক্ত সহ প্রভু গলে।
করিণ মার্জন মন্দির ধোইণ
ইন্দ্রদ্যুম্নে স্নান কলে ॥

ভক্তগণ সঙ্গে মহা সংকীর্ত্তনে
আসিলে যে উপবন।

পার্ষদ গণঙ্ক নেই মহাপ্রভু
কলে পুলিন ভোজন ॥
বাণীনাথ দেলে শ্রীমহাপ্রসাদ
সর্বে বসিলে উদ্যানে ।
ভোজনান্তে ভক্তে বিশ্রাম করিলে
ভূষিত মাল্য চন্দনে ॥
গুণ্ডিচা মার্জন লীলার মাধুরী
"ধুআ পখলা" যা' নাম ।
এবে সেহি লীলা হুঅই শ্রীক্ষেত্রে
ভকতে আসন্তি ধাম ॥
এ লীলা রহস্য শ্রীল প্রভুপাদ
লেখিছন্তি অনুভাষ্যে ।
হৃদয় গুণ্ডিচা শোধন কর হে
চিত্ত রহু প্রভু দাস্যে ॥
হৃদয় মন্দিরে গোড়ি তৃণ ধূলি
নানা অপরাধ সম ।
অন্য অভিলাষ নির্বিশেষ জ্ঞান
অন্তর দহই মম ॥
এ সবু অনর্থ ছাড়হে সতত
শিক্ষা দেলে গৌরহরি ।
তেবে বিজে হেবে প্রভু জগন্নাথ
হৃদয়কু ধন্য করি ॥

—:o:—

(୪୬)

ଆଷାଢ଼ୀ ଗୌର ଦ୍ୱିତୀୟା—

ଶ୍ରୀରଥଯାତ୍ରା

ଆଷାଢ଼ ମାସର ଶୁକ୍ଳ ଦ୍ୱିତୀୟା ।
ଶ୍ରୀବିରିଞ୍ଚି ଶଙ୍କର ବନ୍ଦନୀୟା ॥
ପତିତପାବନ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ ।
ଯାହାର ମହିମା ଭୁବନେ ଖ୍ୟାତ ॥
ଶ୍ରୀପଞ୍ଚମୀ ଠାରୁ କାଠ ଆସିଲା ।
ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଶୁଭ ଲାଗିଲା ॥
ରଥଚକ୍ର ଅର ହଂସର ପଟା ।
କଣି ଜାଲି ଭୂମି ଚାଷୀର ପଟା ॥
ସିଂହାସନ ପୀଢ଼ ଦଧି ନଉତି ।
ଦଣ୍ଡ ଚକ୍ରପାଦ ଚକ୍ର ଦାଣ୍ଡିତି ॥
କପି କେତନଟି ସାରଥି ପୀଢ଼ା ।
ବସନ୍ତ କଳସ ଦୁଆର ଘୋଡ଼ା ॥
ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥେ ଗରୁଡ଼ ଧ୍ୱଜ ।
ଜଗନ୍ନାଥ ତହିଁ ହେବେ ବିରାଜ ॥
ତାଳଧ୍ୱଜ ରଥେ ଶ୍ରୀବଳରାମ ।
ସୁଦର୍ଶନ ସହ ବସି ଆରାମ ॥
ପଦ୍ମଧ୍ୱଜ ରଥ ଦେବ ଦଳନ !
ସୁଭଦ୍ରା ଏ ରଥେ କଲେ ଗମନ ॥

পীত নীল কৃষ্ণ বর্ণ বসনে ।
যথাক্রমে রথে হুএ মণ্ডনে ।।
শ্রীনৃসিংহ শেষ বন দুরুগা ।
রক্ষক অটন্তি হোই অনুগা ॥
মাতলি সুদ্যুম্ন আউ অর্জুন ।
সারথি অটন্তি রথরে পুনঃ ।।
বরাহ গণেশ বিমলা আদি ।
রথরে বিরাজে পার্শ্ব দেবাদি ॥
হেলাক যতনে রথ তিআরি ।
সিংহ দুআরকু আসে বাহারি ।।
প্রতিপদ সঞ্জ বেলকু লাগে ।
দেখন্তি সকলে অতি সরাগে ॥
ধাড়ি পহণ্ডিরে হেলে বিজয় ।
এ দ্বিতীয়া তিথি আনন্দময় ॥
সুদর্শন বিজে হোইলে আগ ।
বিজে বলদেব শ্রীমহাভাগ ।।
জগন্নাথ শেষে পহণ্ডি বিজে ।
কেবা উঠাইবে ন গলে নিজে ॥
রথরে বসিলে তিনি ঠাকুর ।
জয় জয় নাদ হেলা প্রচুর ॥
দইতা সহিত কলা বেড়িআ ।
রথ টাণিবাকু হোইলে ঠিআ ।।

পূর্ব্ব পরম্পরা রখি সম্মান ।
ছেরা পহঁরাকু পুরী রাজন ॥
রথ চারিপটে ধরি মার্জ্জনী ।
নির্মল করিলে রথ বেষ্টনী ॥
রথ টণা হেবা হেলা যোগাড় ।
আদেশ হোইলা চারকু কাড় ॥
নানা উপচারে হেলা অর্চ্চন ।
ভকত আনন্দে কলে কীর্ত্তন ॥
বলদেব রথ হোইলা টণা ।
কেতে যে টাণন্তি ন হুএ গণা ॥
তালে তালে ঘণ্ট উঠিলা বাজি ।
চালিলা রথ যে মহা গরজি ॥
সুভদ্রা চালিলে ভাইঙ্ক পরে ।
জগন্নাথ রথ যাএ শেষরে ॥
বলগণ্ডি ঠারে ভোগ হুঅই ।
নানা ফল পণা ভক্তে দিঅই ॥
রথ টণা যাই চালিলে থরে ।
সঞ্জকু লাগিলা গুণ্ডিচা ঘরে ॥
কিবা আকর্ষণ রথ যাতর ।
শত শত লোক নানা দেশর ॥
জয় জগন্নাথ বোলি ডাকন্তি ।
রথ আগে পছে কেতে চালন্তি ॥

রথযাত্রা লীলা গভীর তত্ত্ব ।
শ্রীগৌর জাণন্তি তার মহত্ত্ব ।।
বড় দেউল যে কুরুক্ষেতর ।
শ্রীবৃন্দাবন যে গুণ্ডিচা ঘর ।।
শ্রীমদ্ ভাগবত দশম স্কন্ধ ।
বয়াশী অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র ।।
সীমন্ত পঞ্চকে শ্রীকুরুক্ষেত্রে ।
যজ্ঞ ছলে গোপী দেখিবে নেত্রে ।।
সেদিন হোইছি সূর্য্য পরাগ ।
দরশন পাই' গোপী সরাগ ।।
ঐশ্বর্য্যে রথরে বিজে মোহন ।
গোপীএ ব্রজকু নেবাকু মন ।।
কুরুক্ষেত্রু ব্রজে নেলে সে টাণি ।
শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রঙ্ক মনকু জাণি ।।
এহি লীলামৃত গৌর বিতরে ।
রথযাত্রা তত্ত্ব ভক্ত হৃদরে ।।
ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্য সুন্দরাচল ।
কিবা মনোহর উদ্যান স্থল ।।
পুরী রথযাত্রা হেলা যে দিন ।
গৌর ভাবাবেশে হেলে মগন ।।

গউর বিভোরে দিএ শ্রীমাল্য চন্দন যে
শ্রীঅদ্বৈত নিত্যানন্দে আজি ।

শ্রীস্বরূপ হরিদাস শ্রীবাস গোবিন্দ যে
নাচে নিজ মণ্ডলীরে সাজি ॥

চারি সম্প্রদায়ে মূল গায়ক নর্ত্তক রে
পালিআ ত' পাঞ্চ পাঞ্চ করি।

বক্রেশ্বর গঙ্গাদাস গোপীনাথ শ্রীমানরে
নাচে খোল করতাল ধরি ॥

বল্লভ গোবিন্দ দত্ত সন্ন্যাসী ভারতী যে
বাসুদেব শ্রীগোবিন্দানন্দ।

শ্রীরাম গোবিন্দ বিষ্ণু শ্রীকান্ত বল্লভ যে
মুকুন্দ মুরারি শুভানন্দ ॥

শ্রীমাধব বাসু ঘোষ দুই সহোদর রে
শ্রীগোবিন্দ গায়ক পালিআ।

শান্তিপুরে শ্রীঅচ্যুত শ্রীখণ্ডে শ্রীরঘু যে
নরহরি হেলে কীর্ত্তনিআ ॥

সাত সম্প্রদায়ে গৌর গাএ সাত মূর্ত্তিরে
জয় জগন্নাথ ভুজ তোলি।

ভক্তি কুমুদর আশা যাউ এ জীবন রে
বড় দাণ্ডে ধূলি দেহে বোলি ॥

রাধাভাবে গৌর কৃষ্ণে কলে নিবেদন।
বৃন্দাবনে উদয় কর শ্রীরঙ্গা চরণ ॥
ভাগবতে অছি যেতে রাধিকা বচন।
গউর কীর্ত্তন ছলে করিলে বর্ণন ॥

রথ পথে রহি গৌর বিড়ে কৃষ্ণ মন ।
যদি প্রভু ইচ্ছা নাহিঁ করিবে গমন ॥
গৌর পছে থিলে রথ ন যাএ আগকু ।
গৌর আগে গলে রথ চালই অধিকু ॥
গৌর জগন্নাথ ছুঁহে এ লীলা করন্তি ।
রাধা শ্যাম লীলা বোলি ভকতে জাণন্তি ॥
তিনি রথ যাই রহে গুণ্ডিচা ছুআরে ।
রথযাত্রা সমাপন হুএ সে রাত্ররে ॥
তাপরে পহণ্ডি বিজে গুণ্ডিচা মন্দিরে ।
সাত দিন মহাপ্রভু রহন্তি সেঠারে ॥
জয় জয় রথযাত্রা পরম মঙ্গল ।
দেখি রথযাত্রা হুএ জীবন সফল ॥

—✿—

(৪৭)

আষাঢ়ী গৌর দ্বিতীয়া -

শ্রীস্বরূপ দামোদর গোস্বামীঙ্ক তিরোভাব

স্বরূপ দামোদর মোর স্বরূপ দামোদর ।
গৌরসুন্দরঙ্ক সিএ নিত্য পরিকর ॥
শ্রীপুরুষোত্তমাচার্য্য নবদ্বীপবাসী ।
শ্রীগৌর সন্ন্যাস দেখি হোইলে সন্ন্যাসী ॥
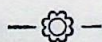
কাশী চৈতন্যনন্দ ঠুঁ সিএ বেশ নেলে।
কাশীরু তাঙ্ক আদেশে শ্রীক্ষেত্রে আসিলে ॥
পুনঃ ভেট হেলা ক্ষেত্রে মহাপ্রভু সনে।
প্রেমে পুলকিত হেলে প্রভু আলিঙ্গনে ॥
স্বরূপ কহে ভুলি মুহিঁ গলি অন্য স্থানে।
আকর্ষিণ ভেটাইল নিজজন জ্ঞানে ॥
শ্রীগৌরলীলা কড়চা স্বরূপ গ্রন্থন।
প্রভুঙ্কর লীলাসূত্র স্বরূপ রচন ॥
শ্রীরূপ লিখিত শ্লোক করিলে দর্শন।
সার্বভৌম গৃহে প্রভু সহিত মিলন ॥
মহাপ্রভু সহ কলে গূঢ় রসাস্বাদ।
চৈতন্যলীলা ভণ্ডার বিতরি আনন্দ ॥
গুণ্ডিচা মার্জনে প্রভু পদ যে ধোইলে।
স্বরূপে কহিণ প্রভু শাসি শিক্ষা দেলে ॥
রথযাত্রা কালে প্রভু হৃদয় বুঝিণ।
শ্লোক ছলে রাধাভাব কলেক বর্ণন ॥
পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি ভগবানাচার্য্যে।
যা'ঙ্ক সখ্যভাব দেখি ভকতে আশ্চর্য্যে ॥
শ্রীগোপালে অভিমত যে কলে প্রকাশে।
আশ্বাসিণ বুঝাইলে ছোট হরিদাসে ॥
ছোট হরিদাস অন্তে তা' গতি কহিলে।
ঢঙ্গ বিপ্র নাটকর খণ্ডন করিলে ॥

প্রভু রঘুনাথে নেই স্বরূপে অর্পিলে ।
স্বরূপর রঘু বোলি সকলে কহিলে ।।
পরিমুণ্ডা কীরিতন গৌরে শুণাইলে ।
শ্রীহরিদাস ঠাকুর নির্যাণে নাচিলে ।।
রঘুনাথ ভট্ট সহ স্বরূপ মিলন ।
প্রভু রঘুনাথ ভাব স্বরূপে জ্ঞাপন ।।
গীত গোবিন্দ গাই যে গৌরে শুণাইলে ।
চটক পর্বত দিগে প্রভু সহ গলে ।।
প্রেমোন্মত্ত শ্রীগৌরঙ্কু কোলরে ধরিলে ।
সিংহদ্বারে গাভী মধ্যে প্রভুঙ্কু দেখিলে ।।
সিন্ধুতীরে জালিআর জালে প্রভু দেখি ।
উচ্চ সংকীর্ত্তন কলে প্রভু অঙ্গ লখি ।।
গম্ভীরারে প্রভু সহ যাহাঙ্ক বিলাস ।
শ্রীঅদ্বৈত তরজার্থ যে কলে প্রকাশ ।।
শ্রীস্বরূপ দামোদর ললিতা সাক্ষাত ।
দ্বিতীয় মহাপ্রভু বোলি যে হোইলে খ্যাত ।।
কৃষ্ণ রসতত্ত্ব বেত্তা মহাপ্রেমময় ।
(আজি) তাঙ্ক অপ্রকট তিথি সর্বে দিঅ জয় ।।

—✿—

(৪৮)

আষাঢ়ী গৌর পঞ্চমী—

শ্রীল বক্রেশ্বর পণ্ডিতঙ্ক তিরোভাব

ত্রিবেণী নিকটে অছি গুপ্তিপড়া গ্রাম।
বক্রেশ্বর পণ্ডিতঙ্ক এই জন্ম ধাম ॥
মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য সহ নৃত্যরত।
নবদ্বীপ রামকেলি কীর্ত্তনে বিখ্যাত ॥
শ্রীবাস চরণে যেবে দেবানন্দ শিষ্যে।
কলে অপরাধ গুরু দেখিণ ন শাসে ॥
তেণু গৌর দেবানন্দে নিন্দি উপেক্ষিলে।
বক্রেশ্বর প্রসাদরে সে যে উদ্ধরিলে ॥
বক্রেশ্বর সংকীর্ত্তনে হেলেক সহায়।
তেণু দেবানন্দে কৃপা কলে অতিশয় ॥
তেবে গৌর কৃপা কলে দেখি দেবানন্দে।
বক্রেশ্বর গুণ ভক্তে কহন্তি আনন্দে ॥
বক্রেশ্বর পণ্ডিত যে কৃষ্ণ পূর্ণ শক্তি।
কৃষ্ণ কৃপাপাত্র সিএ তাঙ্কু কলে ভক্তি ॥
বক্রেশ্বর হৃদয়রে কৃষ্ণঙ্কর ঘর।
শ্রীকৃষ্ণ নাচন্তি যেবে নাচে বক্রেশ্বর ॥
যেউঁ স্থানে বক্রেশ্বর নৃত্য প্রেমময়।
সেহি স্থান সর্বতীর্থ শ্রীবৈকুণ্ঠময় ॥

বক্রেশ্বর ভেটি গৌর পারিষদগণ ।
গম্ভীরারে রহি গৌরে করন্তি সেবন ॥
শ্রীবক্রেশ্বর পণ্ডিত গৌরপ্রিয় ভৃত্য ।
চবিশ প্রহর যেবা করুথান্তি নৃত্য ॥
মহাপ্রভু নাচন্তি যে তাঙ্ক নৃত্যকালে ।
দশ সহস্র গন্ধর্ব গাআন্ত সে ভালে ॥
তুঙ্গবিদ্যা অবতার বক্রেশ্বর জাণ।
হেরা পঞ্চমী তিথিরে সে মহাপ্রয়াণ ।।
জয় জয় বক্রেশ্বর অতি দয়াময় ।
তব কৃপা দৃষ্টিপাতে অপরাধ ক্ষয় ॥

—:*:—

(৪৯)

হেরা পঞ্চমী ও বাহুড়া

জগন্নাথ শ্রীবদন ন দেখি শ্রীলক্ষ্মী মন
হেলা অতিশয় ব্যাকুলিত ।
গুণ্ডিচা মন্দিরে যাই যেণু দ্বার বন্দ থাই
হেলে প্রভু প্রতি ক্রোধান্বিত ॥
মহাপ্রভু গুণ্ডিচারে রহি মন্দিরে ন ফেরে
দইতা পতিএ নেলে রথে ।
তিনি দিন বিতি গলা শ্রীমন্দির শূন্য হেলা
লক্ষ্মী চাহেঁ ফেরিবার পথে ।।

বর্ণে কবি কর্ণপূর শ্রীহেরা মহোৎসবর
লক্ষ্মী অষ্টৈশ্বর্য্যে বিজে হেলে।
হেরা গোহিরীর বাটে ভাঙ্গিলে সে রথ কাঠে
বড় দেউলকু ফেরি গলে॥
লক্ষ্মীগণ বান্ধিলেক জগন্নাথঙ্ক সেবক
নেই দণ্ড দেলে লক্ষ্মী পাশ।
তেণু কহন্তি সেবক কালি ফেরাই দেবাক
আম দোষ ন ধরন্তু লেশ॥
বাহুড়া দশমী দিন প্রভু ফেরিবাকু মন
তিনিহেঁ চালিলে বসি রথে।
লক্ষ্মী নিজগণ নেই পুষ্প চন্দনাদি দেই
বন্দনা সে কলে আসি পথে॥
রহিণ সিংহ দুআরে একাদশী রজনীরে
মন্দিরকু কলেক বিজয়।
ঐশ্বর্য্য লীলা বঢ়িলা গোপীঙ্ক বিরহ হেলা
লক্ষ্মী সহ হোইলে তন্ময়॥
জয় জয় জগন্নাথ ভাই ভউণীঙ্ক সাথ
কর অপরূপ দিব্য লীলা।
কি বর্ণিবি মুহিঁ ছার তুম লীলা সুগম্ভীর
তরলাঅ মো অন্তর শিলা॥

—:*:—

(৫০)

আষাঢ়ী গৌর একাদশী—

চাতুর্মাস্য ব্রত

আষাঢ়ী শুক্লা একাদশী। শ্রীহরি শ্বেতদ্বীপে বসি॥
ফণা মণিরে বিভূষিত। অনন্ত পর্য্যঙ্করে স্থিত॥
নিদ্রা গলে সে মহানন্দে। সেবন্তি লক্ষ্মী পদদ্বন্দ্বে॥
পবিত্রা রোপণ উৎসবে। মাতিলে দ্বাদশীরে সর্বে॥
স্বর্ণাদি ধাতু পঞ্চগব্য। অগুরু চন্দন সুলভ্য॥
পবিত্র অধিবাস করি। পূজিবে সেদিন শ্রীহরি॥
স্তুতি প্রণাম নাম গানে। তোষিব প্রভু ভগবানে॥
সেহি দ্বাদশী প্রভাতরে। পূজিব দেব দামোদরে॥
শয়ন একাদশী দিনে। আষাঢ়ী পূর্ণিমা বিধানে॥
কিম্বা কর্কট সঙ্করান্তি। ব্রত পালন আরম্ভন্তি॥
চাতুর্মাস্য ব্রত পালিব। চারি মাসরে সমাপিব॥
ভকতি বৃদ্ধি উপলক্ষ্যে। আরম্ভিব তা' যেউঁ পক্ষে॥
শেষ করিব সেহি দিন। চারি মাসরে হেব পূর্ণ॥
শ্রাবণে শাগ ন খাইব। ভাদ্রবে দধি তেয়াগির॥
আশ্বিনে দুগ্‌ধ ন পিইব। কার্ত্তিকে আমিষ ত্যজিব॥
বরবটী, বার্ত্তাঙ্কু, পোটল। মাদক দ্রব্যাদি তাম্বুল॥
কটু, অম্ল, তিক্ত, মধুর। লবণ, তৈল অগুর॥
এসবু করিব বর্জন। সবু লোকঙ্কু এ বিধান॥

କ୍ଷୌର ନ ହେବ ଚାରି ମାସ । ଶିଷ୍ୟ କଲମୀ ବିରି ମାଷ ॥
ଭୋଗ ବିଲାସ ପରିହରି । ବ୍ରତ ପାଳିବ ଦୃଢ଼ କରି ॥
ସାଧୁସଙ୍ଗତେ ତୀର୍ଥ ବାସ । ହରି କୀର୍ତ୍ତନ କରି ଆଶ ॥
ଶୁଣିବ ନିତ୍ୟ ଭାଗବତ । ସାଧୁ ସେବିବ ସାଧ୍ୟ ମତ ॥
ଶ୍ରାବଣ ଠାରୁ କାର୍ତ୍ତିକାନ୍ତେ । ପାଳିବ ବରତ ଏକାନ୍ତେ ॥
ଶ୍ରୀହରି ତୋଷଣ କରିବ । ଅନ୍ୟ ବାସନା ନ ଚିନ୍ତିବ ॥
ବର୍ଣ୍ଣିଲୁଁ ଚାତୁର୍ମାସ୍ୟ ବିଧି । ଗୁରୁଙ୍କ ସେବାରେ ସଂସିଦ୍ଧି ॥

—:*:—

(୫୧)

ଆଷାଢ଼ୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା—

ଶ୍ରୀଗୁରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା

ଆଷାଢ଼ୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ନାମ ଶ୍ରୀଗୁରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ।
ବ୍ୟାସପୂଜା ଦିନ ବୋଲି ଘୋଷଇ ମହିମା ॥
ଶ୍ରୀଶୁଚି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ବୋଲି ବଇଦିକ ନାମ ।
ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପରିକ୍ରମା ବୃନ୍ଦାବନ ଧାମ ॥
ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପକ୍ଷେ ବରତ ଚାତୁର୍ମାସ୍ୟାରମ୍ଭ ॥
ଶିଷ୍ୟ ହୋଇ ପୂଜି ତିଥି ଛାଡ଼ି ସବୁ ଦମ୍ଭ ॥
ଶ୍ରୀସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ହେଲେ ଜନ୍ମ ଆଜି ।
ସ୍ମରିବା ଆନନ୍ଦେ ଆମ୍ଭେ ତାଙ୍କ ଗୁଣରାଜି ॥

—:*:—

(୫୨)

ଆଷାଢ଼ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା—

ଶ୍ରୀସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କ ତିରୋଭାବ

କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଦେଶେ ଭରଦ୍ୱାଜ ଗୋତ୍ରେ
ଯଜୁର୍ବେଦୀ ବିପ୍ରବଂଶେ ।
ଚନ୍ଦ୍ରଦ୍ୱୀପ ଗ୍ରାମେ ସନାତନ ଜନ୍ମ
ଶ୍ରୀକୁମାର ଅବତଂସେ ॥

ସନାତନ, ରୂପ, ଅନୁପମ ତିନି
ଶ୍ରୀକୁମାର ଦେବ ସୁତ ।
ସନାତନ ଜନ୍ମ ଚୌଦଶହ ଦଶ
ଶକାବ୍ଦ ବରଷ ପୂତ ॥

ଶ୍ରୀବିଦ୍ୟାଭୂଷଣ ବିଦ୍ୟା ବାଚସ୍ପତି
ପରମାନନ୍ଦ ଶ୍ରୀରାମ ।
ଶିକ୍ଷାଗୁରୁ ଥିଲେ ସନାତନଙ୍କର
ବିଖ୍ୟାତ ଅଟଇ ନାମ ॥

ଯେଣୁ ହେଲା ଖ୍ୟାତି ହୋଇଲା ତାଙ୍କର
ବାଦଶାହ ସଙ୍ଗେ ଭାବ ।
ତାଙ୍କର ଅଶେଷ ଗୁଣ ଗଉରବେ
ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ହେଲା ଲାଭ ॥

ରାମକେଳି ଆସି ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ନେଇ
ବାସ କଲେ ସନାତନ ।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সনাতন সহ
হেলা সেঠারে মিলন ॥
শ্রীচৈতন্য প্রেমে বাইশি বরষে
রাজকার্য্য ছাড়ি দেলে ।
রাজবন্দী করি রখিলে তাহাঙ্কু
তহুঁ খসি চালি গলে ॥
শ্রীচৈতন্য আসি থিলে কাশীধামে
চন্দ্রশেখর আবাসে ।
জাণি সনাতন হেলে যাই উভা
তহিঁ দরবেশ বেশে ॥
দশদিন রহি সেহি কাশীধামে
সনাতনে গৌরহরি ।
দেলে যেউঁ শিক্ষা শ্রীচরিতামৃতে
মধ্য খণ্ডে অছি ভরি ॥
সনাতন পুচ্ছে মুহিঁ অবা কিএ
কিম্পা ভোগই ত্রিতাপ ।
ভুলিণ কৃষ্ণঙ্কু অনাদি বিমুখ
মায়া দিএ দুঃখ তাপ ॥
তহুঁ নীলাচলে গলে মহাপ্রভু
সনাতন ব্রজে গলে ।
গ্রন্থ বিরচন আজ্ঞা পাই সে যে
প্রভু বাণী প্রকাশিলে ॥

কিছিদিন রহি শ্রীবৃন্দাবনরে
সনাতন গলে পুরী।
দুর্গম বনস্তে চালন্তি নির্ভয়ে
গৌরহরি গুণ ঝুরি ॥
নানা জল পিই কণ্ডুরসা হেলা
ভেটিলে যাই চৈতন্য।
দেখি সনাতনে প্রভু কুণ্ঠাইলে
সনাতন হেলে ধন্য ॥
প্রভু ছুঅঁ নাহিঁ কণ্ডু দেহে মোর
কহিলে শ্রীসনাতন।
মহাপ্রভু প্রেমে করি আলিঙ্গন
কহিলে তুমে মো প্রাণ ॥
রহি কেতে দিন নীলাচল ক্ষেত্রে
বৃন্দাবনে গলে পুণি।
শ্রীরূপ সহিতে রহিলে সেঠারে
শ্রীগউর গুণ গুণি ॥
প্রতিদিন সিএ সাত কোশ বাট
গোবর্দ্ধন পরিক্রমে।
গোবর্দ্ধন শিলা দেলে কৃষ্ণচন্দ্র
ঘুঞ্চাইলে পথশ্রমে ॥
কৃষ্ণ পরিকর ব্রজবাসীগণে
কহে সাংসারিক কথা।

ভল মন্দ বুঝি সনাতন নিজে
ঘুঞ্চান্তি ভকত ব্যথা ॥
সনাতন ইষ্ট মদন গোপাল
মহাবনে বিরাজিত।
সনাতন প্রেমে নেলে মহানন্দে
রাজসেবা সুবিদিত ॥
তেয়ালিশ বর্ষ ব্রজে কলে বাস
রচিলে অনেক গ্রন্থ।
কৃষ্ণলীলাচয় অতি মধুময়
যাহা পঢ়ি মুগ্ধ সন্থ ॥
রচিলে বৃহত ভাগবতামৃত
শ্রীকৃষ্ণঙ্ক লীলা স্তব।
বৃহত বৈষ্ণব তোষণী রচিলে
করি তত্ত্ব অনুভব ॥
আষাঢ়ী পূর্ণিমা অপ্রকট তিথি
আজি হেলে প্রকটিত।
ভকতি কুমুদ ন পারই বর্ণি
অটই দূষিত চিত্ত ॥
হে বড় গোসাইঁ গৌর প্রিয়জন
শুভ দৃষ্টিপাত কর।
করই প্রার্থনা ভকতি কুমুদ
যশ গাউ নিরন্তর ॥

—:•:—

(৫৩)

শ্রাবণ কৃষ্ণ পঞ্চমী—

শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামীঙ্ক তিরোভাব

শ্রীক্ষেত্ররু মহাপ্রভু দক্ষিণে চলিলে ।
শ্রীরঙ্গনাথ পীঠরে ভকতঙ্ক মেলে ॥
মন্দিরে প্রবেশি প্রভু কলে সংকীর্ত্তন ।
সুমধুর কণ্ঠ ধ্বনি নর্ত্তন কীর্ত্তন ॥
নাচন্তি গৌরসুন্দর হোই ভাবে ভোলা ।
অগণিত ভক্তজন হেলে তহিঁ মেলা ॥
ভাবাবেশে নয়নরু বহে নীর ধার ।
মূর্চ্ছিত হুঅন্তি প্রভু তহিঁ বারম্বার ॥
ভক্ত সাথে শ্রীবেঙ্কট ভট্ট থিলে রহি ।
প্রভুঙ্ক চরণ রেণু নেলে ভক্তি বহি ॥
জাণিলে সামান্য নর নুহন্তি ব্রাহ্মণ ।
নিমন্ত্রিলে স্বীয় গৃহে হোইণ নিউন ॥
করি পাদ ধৌত গৃহে যেতে লোক থিলে ।
উদক সেবনে সর্ব দূরিত হরিলে ॥
ভট্ট ভ্রাতা ত্রিমল্ল সহ শ্রীপ্রবোধানন্দ ।
পাই প্রভু পরিচয় হোইলে আনন্দ ॥
ভট্ট গৃহ হেলা কিবা বইকুণ্ঠপুর ।
বিরাজিলে যহিঁ গৌর জগত ঠাকুর ॥

শ্রীবেঙ্কট পুত্রবর শ্রীগোপাল ভট্ট।
শিশু আসি পহঞ্চিলা প্রভুঙ্ক নিকট ॥
প্রণাম করিলা মহাপ্রভু কলে কোল।
প্রভুঙ্ক অধরামৃত পাইলে গোপাল ॥
আনন্দে দিঅন্তি বর শ্রীশচীনন্দন।
মিলিব ভকতি ধন শ্রীকৃষ্ণ চরণ ॥
চাতুর্মাস্য কালে প্রভু শ্রীরঙ্গে রহিলে।
নিমন্ত্রণে প্রত্যেক গৃহকু বিজে কলে ॥
ভকতি কৌতুকে ভট্ট বেঙ্কটঙ্ক সঙ্গে।
থট্টা হরিদাস কলে প্রভু নানা রঙ্গে ॥
শ্রীকৃষ্ণ মাধুর্য্য ব্রজলীলা পরিচয়।
শ্রীমুখে বর্ণন কলে প্রভু গৌর রায় ॥
ব্রজলীলা কালে কৃষ্ণ চতুর্ভূজ হোই।
কিপরি পরীক্ষা কলে মধ্যে সর্ব গোঈ ॥
শ্রীরাধা চিহ্নিলে একা এ মো চিত্ত চোর।
এহি নারায়ণ বিষ্ণু শ্রীনন্দ কুমর ॥
শ্রীগৌর শ্রীমুখু শুণি কৃষ্ণলীলা রস।
ভট্ট পরিবার জনে হোইলে হরষ ॥
ভকতি রস তন্ময় নাহিঁ বাহ্য জ্ঞান।
শিশু পুত্র শ্রীগোপাল হোইলে অজ্ঞান ॥
প্রভু গোপালঙ্কু প্রবোধনা দেই গলে।
বৃন্দাবনে যিব পরে তাঙ্কু আদেশিলে ॥

করুথাঅ নিরবধি শ্রীকৃষ্ণ ভজন ।
কৃপা করিবে নিশ্চয় শ্রীরাধা প্রাণধন ॥
বিদায় হোই চলিলে তীর্থ দরশনে ।
গোপাল খোজন্তি গৌর ব্যাকুলিত প্রাণে ॥
অন্তিম কাল আগমে পিতা মাতা দ্বয় ।
উপদেশ দেলে পুত্রে হোই নিঃসন্দেহ ॥
আন্ত অন্তে যিবু বৎস ধাম বৃন্দাবন ।
সেবিবু সেঠারে প্রভু গোবিন্দ চরণ ॥
করিলে তেসন পুত্র শ্রীগোপাল ভট্ট ।
পিতা মাতা দুহেঁ হেবা পরে অপ্রকট ॥
অন্তর্যামী গৌরচন্দ্র থাই নীলাচল ।
জাণিলে শ্রীবৃন্দাবন চলিলে গোপাল ॥
শ্রীরূপ শ্রীসনাতন গোপাল আগমে ।
জণাইলে পত্র লেখি শ্রীশচীনন্দনে ॥
পত্র উত্তরিলে প্রভু বহির্বাস দেই ।
ডোর কউপীন দেলে গোপালঙ্ক পাইঁ ॥
প্রভুঙ্ক করুণা জাণি কউপীন বাস ।
ধারণ করিলে ভট্ট হোইণ হরষ ॥
দ্বাদশটি শালগ্রাম সেবন্তি গোপাল ।
সঙ্গে তাঙ্ক রখিথান্তি সেহু সদাবেল ॥
একদিন আরতী নৈবেদ্য দেবাপরে ।
ঝুড়ি ঘোড়াই তাহাঙ্কু শয়ন যেদেলে ॥

নিজে ভজন কীর্ত্তন করি সমাপন।
সামান্য আহার পরে করিলে শয়ন ॥
প্রাতঃস্নান পরে যেবে ঝুড়ি সে টেকিলে।
শালগ্রাম বংশীধারী হোইবা দেখিলে ॥
একশিলা বংশীধারী ত্রিভঙ্গ ঠাণিরে।
একাদশ রহিছন্তি পূর্ব স্বরূপরে ॥
আশ্চর্য্য হোই বন্দনা করিলে গোসাইঁ।
আনন্দ তাহাঙ্ক যাহা কে পরিব কহি ॥
ভকতি-রে বন্ধা প্রভু ভকত জীবন।
শালগ্রাম রূপ ধরে শ্রীবংশীবদন ॥
এসন সংবাদ পাই শ্রীরূপ গোসাইঁ।
শ্রীল সনাতন আদি আসিলেক ধাইঁ ॥
প্রেমাশ্রু বহই বেনি নয়নরু ধার।
প্রভুঙ্ক চরণে সর্বে কলে নমস্কার।
শ্রীরাধারমণদেব নাম তাঙ্কু দেই।
ভকতি ভরে সেবিলে তাহাঙ্কু গোসাইঁ ॥
দেববন্দ্য নামে এক গ্রামে ভট্ট গলে।
বর্ষা যোগুঁ ব্রাহ্মণর গৃহরে রহিলে ॥
পরম ভকত সেহু ব্রাহ্মণ দম্পতি।
বৈষ্ণব দর্শনে মনে বঢ়ে তাঙ্ক প্রীতি ॥
সমাদরে গোসাইঙ্ক সেবা সম্পাদিলে।
অপুত্রক জাণি প্রভু তাঙ্কু কৃপা কলে ॥

আশীর্বাদ কলে হেব জনম সুপুত্র ।
কুল গোত্র উদ্ধারিব পরম পবিত্র ॥
কৃত কৃত্য ব্রাহ্মণ কহন্তি হে গোসাইঁ ।
প্রথম নন্দন দেবি তব সেবা পাইঁ ॥
দশ বর্ষ পরে নিজ কুটীর দুআরে ।
বালক গোটিএ আসি তাহাঙ্কু জুহারে ॥
জাণিলে ব্রাহ্মণ পুত্র অটই বালক ।
আদরে রখিলে তাঙ্কু কহি মিষ্ট বাক্য ॥
নাম তাঙ্ক গোপীনাথ হোই সেবাকারী ।
ব্রহ্মচারী আজীবন বিতে সেবা করি ॥
কনিষ্ঠ ভ্রাতা তাহাঙ্ক দামোদর দাস ।
নাম দীক্ষা নেই তহিঁ করিলেক বাস ॥
শ্রীরাধারমণদেব সেবাকারী হেলে ।
বসতি কলে সেঠারে পরিবার তুলে ॥
শ্রীহরিভক্তি বিলাস গ্রন্থ সনাতন ।
শ্রীগোপাল ভট্ট নামে করিলে রচন ॥
ব্রজলীলা নর্ম সখী শ্রীগুণ মঞ্জরী ।
শ্রীগোপাল ভট্ট রূপে থিলে অবতরি ॥
পন্দরশ তিনি সালে শ্রীগোপাল ।
পৌষ কৃষ্ণ তৃতীয়া আবির্ভাব কাল ॥
পন্দরশ অঠস্তরী অপ্রকট সন ।
শ্রাবণ কৃষ্ণ ষষ্ঠী যে তিথি মহীয়ান ॥

জয় শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামী জয় জয় ।
শুভ দৃষ্টিপাত কর হোইণ সদয় ॥

—:※:—

(৫৪)

শ্রাবণ কৃষ্ণ অষ্টমী—

শ্রীলোকনাথ গোস্বামীঙ্ক তিরোভাব

যশোহর তাল খড়ি গ্রামে পদ্মনাভ ।
পত্নী সীতা সহ কলে মহানন্দ লাভ ॥
তাঙ্ক পুত্ররূপে জন্মি প্রভু লোকনাথ ।
বাল্যকালু রহিলে সে ভক্তগণ সাথ ।।
নবদ্বীপ ধামে রহি গলে বৃন্দাবন ।
কেহি কহন্তি পাইলে গৌর দরশন ॥
শ্রীভূগর্ভ সনাতন সহিত মিলন ।
লোকনাথ কলে তাঙ্কু অনেক যতন ॥
ব্রজে কৃষ্ণলীলাস্থলী করন্তি ভ্রমণ ।
উমরাও গ্রামে রাধাবিনোদ লভিণ ॥
রাধাবিনোদে রখিলে এক ঝুলি মধ্যে ।
সেবা কলে আনন্দরে তহিঁ যথা সাধ্যে ॥
লোকনাথ মলমূত্রে অপ্রাকৃত বুদ্ধি ।
করিণ শ্রীনরোত্তম কলে চিত্ত শুদ্ধি ॥

লোকনাথঙ্কর শিষ্য মাত্র নরোত্তম ॥
প্রেমভক্তি চন্দ্রিকা যা' গীতি অনুপম ॥
জয় জয় লোকনাথ লোকঙ্ক জীবন ।
তব যশ ঘোষু থাউ নিত্য ত্রিভুবন ॥
কৃষ্ণ অষ্টমী দিবস শ্রাবণ মাসরে ।
খদির বনে প্রবেশ সে নিত্য লীলারে ॥
হা হা প্রভু লোকনাথ রখ পদদ্বন্দ্বে ।
কৃপা কটাক্ষে অনাথ অধমে আনন্দে ॥

—:০:—

(৫৫)

শ্রীশ্রীগৌর তৃতীয়া—

শ্রীরঘুনন্দন ঠাকুরঙ্ক তিরোভাব

শ্রীরঘুনন্দন কথা পরম পবিত্র ।
ভকত ভাব-সমুদ্র করে উদ্‌বেলিত ।।
মুকুন্দ মাধব আউ নরহরি দাস ।
তিনি ভাই করুথিলে শ্রীখণ্ডরে বাস ॥
ঠাকুর শ্রীমুকুন্দ দাসঙ্ক প্রিয় পুত্র ।
রঘুনন্দন ঠাকুর নামে সেহু খ্যাত ॥
শ্রীমুকুন্দ সেতেবেলে রাজবৈদ্য থিলে ।
অসুস্থ হোইণ রাজা তাহাঙ্কু ডাকিলে ॥

বাদসাহ সঙ্গে বসি চিকিৎসা প্রসঙ্গ।
পচারন্তি কবিরাজ হোই অন্তরঙ্গ ॥
ময়ূর পুচ্ছর পঙ্খা হাতে ধরি কেহি ॥
করিলা মৃদু ব্যজন পশ্চাতরে রহি ॥
ময়ূর পঙ্খা দেখিলে শ্রীখণ্ড চূলিআ।
মনে পড়ি গলে তাঙ্ক কদম্ব মূলিআ॥
ঢলি পড়িলে সে তলে শ্রীকৃষ্ণ আবেশে।
জ্ঞানবান বাদশাহ জাণিলে বিশেষে॥
শ্রীমুকুন্দ সরকার মহা প্রেমময়।
সেবন্তি শ্রীগোপীনাথ আনন্দ হৃদয় ॥
দিনে শ্রীমুকুন্দ গলে কার্য্যান্তরে।
রঘুনন্দনে নিয়োজি বিগ্রহ সেবারে ।।
সরল মতি বালক ভকতি পাগল।
লড়ু ধরি খাঅ বোলি ডাকই গোপাল ।।
খাইলে ঠাকুর সেহি লড়ু নইবেদ্য।
খুআই রঘুনন্দন হোইলে আনন্দ ॥
পচারিলে পিতা পুত্রে অবশেষ কাহিঁ।
পুত্র কহে প্রভু আজি সবু দেলে খাই ।।
দেখিবাকু বালকর এসন ভকতি।
অন্তরালে রহি পিতা দেলে তহিঁ দৃষ্টি ।।
খাঅ খাঅ হে গোপাল বালক আদেশে।
গোপাল খাআন্তি লড়ু অতি প্রেমবশে ।।

শ্রীহস্তে লড়ু টি ধরি প্রভু খাইবারে।
শ্রীমুকুন্দ দাস আসি দেখন্তি দুআরে ॥
শ্রীহস্তে রহিলা লড়ু হোই অধাখিআ।
শ্রীমুকুন্দ প্রেমে কান্দে মুহিঁ অভাগিআ ॥
ভকতি নিষ্ঠ বালক শ্রীরঘুনন্দন।
শ্রীগৌর আদেশে কলে বিগ্রহ পূজন ॥
সংকীর্ত্তন প্রেমী রঘুনন্দন ঠাকুর।
নাম গানে তুষ্ট কলে শ্রীগৌরসুন্দর ॥
নর্ত্তন গায়ন পটু মত্ত কৃষ্ণপ্রেমে।
সংকীর্ত্তন করি সেহু নানা স্থানে ভ্রমে ॥
শ্রীঅভিরাম গোপাল ঠাকুর সঙ্গরে।
শ্রীরঘুনন্দন থরে নৃত্য আরম্ভিলে ॥
উদ্দণ্ড নর্ত্তনকালে পাদর নূপুর।
ছিড়িণ পড়িলা যাই পুষ্করিণী নীর ॥
নূপুর কুণ্ড নামিত পুষ্করিণী হেলা।
আঁকাই হাটে নূপুর স্মৃতি বিরাজিলা ॥
ব্রজলীলা কালে সেহু কন্দর্প মঞ্জরী।
রূপে থিলে শ্রীরাধাঙ্ক প্রিয় সহচরী ॥
শ্রীরঘুনন্দন পুত্র ঠাকুর কানাই।
শ্রীখণ্ডে বংশ তাঙ্কর এবেছন্তি রহি ॥

—:*:—

(৫৬)

শ্রাবণ গৌর চতুর্থী—

শ্রীবংশীদাস বাবাজীঙ্ক তিরোভাব

কিশোরগঞ্জর মজিদপুররে
পূর্ববঙ্গে জন্মস্থান।
যে অঠর শহ অণষঠি সালে
আবির্ভাব সুমহান॥
কুল গুরু ঠারু মন্ত্র নেই সিএ
নবদ্বীপে কলে বাস।
বংশীদাস নামে হেলে সে বিদিত
রহিলে সে গঙ্গা পাশ॥
ভাব মার্গে সেবি শ্রীগৌর নিতাই
রহন্তি আবিষ্ট হোই।
গোপাল মূরতি সেবারে মগন
জাগ্রতরে অবা শোই॥
বৃন্দাবন গয়া অযোধ্যা মথুরা
কাশী হোই নবদ্বীপে।
কলে কেতে লীলা প্রতিটি তীর্থরে
ভকতগণ সমীপে॥
শ্রীক্ষেত্রে আসিণ রথ দরশন
বড় দাণ্ডে বাস কলে।

সমুদ্রে গোপালে স্নান করাইণ
মহাপ্রেমরে মজিলে ॥
কটকে আসিলে জীবে ধন্য কলে
ব্রজলীলারে মগন ।
মহানদী তীরে চউদুআররে
অনন্ত সর্প দর্শন ॥
বৈতরণী তীরে দেবী মানে আসি
প্রণাম করিণ গলে ।
এ অদ্ভুত লীলা দেখি ভক্তগণ
জাণি মধ্য ন জাণিলে ॥
সতত পথরে বৃক্ষতলে বাস
কৃষ্ণ সহ আলাপন ।
ভকত বৎসল পরাণ বল্লভ
হরি বোলিণ আহ্বান ॥
পুণি গয়াধামে বৃন্দাবনে যাই
ভাবাবেশে কহে কেতে ।
গৌর কৃষ্ণে সিএ কহন্তি সতত
মমতার কথা যেতে ॥
আহার নিদ্রার ন থাএ প্রচেষ্টা
দেহ স্মৃতি তিলে নাহিঁ ।
দিবা কি রজনী ন জাণন্তি সিএ
গোপাল বদন চাহিঁ ॥

তাঙ্ক উপদেশ অতীব নিগূঢ়
মহাভাগবত জাণে।
ভজন আনন্দে কহন্তি যা' কিছি
ভকত বুঝই প্রাণে॥

পূর্ব লীলাস্থলী মজিদপুরকু
শ্রীবংশী ফেরি আসিলে।
দীক্ষাগুরু পাট জামালপুররে
অপ্রকট প্রকাশিলে॥

শ্রাবণ শুকল চতুর্থী দিবসে
রঘুনন্দন তিথিরে।
হা গৌরগোপাল রাধানাথ কহি
প্রবেশিলে সমাধিরে॥

পঞ্চাশী বরষ থিলে ধরাধামে
উণেইশ চউরালিশে।
নিত্যলীলা ধামে বংশী গলে চলি
শ্রীহরিঙ্ক নিরিদেশে॥

দেলে যেতে শিক্ষা অনুভবী জাণে
সরস্বতী পুরীগণ।
ভকতি কুমুদ কেতে কাল কলা
তাঙ্ক সঙ্গে বিচরণ॥

সেহি দিব্য স্মৃতি পড়ু অছি মনে
আজি বিরহ বাসরে।

অতি মন্দ মতি জাণি আহে প্রভু
ন ঠেল এহি দাসরে ॥

—✿—
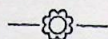
(৫৭)

শ্রাবণ গৌর দ্বাদশী

শ্রীরূপ গোস্বামীঙ্ক তিরোভাব

শ্রীরূপঙ্ক পিতৃদেব শ্রীকুমার দেব ।
ফতেয়াবাদে রহিলে ছাড়ি বাস পূর্ব ॥
গৌড় রাজধানী পাখ মাতুল ভবন ।
তহিঁ রহি কলে যোগ্য বিদ্যা অধ্যয়ন ॥
বৈষ্ণব সমাজে মিলে আবির্ভাব বেল ।
চউদশ অঠানবে খ্রীষ্ট অব্দ কাল ॥
পচস্তরী বর্ষ যাএ প্রকট রহিলে ।
তেপন বরষ কাল ব্রজে বাস কলে ॥
ঘরে রহিলে মাত্র সে বাইশি বরষ ।
পন্দরশ চউষঠি অব্দে লীলা শেষ ॥
বুদ্ধিরে বৃহস্পতি যে শ্রীরূপ গোসাইঁ ।
শ্রীসনাতন অটন্তি রূপ বড় ভাই ॥
সবা সান ভাই নাম অটই বল্লভ ।
তাঙ্করি পুত্র অটন্তি শ্রীগোস্বামী জীব ॥

ଗୌଡ଼େଶ୍ୱର ହୁସେନଙ୍କ ଦୁହେଁ ଦୁଇ ହାତ ।
ହେଲେ ରୂପ ସନାତନ ମନ୍ତ୍ରୀରୂପେ ଖ୍ୟାତ ॥
ସନାତନ ନାମ ହେଲା ସାକର ମଲ୍ଲିକ ।
ଦବିର ଖାସ ନାମଟି ରୂପ ଧରିଲେକ ॥
ଶ୍ରୀଚୈତନ୍ୟ ଯେବେ ଗଲେ ରାମକେଲି ପଥେ ।
ସେଠାରେ ଭେଟିଲେ ରୂପ ସନାତନ ସାଥେ ॥
ଶ୍ରୀଚୈତନ୍ୟ ଏ ଦୁହିଁଙ୍କୁ କଲେ ଆତ୍ମସାତ ।
ଇଚ୍ଛିଲେ ବୈରାଗୀ ହେବେ ସେଇ ଦୁଇ ଭ୍ରାତ ॥
ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୈଷ୍ଣବେ ଆଉ କୁଟୁମ୍ବ ଭରଣେ ।
ବାଣ୍ଟି ଦେଲେ ଯଥାଯଥ ତାଙ୍କ ଗୃହ ଧନେ ॥
ଶ୍ରୀରୂପ ଜାଣିଲେ ପ୍ରଭୁ ଯିବେ ନୀଲାଚଲ ।
ସେଠାରୁ ପ୍ରୟାଗେ ଆସି ତାଙ୍କ ସହ ମେଲ ॥
ଶ୍ରୀରୂପ ସହ ବଲ୍ଲଭ ଆସି ପ୍ରଭୁ ପାଶ ।
ଏକାନ୍ତେ କରିଲେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଚରଣେ ଆଶ ॥
ଶ୍ରୀରୂପ ଯେ ଦଶ ଦିନ ପ୍ରୟାଗେ ରହିଲେ ।
ଶ୍ରୀମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରୂପେ ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚାରିଲେ ॥
କୃଷ୍ଣତତ୍ତ୍ୱ ଭକ୍ତିତତ୍ତ୍ୱ ରସତତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରାନ୍ତ ।
ସବୁ ଶିଖାଇଲେ ପ୍ରଭୁ ଭକତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ॥
ଯେବେ ପ୍ରଭୁ ବାରାଣସୀ କଲେ ଆଗମନ ।
ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ପ୍ରେମେ କଲେ ଆଲିଙ୍ଗନ ॥
ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ ଶ୍ରୀରୂପଙ୍କୁ ଯାଅ ବୃନ୍ଦାବନ ।
ନୀଲାଚଲେ ପୁନରପି ହେବ ଦରଶନ ॥

বৃন্দাবনে নাটক যে আরম্ভ করিলে ।
পুরী সত্যভামাপুরে তাহা পূর্ণ কলে ॥
'বিদগ্ধ মাধব' আউ 'ললিত মাধব' ।
সত্যভামা আজ্ঞা পাই কলে দুই ঠাব ॥
মহাপ্রভু ভেটিবাকু গলে নীলাচলে ।
হরিদাস সহ তহিঁ রহিলে নিরোলে ॥
মহাপ্রভু নৃত্য শ্লোক রথ আগে শুণি ।
শ্লোকার্থ নেই শ্রীরূপ শ্লোক কলে পুণি ॥
মহাপ্রভু আসি সেহি শ্লোক যে দেখিলে ।
প্রেমরে শ্রীরূপে প্রভু চাপুড়া মারিলে ॥
প্রভু কহে মো হৃদয় জাণিল কিপরি ?
দৃঢ়ে আলিঙ্গন কলে শ্রীরূপঙ্কু ধরি ॥
শ্রীরূপঙ্ক নাটক সে শ্রবণ করিলে ।
ভক্তবৃন্দ সহ প্রভু বহু প্রশংসিলে ॥
দোলযাত্রা প্রভু সঙ্গে আনন্দে দেখিলে ।
শ্রীরূপঙ্কু বৃন্দাবনে যাঅ আজ্ঞা দেলে ॥
ব্রজে যাই রস শাস্ত্র কর নিরূপণ ।
গুপ্ত তীর্থ সবু ব্রজে কর প্রকটন ॥
শ্রীরূপ বিদায় হোই মথুরা আসিলে ।
ধ্রুব ঘাটরে সুবুদ্ধি রায়ঙ্কু ভেটিলে ॥
মাসে মাত্র শ্রীরূপ যে রহি বৃন্দাবনে ।
বাহারিলে শীঘ্র সনাতনঙ্ক সন্ধানে ॥

সনাতন সহ রূপ ব্রজে বাস কলে।
বৃন্দাবনে কৃষ্ণসেবা প্রকাশ করিলে ॥
গোবিন্দ প্রকট দেখি শ্রীরূপ গোসাইঁ।
মহাপ্রভুঙ্কু সংবাদ দেলেক পঠাই ॥
কাশীশ্বর হস্তে প্রভু নিজ মূর্ত্তি দেলে।
গোবিন্দ দক্ষিণে কাশী তাহা বসাইলে ॥
শ্রীরূপ গোস্বামী গ্রন্থ ষোড়শ রচিলে।
লীলাসহ সিদ্ধান্তর তত্ত্ব প্রকাশিলে ॥
রঘুনাথ সনাতন শ্রীজীব গোসাইঁ।
রূপ মহিমা লেখিলে ভক্তগণ পাইঁ ॥
শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীরূপ অপ্রকট হেলে।
রাধা দামোদরে ভক্তে সমাধি স্থাপিলে ॥
শ্রাবণ শুক্ল দ্বাদশী তিথি ধন্য করি।
নিত্য লীলারে প্রবেশ শ্রীরূপ মঞ্জরী ॥
ভকতি কুমুদ বন্দে রূপানুগ জনে।
শ্রীরূপ বিরহ স্মৃতি জাগু মোর মনে ॥

—۞—

(৫৮)

শ্রাবণ গৌর ত্রয়োদশী—
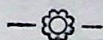
শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিতঙ্ক তিরোভাব

পিতা কংসারি মিশ্র শ্রীকমলা মাতা।
শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিত জনমিলে যথা ॥
দামোদর জগন্নাথ সূর্য্যদাস কৃষ্ণ।
নৃসিংহ সহ চৈতন্য লভি মাতা হৃষ্ট ॥
শান্তিপুর পরপারে অম্বিকা কালনা।
গৌরীদাস তহিঁ জন্মি লীলা কলে নানা ॥
গৌরীদাস পূজা কলে গৌর নিত্যানন্দ।
তহিঁ মহাপ্রভু বিজে হোইণ আনন্দ ॥
আহুলা ধরিণ প্রভু গঙ্গা হোই পার।
আসি বিজে হেলে যহিঁ গৌরীদাস ঘর ॥
সে আহুলা তহিঁ রখি কহিলে গোসাইঁ।
ভব নদী পার কর এ আহুলা নেই ॥
এবে সে আহুলা অছি তহিঁ বিদ্যমান।
ভক্তগণ দেখি তাহা করে মহামান্য ॥
গৌরীদাস বড় ভাই সূর্য্যদাস নাম।
বসুধা জাহ্নবা যাঙ্ক কন্যা গুণ ধাম ॥
নিত্যানন্দ বিভা কলে দুই কন্যা রত্ন।
সূর্য্যদাস গৌরীদাস কলে বড় যত্ন ॥

যেবে মহাপ্রভু যিবে সন্ন্যাস করিণ।
গৌরীদাস নিবেদিলে চরণ ধরিণ ॥
রুহ প্রভু মোর পাশে ন কর সন্ন্যাস।
গৌর নিত্যানন্দ মূর্ত্তি দেলে গৌরী পাশ ॥
অভিন্ন গৌর নিতাই দেখি গৌরীদাস।
নানা ভাবে ভোগ রান্ধি খুআই হরষ ॥
হৃদয় চৈতন্য থিলে গৌরীদাস শিষ্য।
গৌরীদাস কার্য্যে গলে অন্য ভক্ত পাশ ॥
দোল পূর্ণিমাকু গুরু যহুঁ ন ফেরিলে।
শ্রীহৃদয় নিমন্ত্রণ পত্র বান্টি দেলে ॥
গৌরীদাস গৃহে ফেরি হেলে অসন্তোষ।
হৃদয়ে শাসন করি কহিলে বিশেষ ॥
হৃদয় যাই রহিলে গঙ্গাতটে বসি।
এক সৌদাগর দেলে তহিঁ ধন রাশি ॥
গুরুঙ্কু পঠাই দেলে হৃদয় সে ধন।
গৌরীদাস হৃদয়ঙ্কু কলে আজ্ঞা দান ॥
গঙ্গাকূলে মহোৎসব করহে হৃদয়।
গৌর নিত্যানন্দ তহিঁ হেলেক উদয় ॥
গৌরীদাস সিংহাসনে ন দেখি শ্রীমূর্ত্তি।
গঙ্গাকূল মহোৎসবে আসিলে ঝটতি ॥
জাণিলে হৃদয় বাঞ্ছা কলে প্রভু পূর্ণ।
শ্রীহৃদয়ে কোল করি গৌরী হেলে ধন্য ॥

শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিত শ্রীসুবল সখা।
যিএ দ্বাদশ গোপাল গণ মধ্যে লেখা॥
শ্রাবণ মাসর শুক্লা ত্রয়োদশী দিন।
গৌরীদাস স্বধামকু করিলে গমন॥
জয় গৌরীদাস প্রভু প্রেমোদণ্ড ভক্তি।
কৃষ্ণপ্রেম বিতরণে ধর মহাশক্তি॥

—:*:—

(৫৯)

শ্রাবণ পূর্ণিমা—

শ্রীবলদেব জন্ম

দেবকী ছঅ পুত্র নাশ। সপ্তে অনন্ত কলে বাস॥
দেবকী হেলে যে হরিষ। জাণিলে জনমিবে ঈশ॥
নারায়ণ যে ইচ্ছা কলে। যোগমায়াঙ্কু পঠাইলে॥
প্রবেশ নন্দের ভবনে। রোহিণী ছন্তি যে গোপনে॥
কংস ভয়রে বসুদেব। নন্দ গোকুলে কলে ঠাব॥
দেবকী গর্ভু আকর্ষিণ। রোহিণী গর্ভারে স্থাপিণ॥
এপরি কর দেবী যাই। যেপরি কেহি ন জাণই॥
মুঁ যিবি দেবকী উদরে। যাঅ তু যশোদার ঘরে॥
যোগমায়াসে যোগবলে। পালে আদেশ অবহেলে॥
দেবকী গর্ভপাত হেলা। লোকমুখরে শুণা গলা॥

যথা কালরে শ্রীরোহিণী। জনম কলে পুত্র মণি ॥
শ্রীগর্গ রখিথিলে নাম। শ্রীরাম যেণু মনোরম ॥
বলরে দেখিণ প্রখর। নামটি বলরাম তা'র ।।
যদুবংশর প্রীতি পাইঁ। নাম যে সংকর্ষণ কহি ॥
যে গন্ধা শ্রাবণ পূনেইঁ। জন্মিলে কৃষ্ণ বড় ভাই ॥
সৌভাগ্য পূর্ণিমা কে কহে। রাক্ষী বন্ধন করিথাএ ।।
ঝুলন যাত্রা সমাপন। সেহি তিথিরে হেলা পুনঃ ।।
শ্রীনিত্যানন্দ বলরাম। ঘোষন্তু সর্বে তব নাম ॥
ভকতি কুমুদ যে বন্দে। রোহিণী কুমার শ্রীপদে ॥

—:•:—

(৬০)

শ্রাবণ পূর্ণিমা—

শ্রীঝুলন যাত্রা

আজি ঝুলন্তি শ্রীরাধাশ্যাম।
মহা মঞ্জুল নিকুঞ্জ ধাম ॥
নব নির্মিত রতন ডোর।
তহিঁ রাজত রঙ্গ বিভোর ॥
বামে বিরাজে সুন্দরী রাঈ।
শ্রীশ্যামসুন্দর মন মোহি ॥
দুই রূপ নিরুপম ছটা।
দূরে দামিনী জলদ ঘটা ॥

হেম মণি বিভূষণ সাজে।
অতি বিচিত্র বসন রাজে॥
গলে দোলে সুললিত হার।
নেত্র ভঙ্গী কি উপমা তার॥
মুখ চন্দ্রে সুমধুর হাস।
অনিবার ঝরে সুধারস॥
ললিতাদি সখী চারিপাশে।
রঙ্গ দেখি কি আনন্দে ভাসে॥
হসি ঝুলান্তি সে মন্দ মন্দ।
মিশি গাআন্তি গীত সুছন্দ॥
কেহি কেহি মৃদঙ্গ বজান্তি।
চারু চামর কেহি হলান্তি॥
বনে বৃক্ষলতা অছি ভরি।
নানা পুষ্পে প্রফুল্লিত করি॥
ভ্রমে ভৃঙ্গ গুণু গুণু করি।
শিখী কোকিল ত' তান ধরি॥
শ্রাবণ পূর্ণিমা পূত নিশি।
পুলকিত আজি দশ দিশি॥
ভক্তিরত্নাকরে ঘনশ্যাম।
করে দর্শন নিকুঞ্জ ধাম॥
ভক্তি কুমুদ তা' অনুসরি।
বর্ণে শ্রীগুরু চরণ ধরি॥

—:*:—

(৬১)

ভাদ্র কৃষ্ণাষ্টমী –

শ্রীকৃষ্ণ জন্মাষ্টমী

সর্বগুণ যুত কাল পরম সুন্দর।
পৃথিবী পূরি হোইলা আনন্দ অপার।
শুভবার তিথি যোগ নক্ষত্র করণ।
পুণ্য গুণ পুণ্যযোগ সর্ব সুলক্ষণ ।।
খগ ভৃঙ্গ নিনাদিত স্তবকিত বন।
সুললিত পুষ্প গন্ধ সুমন্দ পবন ॥
শান্ত হোই জলই দ্বিজঙ্ক হুতাশন।
উত্তম জনঙ্ক চিত্ত হেলা পরসন্ন ॥
আকাশ মণ্ডলে বাজে দুন্দুভি বাজন।
সুরমুনিগণ করে পুষ্প বরিষণ ॥
গন্ধর্ব কিন্নর গীত গাএ সুমধুর।
সিদ্ধ বিদ্যাধর স্তুতি করন্তি প্রচুর ॥
সুর বিদ্যাধরী নৃত্য করে সুললিত।
মন্দ মন্দ জলধর ঘন গরজিত॥
মধ্যনিশি রজনী তিমির ঘোরতর।
এহিকালে জনম লভিলে গদাধর ॥
অন্তর্য্যামী ভগবান অচিন্ত্য প্রভাব।
দেবকী উদরে আসি হেলে আবির্ভাব ॥

পূর্বরে উদিত যেহ্নে পূর্ণ শশধর ।
মন্দিরে প্রকাশ কলে মহা মহেশ্বর ॥
নবঘন শ্যামতনু রাজীব লোচন ।
আজানুলম্বিত ভুজ শ্রীবৎসলাঞ্ছন ॥
শঙ্খ চক্র গদাপদ্ম ভুজ বিরাজিত ।
কটিতটে পীতবাস কৌস্তুভ ভূষিত ॥
মহামূল্য রত্নমণি কিরীট কুণ্ডল ।
কুঞ্চিত অলকাবলী শ্রীমুখমণ্ডল ॥
উদভট অঙ্গদ কিঙ্কিণী সুকঙ্কণ ।
মৃগমদ বিলেপিত হার বিলোচন ॥
এমন্ত অদ্ভুত শিশু দেখিণ চকিত ।
বসুদেব অতিশয় হেলে চমকিত ॥
নারায়ণ পুত্র দেখি ফুল্লবিলোচন ।
পুলকিত কলেবর সঘন কম্পন ॥
কৃষ্ণ অবতার দেখি কলেক উৎসব ।
মনে অযুত গো দান কলে বসুদেব ॥
ভূমিরে পড়িণ কলে দণ্ড পরণাম ।
করযোড় করি স্তুতি কলে অবিরাম ॥
পুত্রর প্রভাব দেখি ভয় পরিহরি ।
প্রণত কন্ধর চিত্ত নিয়োজিত করি ॥
জাণিলি বিদিত তুমে সাক্ষাত ঈশ্বর ।
পরম পুরুষ তুমে প্রকৃতির পর ॥

এবেত করিব তুমে লোক পরিত্রাণ।
মোর ঘরে অবতার হেল ভগবান॥
রাজবেশে কপট অস্থুর সৈন্য ভার।
সমূলে করিব তুমে সে সবু সংহার॥
এঠারে সম্প্রতি মোর এহি নিবেদন।
মোর ঘরে তুম্ভে আসি লভিল জনম॥
কংস বধিলা অগ্রজ তুম ছঅ ভাই।
কহিবে তাহাঙ্কু এবে অনুচরে যাই॥
শুণিণ আসিব কংস খড়্গ ধরি হাতে।
মোর নিবেদন এহা কহুছি সাক্ষাতে॥
দেখিণ পুত্রর মহাপুরুষ লক্ষণ।
বিস্ময়ে দেবকী দেবী করন্তি স্তবন॥
উগ্রসেন স্থত কংস দুরন্ত নিষ্ঠুর।
তাহা পাইঁ আম্ভে সবু অছু ভয়াতুর॥
ভকত বৎসল নাম করিণ সফল।
ভৃত্যগণে পরিত্রাণ করহে মঙ্গল॥
এহিঠারে কৃষ্ণ আসি হেলে অবতার।
ন জাণু পাপিষ্ঠ কংস দুষ্ট দুরাচার॥
নারী জাতি মোর চিত্ত সহজে অথয়।
তুম্ভ পাইঁ মোতে আজি লাগুঅছি ভয়॥
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম ভুজ বিরাজিত।
এরূপ সম্বর তুম্ভে ন কর বিদিত॥

যে প্রভু প্রলয়ে ধরে বিশ্ব চরাচর।
অখিল ব্রহ্মাণ্ড যার গর্ভর ভিতর॥
সেহি প্রভু আসি মোর গর্ভে উপসন্ন।
মনুষ্য জাতির এহা বড় বিড়ম্বন॥
দেবকী বচন শুণি দেবচক্রপাণি।
কহিলে যেতেক সবু পূরুব কাহাণী॥
পৃশ্নি সুতপা অদিতি কশ্যপ প্রজাপতি।
থিল মাতা পিতা মুহিঁ তুমর সন্ততি॥
পৃশ্নিগর্ভ শ্রীবামনরূপে থিলি মুহিঁ।
এবে বাসুদেব রূপ দেখ মাতা এহি॥
নরবেশ থিলে তুম্ভে ভাবিব মনুষ্য।
সে কারণে এরূপ মুঁ দেখাএঁ বিশেষ॥
গোকুলরে নেই মোতে রখ শীঘ্র করি।
এঠারে আণিণ রখ নন্দর কুমারী॥
এহা কহি নিশবদ হোই গলে হরি।
মায়ারে হোইলে সিএ বালকটি পরি॥
তেবে বসুদেব নিজ পুত্র করি কোলে।
অলপে অলপে গলে মহাপ্রেম ভোলে॥
বন্দিশাল দুআর যে আপে গলা ফিটি।
বাসুকী আসিণ ফণা শিরে টেকিলেটি॥
তরঙ্গ কল্লোল নীর গভীর যমুনা।
পথ ছাড়ি দেলে নদী ভয়ে কম্পমানা॥

তেবে বসুদেব গলে নন্দর গোকুলে।
কৃষ্ণঙ্কু থোইলে নেই যশোদাঙ্ক কোলে॥
যশোদাঙ্ক কন্যাকু সে নেলে যতনরে।
পুনরপি সেহিভাবে গলে মধুপুরে॥
কন্যা সমর্পিলে নেই দেবকী শয়নে।
লুহার শিকুলি নেলে নিজর চরণে॥
একেত প্রসব দুঃখ অনেক যন্ত্রণা।
তহিঁ মহামায়া পুণি কলে অচেতনা॥
কিবা কন্যা পুত্র কিছি ন হেলা গোচর।
যশোদা জাগি জাণিলে জন্মিছি কুমর॥
কৃষ্ণপ্রেম তরঙ্গিণী ভাষা অনুসরি।
ভকতি কুমুদ গাএ জনম শ্রীহরি॥
আনন্দে সকলে এবে কর জয় জয়ে।
শ্রীকৃষ্ণ উদয় হেলে ভকত হৃদয়ে॥

—:※:—

(৬২)

শ্রীজন্মাষ্টমী বিধি

শ্রাবণে রোহিণী নক্ষত্রযুক্তা। অষ্টমী তিথিরে রুহ অভুক্তা॥
এহাহিঁ অটই জয়ন্তী তিথি। পবিত্র করই অখিল ক্ষিতি॥
সপ্তমী বিদ্ধা যে অষ্টমী ত্যজি। ভক্তগণ সহ থাঅ হে মজি॥

অষ্টমী রোহিণী গতে পারণ। এহা যে হরিঙ্ক তুষ্টি কারণ॥
শ্রীকৃষ্ণ চরণে নেই শরণ। সূতিকা গৃহটি কর নির্মাণ॥
নন্দ যশোদাঙ্ক মুরতি করি। ব্রহ্মা শিব আদি দেবঙ্কু বরি॥
সুগন্ধি কুসুমে করি অর্চ্চন। বাদ্য গীত সহ কর নর্ত্তন॥
বসুদেব আউ দেবকী বন্দি। প্রণাম করহে হস্তকু ছন্দি॥
কৃষ্ণলীলাচয় কর পঠন। জন্মাষ্টমী বিধি কর পালন॥

—॰❀॰—

(৬৩)

শ্রীনন্দোৎসব

পুত্র জনমিলা নন্দ হেলে আনন্দিত।
আণিলে ডাকিণ যেতে বেদজ্ঞ পণ্ডিত॥
জাতকর্ম কলে স্বস্তি করিণ বাচন।
যথাবিধি কলে দেব পিতৃ আরাধন॥
নানা দ্রব্য দেলে নন্দ বহুবিধ দান।
শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত নন্দ মহা মতিমান॥
গৃহে গৃহে পুরে পুরে অঙ্গনে অঙ্গনে।
চন্দনে লেপন কলে কুঙ্কুম সেচনে॥
বিচিত্র পল্লব ধ্বজ পতাকা তোরণ।
পূর্ণ ঘট প্রতি স্থানে রম্ভা আরোপণ॥
গাভী বৃষ বৎসগণ ধবল বরণ।
তৈল হরিদ্রারে কলে অঙ্গ বিলেপন॥

নন্দ ঘরে পুত্র হেলা শুণি গোপগণে।
অঙ্গ বিভূষিত কলে বিবিধ ভূষণে ॥
যশোদার পুত্র হেলা গোপীগণ শুণি।
নানা সাজে উভা হেলে নন্দ ঘরে পুণি ॥
আশীর্বাদ করন্তি যে গোপগোপীগণ।
চিরজীবি হেউ পুত্র করুছু কল্যাণ।।
ধান্য দূর্বা দেই শিরে কলে নির্মঞ্ছন।
তৈল সলিল হরিদ্রা করিলে সেচন ॥
কৃষ্ণঙ্ক মহিমা গোপী গাই উচ্চস্বরে।
বিবিধ বাজণা বাজে নন্দঙ্ক মন্দিরে ॥
নন্দ আউ রোহিণী দেলে নানা দান।
গোপপুরে উঠিলা যে নন্দোৎসব গান ॥
জয় নন্দোৎসব অতি পরম মঙ্গল।
ভকত সঙ্গরে ভক্তি কুমুদ বিহ্বল ॥

— ✿ —

(৬৪)

ভাদ্র গৌর পঞ্চমী —

শ্রীঅদ্বৈত গৃহিনী সীতা ঠাকুরাণীঙ্ক আবির্ভাব

নৃসিংহ ভাদুড়ি কন্যা সীতা যোগমায়া।
মহাবিষ্ণু অদ্বৈতঙ্ক অট তুমে জায়া।।

জয় জয় সীতাদেবী অদ্বৈত গৃহিণী।
শ্রীনিমাই জন্ম দিনে আশীষকারিণী॥
উপহার নেই মাতা শ্রীশচী মন্দিরে।
উভা হেলে আসি নিজে অতি আনন্দরে॥
যেবে অদ্বৈত করিলে জ্ঞানর বড়াই।
মহাপ্রভু শাসনরু দেলেক ছড়াই॥
যেবে মহাপ্রভু পণ্ডিতে কলে আলিঙ্গন।
তুমর উল্লাস তহিঁ ন যাএ কথন॥
নবদ্বীপ বিহাররে গউর নিতাই।
তব গৃহে হরিদাস সহ দিনে যাই॥
তিনিহেঁ কলে ভোজন মহা কুতূহলে।
পরিবেষণ করিল তুমেহিঁ সকলে॥
সন্ন্যাস করিণ গৌর সীতাঙ্ক হস্তরে।
কলেক ভোজন শান্তিপুররে প্রীতিরে॥
যেবে পুরীরে চৈতন্য একেশ্বরে গলে।
ইন্দ্র সেদিন অজস্র ঝড় বর্ষা কলে॥
তুমে অদ্বৈত সহিত প্রভুঙ্কু ভুঞ্জাইল।
মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হেলা বোলিণ কহিল॥
শান্তিপুরে মায়াপুরে কেতে লীলা কল।
পুত্র বিরহে শচীঙ্কু সান্ত্বনা যে দেল॥
আজি তব পূত জন্ম তিথি সুমঙ্গল।
ভকতি কুমুদ বন্দে পঞ্চমী শুকল॥

—:•:—

(৬৫)

ভাদ্র গৌর অষ্টমী—

শ্রীরাধাষ্টমী

বরজ মণ্ডলে বর্ষাণ গিরিরে
বৃষভানু রাজা বাস।
কীর্ত্তিদা সুন্দরী থিলে মহাদেঈ
হরি পদে থিলা আশ॥
রাজা রাণী যাই রাওয়াল গ্রামে
আনন্দে রহিলে তহিঁ।
শ্রীপদ্মপুরাণ ব্রহ্ম খণ্ড ধন্য
রাধা জন্ম কথা কহি॥
বৃষভানু রাজা যজ্ঞ বেদী লাগি
মাটি খোলুথিলে যহিঁ।
হেলে সে আশ্চর্য্য দেখি কন্যা রত্ন
মৃত্তিকা মধ্যরে তহিঁ॥
ভাদ্রব মাসর শুকল অষ্টমী
অনুরাধা নক্ষত্ররে।
দেলে যেণু দেখা ঘোষিলা সর্বত্র
রাধিকা নাম ক্ষিতিরে॥
সর্ববন্দনীয়া পুণ্য তিথি বরা
মহিমা অটে অতুল।

শ্রীরাধা অষ্টমী উপাস পালনে
মিলে রাধা প্রীতি ফল ॥
রাধা অষ্টোত্তর শতকোটি নাম
শ্রীরূপ পদ্যাবলীরে।
পৌর্ণমাসী ঠাকু বৃন্দা এহা পাই
গাইলে কৃষ্ণ প্রীতিরে ॥
রঘুনাথ দাস রাধা অষ্টোত্তর
নাম গাএ নিরবধি।
শ্রীপ্রবোধানন্দ বর্ণিলে যতনে
"রাধারস সুধা নিধি" ॥
শ্রীরাধে রাধে গো জয় রাধে রাধে
শ্রীগৌরকিশোর দাস।
ব্রজ বনে বনে বিরহে গাইলে
সতত হোই উদাস ॥
শ্রীভক্তিবিনোদ শ্রীদয়িত দাস
জগদ্‌গুরু প্রভুপাদ।
লেখি অনুবৃত্তি অনুভাষ্যে কলে
রাধা গুণ অনুবাদ ॥
সুবল নন্দিতা শ্রীবার্ষভানবী
কালিন্দী কূল কুঞ্জশ্রী।
চন্দ্রকান্তিচরী সদা কিশোরিকা
শ্যাম প্রচ্ছদ পটিশ্রী ॥

শ্রীকুঞ্জ মণ্ডনা বৃন্দাবনেশ্বরী
বৃন্দাবন বিহারিণী।
উত্তমা রাধিকা কীর্ত্তিদা কন্যকা
কৃষ্ণ কামাব্ধি বর্দ্ধিনী॥
জয় জয় জয় শ্রীরাধা অষ্টমী
শ্রীরাধা প্রকট তিথি।
ভকতি কুমুদ আশ্রয় সতত
গুরু গৌর প্রাণ বীথি॥

—:*:—

(৬৬)

ভাদ্র গৌর নবমী—

শ্রীপরীক্ষিত প্রায়োপবেশন সপ্তাহ আরম্ভ

শ্রীমদ্ ভাগবত জন্ম

ভক্তিসিদ্ধান্ত গন্তাঘর। সকল সার যে বেদর॥
পরমহংসঙ্ক সংহিতা। শ্রীব্যাস শ্রীমুখ কবিতা॥
নিগম কল্পতরু ফল। শ্রীকৃষ্ণ গুণ সুমঙ্গল॥
জগতে কলে প্রকটন। এহাহিঁ ভাগবত জাণ॥
নারদ কৃপা অনুভবে। ব্যাস কহিলে শুকদেবে॥
দ্বাপর যুগ পরিশেষে। গঙ্গা তীররে সম্যাপ্রাশে॥

এ আদি আলোচনা স্থলী।   দ্বিতীয়রে শুকর তলি॥
এ মহা অধিবেশনরে।   শুক পরীক্ষিত বিচারে॥
যে মজাফর নগররে।   ভোপা নামক সুগ্রামরে॥
প্রায়োপবেশন সপ্তাহ।   আম্নায় পরম্পরা প্রাহ॥
মৃগয়া গলে পরীক্ষিত।   বনরে হোইল তৃষিত॥
শমীক ঋষি ধ্যানে থিলে।   সে তাঙ্কু জল যে মাগিলে॥
ঋষিঙ্কু দেখি সে নিশ্চলে।   মৃত সর্পকু দেলে গলে॥
শৃঙ্গী যে শমীক তনয়।   এ কর্ম দেখিণ বিস্ময়॥
দুঃখে যে মর্মাহত হেলে।   ক্রোধরে অভিশাপ দেলে॥
যে দেলা পিতাঙ্কু কষণ।   সাত দিনরে তা মরণ॥
শমীক ধ্যানরু উঠিলে।   এ সবু শুণি দুঃখ কলে॥
এ দেশ রাজা পরীক্ষিত।   শৃঙ্গীর ন হেলা উচিত॥
রাজাঙ্কু অভিশাপ দেলা।   রাজাঙ্ক নিশ্চে প্রাণ গলা॥
শমীক শিষ্য এক গলে।   রাজাঙ্কু এহা জণাইলে॥
জন্মেজয়ঙ্কু রাজ্য দেলে।   অনসনরে সে রহিলে॥
এ কথা দেশে গলা ব্যাপি।   আসিলে মুনি ঋষি তপী॥
জ্ঞানী তপস্বী যোগীজন।   তহিঁ হোইল্লে উপসন্ন॥
শুক আসিলে সভাস্থলে।   হরিদেবঙ্ক কৃপা বলে॥
স্বর্গরু পুষ্পবৃষ্টি হেলা।   মঙ্গলে দুন্দুভি বাজিলা॥
পরমহংস চূড়ামণি।   শ্রীশুকদেব গুণমণি॥
দেখি রাজন প্রণমিলে।   শুক শ্রীচরণ বন্দিলে॥
বসাই নিজ সমীপরে।   কলেক প্রশ্ন ভক্তি ভরে॥

মুমূর্ষু চরম কল্যাণ। কহু বুঝাই মুনিরাণ॥
শুক কহন্তি হে রাজন। শুণ কহুছি দেই মন॥
স্মরণ মাত্রে সাধুজন। পবিত্র হুএ এ জীবন॥
দর্শন স্পর্শন মহিমা। কে কহি পারে তার সীমা॥
সকল আত্মা যে শ্রীহরি। তাঙ্করি নাম গান করি॥
যেবা কটাএ এ জনম। অভয় লভই পরম॥
জয়ন্তী দিনে ভাগবতে। শুক কহিলে পরীক্ষিতে॥
এ বাণী স্মরয়ে অন্তর। প্রার্থনা ভক্তি কুমুদর॥

—:*:—

(৬৭)

ভাদ্র গৌর দ্বাদশী—

শ্রীবামনদেবঙ্ক জন্ম

ধন্য কশ্যপ অদিতি পয়োব্রত করি।
আণিল এহি ধরাকু শ্রীবামন হরি॥
অদিতিঙ্ক গর্ভে হরি কলে অবতার।
মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হেলা সে পিতা মাতার॥
ব্রহ্মা আসি স্তুতি কলে করিণ প্রণতি।
শুভকালে জনমিলে প্রভু প্রাণপতি॥
আজানুলম্বিত চারুভুজ বিরাজিত।
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম ভুজে বিলসিত॥

শ্রবণা নক্ষত্রযুক্তে দ্বাদশী লগনে।
শুভ যোগ তিথি বার অভিজ্জিৎ ক্ষণে॥
ভাদ্র মাস শুক্ল পক্ষ মধ্যাহ্ন সে কালে।
প্রকট হোইলে হরি অদিতিঙ্ক আলে॥
দেখিণ অদিতি দেবী হেলে আনন্দিতা।
পুত্ররূপে জনমিলে ত্রিজগত পিতা॥
কশ্যপ দেখিণ পুত্রে কলে দণ্ডবত।
করযোড়ি স্তুতি ভক্তি নতি শত শত॥
পিতামাতা সমীপরে যোগমায়া বলে।
হরি নিজ রূপ ত্যজি শ্রীবামন হেলে॥
অদ্ভুত বামন মূর্ত্তি দেখি মুনিগণ।
হরষিত হোই কলে বিবিধ স্তবন॥
কশ্যপ পুত্র দেহরে যজ্ঞ সূত্র দেলে।
সূর্য্য আসিণ হরষে গায়ত্রী কহিলে॥
দণ্ড কমণ্ডলু আণি দেলে শশধর।
কৌপীন বসন দান হেলা আকাশর॥
অন্তরীক্ষ ছত্র দেলে মালা সরস্বতী।
ভিক্ষার পাত্র আণিণ দেলে ধনপতি।
এহি কালে মনে যুক্তি করিলে বামন।
বলি অশ্বমেধ যজ্ঞে করিবি গমন॥
সে নর্মদা ভৃগু কচ্ছে করিলে প্রয়াণ।
মহানন্দে বলি রাজা বন্দিলে চরণ॥

বলিঙ্কর ভক্তি নিষ্ঠা করিলে পরীক্ষা ।
আত্মনিবেদন তত্ত্ব দেলে তাঙ্কু শিক্ষা ॥
বামন জন্ম পালন বিধি অনুসারে ।
গুরুঙ্ক অনুজ্ঞা নেই সংকল্প মন্ত্রে ॥
কহিব হে শ্রীবামন হে অনন্ত হরি ।
শরণাগত বৎসল নমে পাদ ধরি ॥
ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব সহ মহোৎসব করি ।
বামন জন্ম বাসরে গাঅ হরি হরি ॥

—۞—

(৬৮)

ভাদ্র গৌর দ্বাদশী—
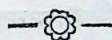
শ্রীজীব গোস্বামী পাদঙ্ক আবির্ভাব

শ্রীগৌর পরিকর রূপে অবতরি ।
শ্রীজীব গোস্বামী জীব উদ্ধারণকারী ॥
তিনি ভ্রাতা সনাতন রূপ অনুপম ।
অনুপম পুত্ররূপে শ্রীজীবঙ্ক জন্ম ॥
বাল্যকালু হরিভক্তি বিলাসে প্রয়াস ।
মহাবিদ্যা বুদ্ধিমান ভকতি প্রকাশ ॥
বালক শ্রীজীব কৃষ্ণপ্রেমে বিহ্বলিত ।
কৃষ্ণ স্মরি মুহুর্মুহুঃ হুএ মূরছিত ॥

স্বপনে দেখন্তি জীব শ্রীরাম শ্রীকৃষ্ণ ।
শ্রীনিতাই গৌররূপে করন্তি নর্ত্তন ॥
চরণ ছুআইঁ কলে জীবে আশীর্ব্বাদ ।
নিদ্রাভঙ্গে গোসাইঁ হোইলে মহানন্দ ॥
মনে চিন্তা কলে মহাপ্রভু সেবা পাইঁ ।
বৃন্দাবন ধাম যিবে প্রভুপদ ধ্যায়ি ॥
পিতাঙ্কর দেহ রক্ষা খবর পাইলে ।
গঙ্গাতটরে কুমর শোকাতুর হেলে ॥
শোক সম্বরণ নিত্যানন্দঙ্ক শরণ ।
লভিবাকু শ্রীজীবঙ্ক নদীয়া গমন ॥
অন্তর্যামী নিত্যানন্দ প্রভু তাহা জাণি ।
খড়দহ নবদ্বীপ ফেরি গলে পুণি ॥
নবদ্বীপ শোভারাজি মনোমুগ্ধকারী ।
জাহ্নবী গঙ্গাঙ্কু জীব প্রভু নমস্করি ॥
মায়াপুরে শ্রীবাসঙ্ক গৃহে আগমিণ ।
নিত্যানন্দ শ্রীচরণ করিলে বন্দন ॥
শ্রীবাস পণ্ডিত সহ নিত্যানন্দ রায় ।
শ্রীজীবে করিলে কৃপা হোইণ সদয় ॥
নানা কুশল জিজ্ঞাসা তাঙ্ক সহ কলে ।
মহানন্দে মিলি সর্বে প্রসাদ সেবিলে ॥
শ্রীজীবঙ্কু,শচীমাতা দেলে দরশন ।
করিলে গোসাইঁ মাতা চরণ বন্দন ॥

আশিষ তাহাঙ্কু সেহু করিলে সস্নেহে।
শ্রীজীব নয়নু নীর প্রেমভরে বহে ॥
নবদ্বীপে জীব প্রভু কলে অবস্থান।
ভক্তি ভরে ভ্রমি কলে শ্রীধাম দর্শন ॥
শ্রীনিত্যানন্দ আদেশে কাশীধামে গলে।
শ্রীমধুসূদন বাচস্পতিঙ্কু ভেটিলে ॥
ভাগবত সিদ্ধান্তাদি বেদান্তর শিক্ষা।
আয়ত্ত করিলে তাঙ্কু করি কৃপা ভিক্ষা ॥
কাশী ছাড়ি সেহু বৃন্দাবনে চলি গলে।
সনাতন গোস্বামীঙ্ক চরণ বন্দিলে ॥
উপদেশ পাই কলে ভাগবত শিক্ষা।
সেবিলে রাধামাধব নেই গুরু দীক্ষা ॥
অল্পকালে হোইলে সে শাস্ত্রে পারঙ্গম।
নানা গ্রন্থ প্রণয়ন সংশোধনে ক্ষম ॥
শ্রীবল্লভাচার্য্য রূপ গোস্বামীঙ্ক সঙ্গে।
কৃষ্ণ কথা আলাপন কলে নানা রঙ্গে ॥
শ্রীরূপ গোস্বামীপাদ আগ্রহী যে হোই।
ভক্তিরসামৃতসিন্ধু সংশোধন পাইঁ ॥
বল্লভ আচার্য্য হস্তে দেলে গ্রন্থ যেবে।
শ্রীরূপঙ্ক দৈন্য সেহু ন বুঝিলে লবে ॥
পশ্চাতে শ্রীজীব পঙ্খা ধরি সেহি কালে।
সেবা কলাবেলে সবু কথা শুণুথিলে ॥

ଗଙ୍ଗାଘାଟେ ଜଳ ଆଣି ଗଲାବେଳେ ସେହି ।
ବଲ୍ଲଭେ ଖଣ୍ଡନ କଲେ ଶାସ୍ତ୍ର ଯୁକ୍ତି ଦେଇ ॥
ଶ୍ରୀଜୀବଙ୍କ ଠାରେ ଦେଖି ଦିବ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞାନ ।
ଶ୍ରୀବଲ୍ଲଭାଚାର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ଅତୀବ ପ୍ରସନ୍ନ ॥
ଶ୍ରୀରୂପ ପଶ୍ଚାତେ ଜାଣି ହେଲେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ।
କହିଲେ ଅସ୍ଥିର ବୁଦ୍ଧି ନ କର ପ୍ରକଟ ॥
ଗୃହ ଯାଅ ଧାମ ଛାଡ଼ି କରିଲେ ଆଦେଶ ।
ଶ୍ରୀଜୀବ ଦୁଃଖିତ ହେଲେ ଜାଣି ନିଜ ଦୋଷ ॥
ସନାତନ ଶ୍ରୀରୂପଙ୍କୁ ବୁଝାଇଣ ଦେଲେ ।
ଶ୍ରୀଜୀବ ପ୍ରତି ଶ୍ରୀରୂପ ସନ୍ତୋଷ ହୋଇଲେ ॥
ଅପ୍ରକଟ ଅନ୍ତେ ଶ୍ରୀଲ ରୂପ ସନାତନ ।
ଗ୍ରନ୍ଥ ପ୍ରଚାରରେ ଜୀବ ବଳାଇଲେ ମନ ॥
ନରୋତ୍ତମ ଠାକୁରାଦି ଯେତେ ଶିଷ୍ୟବୃନ୍ଦ ।
ଶ୍ରୀନିବାସ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ଶ୍ରୀଲ ଶ୍ୟାମାନନ୍ଦ ॥
ଏମାନେ ଶ୍ରୀଜୀବଙ୍କର ହେଲେ ପ୍ରିୟ ଶିଷ୍ୟ ।
ଗୋସ୍ୱାମୀ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ତାହାଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ବିଶେଷ ॥
ଟୀକା ଚମ୍ପୂ ସହଷଟ୍ ସନ୍ଦର୍ଭ ରଚିଲେ ।
ଭକତି ଶାସ୍ତ୍ର ଭଣ୍ଡାର ଯତନେ ଭରିଲେ ॥
ତେରଶହ ଅଶୀ ଅବ୍ଦେ ଜନ୍ମ ତାହାଙ୍କର ।
ଭାଦ୍ର ଶୁକ୍ଳ ଦ୍ୱାଦଶୀ ଶୁଭ ତିଥିବର ॥
ପନ୍ଦରଶ ଚାଳିଶ ପୌଷ ଶୁକ୍ଳ ତୃତୀୟା ।
ଜୀବ ପ୍ରଭୁ ଅପ୍ରକଟ ତିଥି ବନ୍ଦନୀୟା ॥

শ্রীজীব গোস্বামীপাদ ভকতির ধাম ।
চরণ বন্দন করে দীন এ অধম ॥

—✿—

(৬৯)
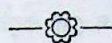
ভাদ্র গৌর চতুর্দ্দশী (অনন্ত চতুর্দ্দশী)—

শ্রীহরিদাস ঠাকুরঙ্ক তিরোভাব

শ্রীহরিদাস ঠাকুর ব্রহ্মা অবতার ।
যশোর বুঢ়ন গ্রামে জন্ম যে তাঙ্কর ॥
শ্রীগরুড় হনুমান পক্ষী পশুবেশে ।
যেসন জনম নেলে আমরি এ দেশে ॥
তেসন শ্রীহরিদাস যবন কুলরে ।
জনম লভিলে প্রভু জীব মঙ্গলরে ॥
পিলাকালু ফুলিয়ারে কলেক ভজন ।
সেঠারে অদ্বৈত সহ হেলাক মিলন ॥
যবন হোই করুছি হরিনাম গান ।
কাজী এহা শুণি তহুঁ হেলে কোপমান ॥
বাইশ গোটি বজারে বুলাই বুলাই ।
শাস্তিলে যবন হাতে বেতরে পিটাই ॥
হরিদাসে মৃত বোলি যেণু সে ভাবিলে ।
গঙ্গারে নেই তাহাঙ্কু পকাইণ দেলে ॥

ভাসি হরিদাস উভা ফুলিয়ার ঘাটে।
হরিদাস মহিমা যে রটে বাটে ঘাটে ॥
ফুলিয়ারে রহিণ সে কলেক ভজন।
তহিঁ বিষধর সর্প দেখি ভক্তগণ ॥
সে কুটীরে বসিবাকু ভয় কলে যহুঁ।
হরিদাস আদেশে সর্প চালিগলা তহুঁ ॥
যেতেবেলে হরিদাস করন্তি গমন।
বাটরে করি চালন্তি উচ্চ সংকীর্ত্তন ॥
হরিনদী গ্রামে এক দুর্জন ব্রাহ্মণ।
হরিদাসে পচারন্তি এহার কারণ ॥
হরিদাস কহিলে যে শুণ বিজ্ঞজন।
কহুছি শুণিছি যাহা শাস্ত্রর বচন ॥
পশু পক্ষী কীট আদি কহি ন পারন্তি।
শুণিলে সে হরিনাম অক্লেশে তরন্তি ॥
জপিলে সে কৃষ্ণনাম জপকারী তরে।
উচ্চ সংকীর্ত্তন পর উপকার করে ॥
অতএব উচ্চ করি সংকীর্ত্তন কলে।
শাস্ত্র কহে শতগুণ ফল তহুঁ ফলে ॥
কেহি একা নিজে খাএ ন দিএ পরকু।
যিএ পরে দেই খাএ সে শ্রেষ্ঠ এথকু ॥
এতে সবু শুণি বিপ্র নানা গালি দেলা।
অল্পদিনে কুষ্ঠ রোগ সেহি ত ভোগিলা ॥

এথু অন্তে হরিদাস বেনাপোল বাস।
তাহাঙ্ক মহিমা লোকে করিলে প্রকাশ॥
রামচন্দ্র খান নামে এক জমিদার।
হরিদাস প্রতি হিংসা হোইলা তাহার॥
ধর্ম নাশিবাকু তাঙ্ক বেশ্যা পঠাইলা।
হরিনাম শুণি বেশ্যা কৃষ্ণ দীক্ষা নেলা॥
দিনে গোপাল ব্রাহ্মণ হরিদাসে কহে।
হরিনাম কলে কহ কিবা ফল হুএ॥
হরিদাস কহিলে যে নামাভাসে মুক্তি।
শুদ্ধ হরিনাম কলে মিলে কৃষ্ণভক্তি॥
গোপালর এহি কথা মনকু ন পাএ।
কেতে তপস্যা করিলে মুক্তি মিলি থাএ॥
সেহি মুক্তি কদাপি ন মিলে নামাভাসে।
হরিদাসে সে ব্রাহ্মণ যেণু পরিহাসে॥
অল্পদিন মধ্যে তার হেলা কুষ্ঠ রোগ।
নাম মহিমা নিন্দি সে কলা দুঃখ ভোগ॥
গৌর জন্ম লীলা আদি হরিদাস দেখি।
যে আনন্দ হুএ তাহা কে পারিব লেখি॥
সন্ন্যাস করিণ গৌর শ্রীক্ষেত্রে আসিলে।
হরিদাস সহ নিত্য প্রভাতে ভেটিলে॥
সবু উৎসবরে প্রভু নেই হরিদাসে।
নাম মহিমা শুণন্তি অশেষ বিশেষে॥

তিনি লক্ষ মহামন্ত্র নিতি হরিদাস।
নির্বন্ধ করি জপন্তি নাহিঁ অন্য আশ॥
অপ্রকট দিন যেবে হোইলা আসন্ন।
হরিদাস পাশে প্রভু হেলে উপসন্ন॥
হরিদাস নিজাগ্রতে প্রভুঙ্কু বসাইলে।
নিজ নেত্র ভৃঙ্গ দুই মুখ পদ্মে দেলে॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু কহি বারম্বার।
প্রভু মুখ মাধুরী পিএ নেত্রে জলধার॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শব্দ করি উচ্চারণ।
নামর সহিত প্রাণ হেলা উৎক্রমণ॥
মহাপ্রভু হরিদাস অঙ্গ কোলে নেলে।
সমুদ্র বালিরে নেই সমাধি করিলে॥
হরিদাস থিলে পৃথিবীর শিরোমণি।
তাঙ্ক বিনা রত্ন শূন্যা হোইলা মেদিনী॥
প্রভু সঙ্গে সর্বে গাএ জয় হরিদাস।
শ্রীনাম মহিমা যেবা করিলে প্রকাশ॥
শ্রীঅনন্ত চতুর্দ্দশী ভাদ্র শুক্ল পক্ষে।
হরিদাস অপ্রকট তিথি ধরা বক্ষে॥
শ্রীসিদ্ধ বকুল আউ সমাধি মন্দির।
শ্রীহরিদাস বিরহে হুঅন্তি অধীর॥
নামাচার্য্য শ্রীঠাকুর সিদ্ধ হরিদাস।
ভকতি কুমুদ করে তব পদ আশ॥

ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତ ଅଶେଷ ବିଶେଷେ ।
ବର୍ଣ୍ଣିଛନ୍ତି ହରିଦାସ ଲୀଳା ଅବଶେଷେ ॥

—ঃ০ঃ—

(୭୦)

ଆଶ୍ୱିନ ଗୌର ଚତୁର୍ଥୀ –

ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଦାସ ବାବାଜୀଙ୍କ ଅପ୍ରକଟ ତିଥି

ସନାତନ କାନନ୍‌ଗୋ ଜରୀଙ୍କ ସୁପୁତ୍ର ।
ସେହି ବଟକୃଷ୍ଣ ନାମେ ଉତ୍କଳେ ବିଦିତ ॥
ସନାତନ ଦେହ ତ୍ୟାଗେ ଜରୀ ସତୀ ହେଲେ ।
ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ ସିଏ ଅଗ୍ନିଝାସ ଦେଲେ ॥
ପୁତ୍ର ମସ୍ତକରେ ମାତା ଶିରପା ବାନ୍ଧିଣ ।
ବ୍ରଜେ ପଠାଇଲେ ମାତା ବୈଷ୍ଣବ କରିଣ ॥
ଆଜ୍ଞା ପାଇ ବଟକୃଷ୍ଣ ବ୍ରଜେ ଚାଲିଗଲେ ।
ସିଦ୍ଧ ବୈଷ୍ଣବ ଚରଣେ ଆଶ୍ରୟ ଲଭିଲେ ॥
ବ୍ରହ୍ମକୁଣ୍ଡେ ବାବାଜୀଙ୍କ ସହ ବାସ କରି ।
ଭେକନେଲେ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଗୁରୁ ପଦେ ବରି ॥
କୃଷ୍ଣଦାସ ବୋଲି ତାଙ୍କ ଭେକ ନାମ ହେଲା ।
ଗୁରୁଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧାନ କାଳ ଦେଖା ଦେଲା ॥
ପଦ କଳ୍ପତରୁ ଗ୍ରନ୍ଥ ବୈଷ୍ଣବ ରଚନ ।
କ୍ଷିତି ତଳେ ରଖି କଲେ ସେ ମହା ପ୍ରୟାଣ ॥

গুরু অপ্রকট পরে শ্রীল কৃষ্ণদাস।
জয়পুর যাই তহিঁ করিলে সে বাস॥
শ্রীরূপ গোস্বামীপাদ সেবিত বিগ্রহ।
সেবারে শ্রীকৃষ্ণদাস কলেক আগ্রহ॥
বিচিত্র রাজভোগ প্রসাদ পাইণ।
ভাবিলে ভজন তাঙ্ক হেউ অছি ক্ষীণ॥
ব্রজে কাম্যবনে পুণি আসিণ রহিলে।
সিদ্ধ জয় কৃষ্ণদাসঙ্ক উপদেশ নেলে॥
অটারে নিম মিশাই আঙ্গা সে করন্তি।
কঠোর বৈরাগ্য করি বরত ধরন্তি॥
যেবে বাহ্য দৃষ্টিহীন হেলে কৃষ্ণদাস।
ললিতা কৃপারে দৃষ্টি হেলাক প্রকাশ॥
শ্রীচাকলেশ্বর শিব নিকটে রহিলে।
নিত্য কৃষ্ণলীলাবলী স্মরণ করিলে॥
শ্রীরাধা গোবিন্দ লীলা অষ্টযাম গুটি।
যাহা স্মরি ভক্ত যান্তি মহাপ্রেমে লোটি॥
শ্রীপ্রার্থনামৃত গ্রন্থ শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপ।
সাধনামৃত চন্দ্রিকা ভাবনা মধুপ॥
এহি গ্রন্থ যে অটে ভক্ত প্রাণধন।
ধন্য গৌরহরি অষ্ট কালর রচন।
বৃদ্ধকালে নীলাচলে কলে যেবে মন।
ব্রজরে পাইলে সিএ শ্রীক্ষেত্র দর্শন॥

ନରୋତ୍ତମ ଠାକୁରଙ୍କ ପରିବାର ଭୁକ୍ତ ।
ଥାଇ କୃଷ୍ଣଦାସ ଥିଲେ ନିତ୍ୟ ସେବା ଯୁକ୍ତ ॥
ଆଶ୍ୱିନ ଶୁକ୍ଳ ଚତୁର୍ଥୀ ଅପ୍ରକଟ ଦିନେ ।
ଅଦ୍ୟାପି ବ୍ରଜେ ବିରହ ଘୋଷେ ତାଙ୍କ ବିନେ ॥
ପ୍ରକଟ ହୋଇ ଉତ୍କଳ ଦେଶ କଲ ଧନ୍ୟ ।
କର କୃପା ଏ କୁମୁଦେ ମୁହିଁ ଯେ ନଗଣ୍ୟ ॥

—:o:—

(୭୧)

ଆଶ୍ୱିନ ଗୌର ଦଶମୀ—

ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଲଙ୍କା ବିଜୟ ଉତ୍ସବ
(ତୁଳସୀ ରାମାୟଣରୁ)

ରାବଣ ବଧ କଲେ ଶ୍ରୀରଘୁରାଣ ।
ଲଙ୍କା ବିଜୟେ ସୁରେ କଲେ ଜଣାଣ ॥
ପରମ ଦୀପ୍ତିମୟ ପ୍ରଭୁ ଆନନ ।
ହରଷ ହେଲେ ଶମ୍ଭୁ ଚତୁରାନନ ॥
ଜୟ ଜୟ ନିନାଦେ ପୂରେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ।
ଜୟ ଶ୍ରୀରଘୁବୀର ଶ୍ରୀଭୁଜଦଣ୍ଡ ॥
ବରଷିଲେ ସୁମନ ଦେବ ମୁନିବୃନ୍ଦ ।
ଜୟ କୃପାଳୁ ଜୟ ଜୟ ମୁକୁନ୍ଦ ॥

জয় কৃপাকন্দ মুকুন্দ দ্বন্দ্ব হরণ শরণ সুখপ্রদ প্রভো।
খল দল বিদারণ পরম কারণ কারুণিক সদা বিভো॥
সুর পুষ্প বরিষণ হরষে উল্লসি বায়ে দুন্দুভি ঘন ঘন।
সমর অঙ্গনে রাম অঙ্গ অনঙ্গ বহু শোভা দিব্য দরশন॥
শিরে জটা মুকুট প্রসূন বিরাজই অতি মনোহর শোভই।
যেহ্নে নীলগিরি পর তড়িত পটল সনে উড়ুগণে বিরাজই॥
ভুজদণ্ডে কোদণ্ড বিরাজি রুধির কণ তনু বিরাজে।
শ্যামল কানন অঙ্গে পলাস কুসুম যেহ্নে অপরূপ রূপে সাজে॥

লঙ্কা বিজয় তিথি পরম উদার।
ভকত সজ্জন সনে মহা সমাদর॥
নমে বিজয়া দশমী শ্রীতিথিবরা।
তব সমাগমে ধন্য হেলা বসুন্ধরা॥
বিষ্ণু ধর্মোত্তর বর্ণে বিজয় উৎসব।
যেবে হনু ফেরিলে সীতা করি ঠাব॥
শমী বৃক্ষতলে নেই শ্রীরঘুরাণঙ্কু।
ভল্লুক বানর ভক্তে পূজিলে তাহাঙ্কু॥
সেঠারু সকলে লঙ্কা বিজয়রে গলে।
রাবণ বধিণ সীতা চরণ বন্দিলে॥
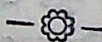
—✿—

(୭୨)

ଆଶ୍ୱିନ ଗୌର ଦଶମୀ—

ଶ୍ରୀମଧ୍ୱାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଆବିର୍ଭାବ

ଦକ୍ଷିଣ କର୍ଣ୍ଣାଟେ ରଜତ ପୀଠରେ
ଉଡ଼ୁପୀ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସ୍ଥାନ ।
ଉଡ଼ୁପୀ ପାଖରୁ ଚାରି କୋଶ ଗଲେ
ପାଜକା ବିରାଜମାନ ॥
ପାପନାଶିନୀ ଯେ ହୁଏ ପ୍ରବାହିତ
ପାଜକା କ୍ଷେତ୍ର ନିକଟ ।
ମଧ୍ୟ ଗେହ ବିପ୍ର ପୁତ୍ରରୂପେ ବାସୁ
ତହିଁ ହୋଇଲେ ପ୍ରକଟ ॥
ଏକାଦଶ ଶତ ଷାଠିଏ ଶକାବ୍ଦ
ଆଶ୍ୱିନ ଶୁକ୍ଳା ଦଶମୀ ।
ଧନ୍ୟ କଲେ ସିଏ ବେଦବତୀ ଗର୍ଭ
ମଧ୍ୟାହ୍ନକାଳେ ଜନମି ॥
କିଏ କହେ ଇଏ ବାୟୁ ଅବତାର
ଭୀମ ବୋଲି କହେ କିଏ ।
ପିଲାକାଳେ ବାସୁ ଦାନା କୋଳଥକୁ
ଖାଇ ଜୀର୍ଣ୍ଣ କରି ଦିଏ ॥
ଘୋଡ଼ା ପୁଚ୍ଛ ଧରି ଝୁଲି ଝୁଲି ଯାଇ
ବନରେ ହୁଏ ପ୍ରବେଶ ।

বাঘ ভালু দেখি কিছি ন করন্তি
পালন্তি তাঙ্ক আদেশ ॥
উড়ুপী গ্রামর নিকট সাগরে
নাবিক চলাএ পোত ।
লাগিলা চড়ারে ন ঘুঞ্চে জাহাজ
নাবিকর বুদ্ধি হত ॥
শ্রীমধ্ব নির্দেশে জাহাজ চালিলা
নাবিক মহা আনন্দে ।
জাহাজরে থিবা শ্রীগোপী চন্দন
দেইগ চরণ বন্দে ॥
শ্রীমধ্ব আগ্রহে চন্দন উঠাই
দেখিলে তহিঁ গোপাল ।
শ্রীবাল গোপাল অপূর্ব শ্রীমূর্ত্তি
দর্শনে মধ্ব বিহ্বল ॥
দ্বাদশ স্তোত্ররে বন্দিলে মধুরে
শ্রীবাল গোপাল মূর্ত্তি ।
উড়ুপীরে রখি পূজিলে আনন্দে
প্রকাশিলে প্রভু কীর্ত্তি ॥
দেখাইলে মধ্ব অনেক ঐশ্বর্য্য
খণ্ডিলে সে মায়াবাদ ।
অপ্রকট হেলে পদ্মনাভ তীর্থে
ধ্যায়িণ সে গুরুপদ ॥

মাঘ মাস শুক্লা নবমী তিথিরে

অশীতি বরষ কালে।

ঐতরেয় ব্যাখ্যা করুথিবা বেলে

প্রবেশিলে নিত্য স্থলে॥

শ্রীমহাভারত গীতা-ভাগবত

বেদচয় ভাষ্য কলে।

পঞ্চাদশ গ্রন্থ রচিণ সযত্নে

রখিগলে ক্ষিতি তলে॥

শুদ্ধদ্বৈতবাদ মধ্ব সম্প্রদায়

ব্রহ্মাঙ্ক মূল পূজক।

দাস কূটগণ ভজন আনন্দী

ব্যাস কূট প্রচারক॥

জয় মধ্বাচার্য্য গৌর গাত্র শৌর্য্য

কৃষ্ণদাস্যে প্রতিষ্ঠিত।

তব আবির্ভাবে তব অপ্রকটে

সদা বন্দে সমুচিত॥

—:*:—

(৭৩)

শ্রীকাৰ্ত্তিক ব্ৰত—

শ্ৰীঊৰ্জ্জব্ৰত

শ্ৰীঊৰ্জ্জ বরত কাৰ্ত্তিক মাসরে
পালন শাস্ত্র সম্মত ।
বিধি অনুসারে এ ব্ৰত করিলে
হুঅই নর উন্নত ॥
শ্রাদ্ধ পিণ্ড দান যজ্ঞ যোগ ধ্যান
ফল মিলে ব্ৰত কলে ।
ভাগ্যবন্ত জন এ ব্ৰত পালিণ
কল্যাণ লভন্তি হেলে ।।
দুর্গাপূজা পর একাদশী ঠারু
কি অবা পূৰ্ণিমা দিনু ।
বিধি অনুযায়ী পালিব এ মাস
ভোগ বিলাসিতা বিনু ।।
চারি বর্ণাশ্রমী সধবা বিধবা
আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা ।
দীপ দান দেব শ্ৰীতুলসী মূলে
দেইণ ঘৃত বলিতা ॥
পূত জলাশয় সহিত সাগরে
প্রভাতু স্নান আচরি ।

কেশব মন্দিরে দেব দিব্য চিতা
মণ্ডল রচনা করি ॥
গো ব্রাহ্মণ সাধু সেবার বিধান
যতনে পালন কর ।
পলাস পত্ররে ভোজন পবিত্র
নিয়মরে ব্রত ধর ॥
সুস্বরে সঙ্গীতে শ্রীহরি মহিমা
শ্রীবিগ্রহ সন্নিধানে ।
গাইলে ভকতে শ্রীহরি প্রসন্ন
হুঅন্তি তা প্রতিদানে ॥
মন্দির তুলসী পরিক্রমা করি
তুলসী স্তব যে গাএ ।
শ্রীবৃন্দা কৃপারে এহি জনমরে
শ্রীহরি দর্শন পাএ ॥
গজেন্দ্র মোক্ষণ ভাগবত পাঠ
কার্ত্তিক মাস বিধান ।
দামোদর স্তব দামোদর পূজা
দামোদর লীলা গান ॥
গো ঘৃত অভাবে তিল তৈলে দীপ
দেবার অছি নিয়ম ।
গো ঘৃত কর্পূরে দীপদান কলে
ভক্ত ঘরে হুএ জন্ম ॥

শ্রীবিষ্ণু মন্দির
চূড়ার উপরে
এহি মাসে দীপ দেব।
পতাকা বান্ধিব
বাদ্য বজাইণ
শ্রীকেশবে নিতি সেব ।।
কার্ত্তিক মাসরে
মথুরা দর্শন
মথুরা মহিমা গান।
মথুরার জয়
মথুরা ধিআন
হুএ ভক্তজন প্রাণ ।।
আকাশ প্রদীপ
দানে এ মাসরে
যে হরি তোষণ করে।
সর্ব পিতৃলোক
শ্রীহরি সুখরে
উদ্ধরই হর্ষ ভরে ॥
কার্ত্তিকে পোটল,
শিম, বাইগণ
বরবটী ন খাইব।
কলমী শাগ যে
ত্যজ্য এহি মাসে
বিরি গুড় বি ছাড়িব ॥
সাধু জনে যাহা
ন খাআন্তি তাহা
কদাপি তাঙ্কু ন দেব।
রাধা দামোদর
পূজা মহোৎসবে
সতত নিযুক্ত থিব ॥
সত্য ব্রত কৃত
দামোদরাষ্টক
গাইব ভকতি ভরে।

রাধা দামোদর হোই মহাপ্রীত
কৃপা করে সেহি নরে ॥
জয় জয় জয় রাধা দামোদর
জয় তব প্রিয় মাস।
ভকতি কুমুদ করই প্রার্থনা
লভে মুঁ মথুরা বাস ॥

—:*:—

(৭৪)

শ্রীশ্রীদামোদরাষ্টকম্

নমামীশ্বরং সচ্চিদানন্দ রূপং
লসৎকুণ্ডলং গোকুলে ভ্রাজমানম্।
যশোদাভিয়োলূখলাদ্ধাবমানং
পরামৃষ্টমত্যন্ততো-দ্রুত্য গোপ্যা ॥ ১ ॥
রুদন্তং মুহুর্নেত্রযুগ্মং মৃজন্তং
করাম্ভোজ-যুগ্মেন সাতঙ্ক-নেত্রম্।
মুহুঃশ্বাস-কম্প ত্রিরেখাঙ্ক কণ্ঠ-
স্থিতগ্রৈব দামোদরং ভক্তিবদ্ধম্ ॥২॥
ইতীদৃক্স্বলীলাভিরানন্দ কুণ্ডে
স্বঘোষং নিমজ্জন্তমাখ্যাপয়ন্তম্।
তদীয়েশিতজ্ঞেষু ভক্তৈর্জ্জিতত্বং
পুনঃ প্রেমতস্তং শতাবৃত্তি বন্দে ॥৩॥

বরং দেব ! মোক্ষং ন মোক্ষাবধিং বা
ন চান্যং বৃণেঽহং বরেশাদপীহ ।
ইদন্তে বপুর্নাথ গোপাল-বালং
সদা মে মনস্যাবিরাস্তাং কিমন্যৈঃ ॥৪॥
ইদন্তে মুখাম্ভোজমব্যক্তনীলৈ –
র্বৃতং কুন্তলৈঃ স্নিগ্ধরক্তৈশ্চ গোপ্যা ।
মুহুশ্চুম্বিতং বিম্বরক্তাধরং মে
মনস্যাবিরাস্তামলং লক্ষলাভৈঃ ॥৫॥
নমো দেব দামোদরানন্ত বিষ্ণো
প্রসীদ প্রভো দুঃখজালাব্ধিমগ্নম্ ।
কৃপাদৃষ্টি বৃষ্ট্যাতিদীনং বতানু-
গৃহাণেশ মামজ্ঞমেধ্যক্ষিদৃশ্যঃ ॥৬॥
কুবেরাত্মজৌ বদ্ধমূর্ত্তৈব যদ্বৎ
ত্বয়া মোচিতৌ ভক্তিভাজৌ কৃতৌ চ ।
তথা প্রেমভক্তিং স্বকাং মে প্রযচ্ছ
ন মোক্ষে গ্রহো মেঽস্তি দামোদরেহ ॥৭॥
নমস্তেঽস্তু দাম্নে স্ফুরদ্দীপ্তিধাম্নে
ত্বদীয়োদরায়াথ বিশ্বস্য ধাম্নে ।
নমো রাধিকায়ৈ ত্বদীয়প্রিয়ায়ৈ
নমোঽনন্তলীলায় দেবায় তুভ্যম্ ॥৮॥

—:*:—

(৭৫)

শ্রীদামোদরাষ্টকম্ (পদ্যানুবাদ)

কুণ্ডল গণ্ড উপরে ঝুলই যাহার
গোকুল ধামে সুন্দর শ্রীরূপটি যার।
নবনীত হরণরে যশোদাঙ্ক ভয়ে
উত্খলু যে ডেইঁণ দউড়ি পলাএ
তহুঁ বেগে পছু ধাইঁ যশোদা গোড়াই
সেই শ্রীসচ্চিদানন্দ ঈশ্বরে নমই ॥১॥
মাআ হাতে বাড়ি দেখি যে ভারি কান্দন্তি
ভয়রে দুই হাতরে আখিকু মলন্তি।
মুহুঃ শ্বাসরে ত্রিরেখ কণ্ঠে ঝুলে হার
নমে ভক্তি বশে বন্ধা সেই দামোদর ॥২॥
রচি যিএ বাল্যলীলা গোকুলবাসীঙ্কু
মহা আনন্দ কুণ্ডরে নিমজ্জান্তি তাঙ্কু।
ঐশ্বর্য্য নিষ্ঠে দেখান্তি ভক্তজন বশ
পুনঃ সে ঈশ্বরে করে বন্দনা অশেষ ॥৩॥
হে বরদ ন মাগই মোক্ষাবধি বর
আউ কিছি বরে মুহিঁ ন করে আদর।
বিরাজু বাল গোপাল মূরতি মো মনে
অন্য বর ন লাগিব মোর প্রয়োজনে ॥৪॥
স্নিগ্ধ রক্তাভ শ্যামল অলকা-বেষ্টিত
বারম্বার বিম্বাধর মাতাঙ্ক চুম্বিত।

এ শ্রীমুখ রহু মোর মনরে সাক্ষাত
অন্য লক্ষ্য লাভ মোর ন হুএ বাঞ্ছিত ॥৫॥
হে দেব, হে দামোদর, হে বিষ্ণু অনন্ত
এ অধম প্রতি প্রীত হুঅন্তু একান্ত।
হে প্রভু, হে ঈশ, দুঃখ সাগরে বুড়িছি
কৃপাদৃষ্টি বৃষ্টি করি উদ্ধর ডাকুছি।
এসন অজ্ঞ জনরে হুঅ কৃপাময়
এ নয়ন পথে মোর হুঅন্তু উদয় ॥৬॥
উতুখলে বন্ধাথিলে কুবের সন্তান
যেহ্নে মুক্ত করি কল ভকতি প্রদান।
তেসন প্রেম ভকতি দিঅ দামোদর
মোক্ষ পাইবাকু ইচ্ছা নাহিঁ ত মোহর ॥৭॥
নিখিল প্রকাশমান তেজর আশ্রয়
উদর বন্ধা পাশকু নমে অতিশয়।
নমে বিশ্বর আধার তুমরি উদর
তব প্রিয়া রাধিকাঙ্কু প্রণতি মোহর
হে অনন্ত লীলাময় প্রভু দামোদর
ঘেন দেব নমস্কার এহি অধমর ॥৮॥

(৭৬)

আশ্বিন গৌর দ্বাদশী—

শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীঙ্ক তিরোভাব

সম্ভ্রান্ত বংশীয় এক জমিদার কুলে।
শ্রীল রঘুনাথ দাস জনম লভিলে॥
জ্যেষ্ঠ শ্রীহিরণ্য দাস পিতা গোবর্দ্ধন।
কায়স্থ জাতিরে তাঙ্ক কৃষ্ণপুরে জন্ম॥
ধনাঢ্য সে পরিবারে ধন নাহি ঊণা।
বিষয় বাসনা ভোগ কেবল তা জণা॥
হরিদাস ঠাকুরঙ্ক শিষ্য বলরাম।
রঘুনাথ দাসঙ্কর আচার্য্য পরম॥
গুরুবর্গ শিক্ষা পাই দাস রঘুনাথ।
ধন ত্যজি খোজন্তি সে পরমার্থ পথ॥
অকলন সম্পত্তির লোভ ন করিলে।
পরম মঙ্গলময় শ্রীকৃষ্ণ ভজিলে॥
অদ্বৈত অঙ্গনে দরশনে গৌরহরি।
অশেষ জন্মর ক্লেশ গলা ক্ষণে হরি॥
জাণন্তি শ্রীরঘুনাথ দাস নিজ জন।
প্রেম ভরে প্রভু তাঙ্কু দেলে আলিঙ্গন॥
অনাসক্তে সংসাররে সুখ ভোগ কর।
এহি বর দেলে তাঙ্কু শ্রীগৌরসুন্দর॥

বৃন্দাবন দরশন পরে নীলাচলে।
হোইব মো সহ ভেট সময় আসিলে॥
প্রবোধি শ্রীরঘুনাথে ফেরাইলে ঘরে।
প্রভুর বিরহে চিত্ত হা-হাকার করে॥
পালিণ প্রভুঙ্ক আজ্ঞা দাস রঘুনাথ।
বিষয় সংসার সুখে থিলে অনাসক্ত॥
বেলে বেলে গৃহ ত্যজি যাআন্তি বাহারি।
পিতাঙ্কর জগুআল পথু নিএ ধরি॥
অলপ বয়সে পিতা দেলে তাঙ্কু বিভা।
যুবতী সুন্দরী স্তিরী অপসরী কিবা॥
তহিঁরে ন ভুলে মন শ্রীল রঘুনাথ।
সতত চিন্তিত চিত্ত খোজি পরমার্থ॥
পিতাঙ্কর হেলা দ্বন্দ্ব নবাবর সঙ্গে।
জমিদারী আয় অর্থ বেশী সেহু মাগে॥
নবাব করিবে বন্দী পিতা তেজে বাস।
রাজলোকে ধরি নেলে রঘুনাথ দাস॥
রঘুনাথ দিব্য তেজ বচন মধুর।
নির্ভীক সৌম্য বদন শিষ্ট ব্যবহার॥
দেখি উজীরর ক্রোধ হেলা প্রশমিত।
বাক্‌চাতুর্য্যে তাহাকু করি বিমোহিত॥
রঘুনাথ কলে তহিঁ কলহ মীমাংসা।
পিতা সহ নবাবঙ্ক ন রহিলা হিংসা॥

দেখিণ পুত্রর কার্য্য পিতা হেলে প্রীত।
একমাত্র পুত্র তাঙ্ক অতি প্রিয় পাত্র॥
তথাপি আকটে পিতা রখিলে তাহারে।
গুজআল দৃষ্টি এড়ি ন যাএ বাহারে॥
প্রভু কৃপা মিলে তুষ্ট হেলে নিত্যানন্দ।
এহা চিন্তি রঘুনাথ হোইলে আনন্দ॥
কহিলে পিতাঙ্কু যিবি পাণিহাটি পুর।
দর্শন করিবি মুহিঁ নিত্যানন্দ ঠাকুর॥
সম্মত হোইণ পিতা ভৃত্য সঙ্গে দেলে।
উপযুক্ত অর্থ দেই তহিঁ পঠাইলে॥
নিত্যানন্দ দরশনে হেলে আহ্লাদিত।
মহা কৃপা কলে প্রভু পদ দেই মাথ॥
চুড়া, দহি, দুধ, গুড় কদলী মিশাই।
করাঅ ভোজন আজ্ঞা দেলে শ্রীনিতাই॥
চুড়াদধি মহোৎসব জগতে বিদিত।
গোপালনে বণভোজী দিশিলা সাক্ষাত॥
নিত্যানন্দ ধ্যানে আণি শ্রীগৌরসুন্দর।
ভুঞ্জাইলে দধি চুড়া আনন্দ প্রচুর॥
সর্ব ভক্ত ভুঞ্জে সুখে বলি হরি হরি।
সর্বে সন্তোষিলে রঘু নিতাই হৃদে ধরি॥
ভয় দূরে পলাইলা ভকত হৃদয়।
অন্তরে হোইলা গৌর প্রীতির উদয়॥

এক রাত্রে গুরু যদুনন্দন আচার্য্য।
আসিণ কহিলে রঘুনাথে বড় কার্য্য ॥
ঠাকুর সেবক মোর কেণে পলাইলা।
সেবক নাহিঁ বিগ্রহ পূজাদি নোহিলা ॥
কহিলে রঘু গুরুঙ্কু শোচনা কিপাইঁ।
আণিবি ফেরাই তাঙ্কু যেণে থিলে যাই ॥
চলিলে সে গুরুগৃহে জাণিলে প্রহরী।
সে পাইঁ ন গলে তাঙ্কু কেহি অনুসরি ॥
পথমধ্যে রঘুনাথ মনে বিচারিলে।
নীলাচলে পলাইবা পাইঁ সজ হেলে ॥
বোইলে হে গুরুদেব যাঅ ঘরে ফেরি।
বুঝাই মুঁ ঘেনি আসে সেবক পূজারী ॥
'যাঅ তেবে বৎস' বোলি গুরু দেলে কহি।
রঘুঙ্ক মন আনন্দ কে পারিব কহি ॥
পরম সৌভাগ্য এহি মনে বিচারিলে।
গুরু আজ্ঞা ধরি শীঘ্র নীলাচলে গলে ॥
দৈনিক চালন্তি রঘু কোশ যে পন্দর।
মাসকর পথ চালে মাত্র দিন বার ॥
শ্রীগৌরাঙ্গ পাদপদ্মে রঘুনাথ যাই।
করিলে প্রণতি দণ্ড পরণাম হোই ॥
উঠাই ভকতে প্রভু দেলে আলিঙ্গন।
ধন্য তুমে রঘুনাথ প্রভু প্রিয়জন ॥

সাগর সিনান শ্রীজগন্নাথ দরশন।
অন্তে দেলে মহাপ্রভু রঘুঙ্কু ভোজন ॥
রখাইণ পাশে তাঙ্কু দেলে উপদেশে।
রঘুনাথ প্রভু আজ্ঞা পালিলে বিশেষে ॥
ভিক্ষা কলে রঘু অন্ন সিংহদ্বার আগে।
প্রভু কহে কৃষ্ণভক্ত জিহ্বা স্বাদ ত্যাগে ॥
ছাড়িলে সে সিংহদ্বার ছত্র অন্ন খাই।
করন্তি হরি ভজন নিষ্ঠা পর হোই ॥
গুঞ্জামালা গোবর্দ্ধন শিলা প্রভু দেলে।
রঘুনাথ দাস এহা ভক্তিরে পূজিলে ॥
ভজনে পূজনে শ্রেষ্ঠ রঘুনাথ দাস।
আহারে ঠিকণা নাহিঁ দরিদ্রর বেশ ॥
কৃষ্ণপ্রেমে করি ত্যাগ ধন গৃহ স্ত্রিরী।
তুষ্ট হেলে আশ্রা করি প্রভু গৌরহরি ॥
ছত্ররে ন যাই ধোই ত্যক্ত প্রসাদান্ন।
পরম আনন্দে তাহা করন্তি সেবন ॥
একদিনে প্রভু শ্রীস্বরূপ দামোদর।
প্রসাদ মাগিণ কিছি করিলে আহার ॥
তাহার স্বাদ বর্ণনা প্রভু পাশে কলে।
গৌর আসি ছড়াইণ আনন্দে ভুঞ্জিলে ॥
এমন্ত সুস্বাদু অন্ন রঘুনাথ খাঅ।
কহন্তি প্রভু কিপাইঁ মোতে হে ন দিঅ ॥

শুণি মহাপ্রভু বাণী নেত্রু ঢালে পাণি।
শ্রীরঘুনাথ বৈরাগ্য প্রভু গলে জাণি॥
কৃপা ধনে কলে ধনী প্রভু কৃপাময়।
শ্রীচৈতন্য পদাম্বুজ পরম আশ্রয়॥
প্রভুঙ্ক প্রয়াণে চতুর্দ্দিগ অন্ধকার।
দিশিলা ভকতে হেলে বিরহে বিধূর॥
এথু অন্তে রঘু চলি গলে ব্রজপুর।
রাধাকুণ্ড তটে কলে ভজন কুটীর॥
রাধা স্মরি কৃষ্ণরে ভজন্তি অনুদিন।
চন্দ্রাবলী কুঞ্জ আড়ে ন করি গমন॥
চন্দ্রাবলী কুঞ্জ বৃক্ষ পত্রে যেবে দহি।
শ্রীদাস গোপ দিঅন্তি তাঙ্কু পান পাইঁ॥
জাণিণ বৈষ্ণবরাজ ফোপাড়িণ দেলে।
চন্দ্রাবলী নাম শুণি বহু কোপ কলে॥
মানসে পূজন্তি সেহু শ্রীনন্দনন্দন।
মুরলী বাদনকারী রাধা প্রাণ ধন॥
রাধাকুণ্ড শ্যামকুণ্ড সংস্কারে চতুর।
নমইঁ শ্রীরঘুনাথ গোসাইঁ ঠাকুর॥
রঘুনাথ দাসকৃত শ্রীদান চরিত।
পাঠ করি ভক্তগণ হুঅন্তি মোহিত॥
শ্রীমুক্তা চরিত ধন্য আউ স্তবমালা।
যহিঁ হোইছি বর্ণিত রাধাকৃষ্ণ লীলা॥

চৌদশহ অঠেইশ শকাব্দে জনম ।
পচস্তরী বর্ষ ভবে থিলে বিত্তমান ॥
জয় জয় রঘুনাথ দাস প্রভুবর ।
এ অধম দাসে কর করুণা প্রচুর ॥

—:•:—

(৭৭)

আশ্বিন গৌর দ্বাদশী—

শ্রীরঘুনাথ ভট্ট গোস্বামীঙ্ক তিরোভাব

পূর্ববঙ্গবাসী শ্রীতপন মিশ্র ।
স্বপ্ন দেখি গৌর সমীপে প্রবেশ ॥
যে সাধ্য সাধন গৌর ঠারু শুণি ।
হোইলে আবিষ্ট গৌর গুণ গুণি ॥
শ্রীগৌর আদেশে গলে কাশীধামে ।
শ্রীগৌর ফেরিলে মায়াপুর গ্রামে ॥
পূর্ববঙ্গু ফেরি গৌর কেতে দিন ।
গৃহে ভক্ত সহ কলে সংকীর্ত্তন ॥
সেথু অন্তে গৌর কলেক সন্ন্যাস ।
শ্রীপুরুষোত্তমে হেলেক প্রবেশ ॥
পুরী ঠারু ব্রজে যিবে কলে মন ।
যহিঁ তাঙ্ক নিত্য লীলা বৃন্দাবন ॥

পথে কাশীধামে গৌর বিজে কলে।
মণি কর্ণিকারে তপনে ভেটিলে।
শ্রীতপন মিশ্র প্রভুঙ্কু নিমন্ত্রি।
সবংশ আনন্দে শ্রীপদ পূজন্তি।।
রঘুনাথ নাম তপন তনয়।
প্রভুপাদ সেবে করিণ বিনয়॥
কাশীরু ব্রজকু মহাপ্রভু গলে।
কেতেদিন ব্রজে আনন্দে ভ্রমিলে॥
পুণি ফেরি প্রভু তপন ভবনে।
কাশীরে রহিলে ভক্ত আলাপনে।।
শ্রীপ্রকাশানন্দ মায়াবাদী গুরু।
দেখি গৌরচন্দ্র প্রণমিলে দূরু।।
মায়াবাদ ছাড়ি কীর্ত্তনে মজিলে।
মহাসংকীর্ত্তনে কাশী ভসাইলে।।
রঘুনাথ কলে সেবা দশদিন।
মহাপ্রভু কলে শ্রীক্ষেত্রে গমন।।
বিদায় কালরে রঘু যে কান্দিলে।
ঘরে রহিবাকু প্রভু বুঝাইলে।।
শুণ রঘু তুমে ঘরে থাঅ রহি।
পিতামাতা সেবা কর মন দেই।।
এহা কহি প্রভু গলে নীলাচলে।
রহিলে আনন্দে ভক্তঙ্কর মেলে।।

কেতেকালে রঘু প্রভু দরশনে।
পিতামাতা পদে কলে নিবেদনে॥
শ্রীতপন মিশ্র হেলে আনন্দিত।
এক ভক্ত দেলে রঘুঙ্ক সহিত॥
মহাপ্রভু লাগি ভোজন সামগ্রী।
রঘুমাতা দেলে হোই অনুরাগী॥
কাশীধামু রঘু বাহারিলে ক্ষেত্রে।
ভাবে কেবে প্রভু দেখিবি এ নেত্রে॥
ক্ষেত্র যাত্রী এক নাম রামদাস।
রঘু সহ যাএ হোইণ হরষ॥
কেতে দিনে রঘু প্রবেশি শ্রীক্ষেত্রে।
দেখিলে শ্রীরঘু প্রভুঙ্কু সাক্ষাতে॥
আস রঘু বোলি মহাপ্রভু কহে।
ন যাই পাখকু রঘু দূরে রহে॥
কহে মুহিঁ ছার আণিছ আকর্ষি।
মুহিঁ নীচ তুমে অদোষ দরশী॥
পিতা মাতা কথা প্রভু পচারিলে।
শ্রীরঘু কাশীর কুশল কহিলে॥
মাতাঙ্ক সামগ্রী শ্রীপ্রভুঙ্কু দেলে।
প্রভুঙ্ক আদেশে গোবিন্দ রখিলে॥
রঘু কেতে কাল রহি নীলাচলে।
সেবন্তি আনন্দে ভকত সকলে॥

প্ৰভুঙ্ক সহিত জগন্নাথ দেখি।
সংকীৰ্ত্তন প্ৰেমে হেলে সিএ সুখী॥
প্ৰভু কহে ৰঘু যাঅ এবে কাশী।
বিবাহ ন কৰি থাঅ হে উদাসী॥
পিতা মাতা ভক্ত কৰ তাঙ্ক সেবা।
তাঙ্ক অন্তে আস কহিবি মুঁ যেবা॥
বৈষ্ণব সহিত পঢ় ভাগবত।
পুণি নীলাচলে হোইব সাক্ষাত॥
নিজ কণ্ঠমালা ৰঘুঙ্কু সে দেলে।
ৰঘু কান্দি কান্দি বিদায় হোইলে॥
যেবে পিতা মাতা এ ধাম ছাড়িলে।
ৰঘু পুৰী আসি প্ৰভুঙ্কু ভেটিলে॥
আঠ মাস ৰহি ৰঘু প্ৰভু সহ।
সংকীৰ্ত্তন কৰি হেলে প্ৰেমময়॥
দিনে ৰঘু ডাকি ব্ৰজে পঠাইলে।
চৌদ হাত মালা ৰঘুনাথে দেলে॥
জগন্নাথ মালা প্ৰভু হাতে পাই।
দণ্ডবত কৰে পাদতলে যাই॥
কেতে দিনে যাই দেখি বৃন্দাবন।
গলে যহিঁ থিলে ৰূপ সনাতন॥
ৰূপ ঠাৰে শুণি শাস্ত্ৰৰ পঠন।
গোবিন্দ সেবাৰে নিয়োজিলে মন॥

নানা স্বরে রঘু গাএ ভাগবত।
ভক্তগণ শুণি হুঅন্তি মোহিত॥
গোবিন্দ মন্দির রঘু করাইলে।
শ্রীবিগ্রহ সেবা সৌষ্ঠবে করিলে।
কৃষ্ণ কথা পূজা করন্তি সতত।
গৌর গুণ স্মরুথান্তি অবিরত।
ব্রজলীলারে যে শ্রীরস মঞ্জরী।
গৌরগণে রঘু নামে অবতরি॥
দেখাইলে যেউঁ ভকতি সাধন।
গৌর পরিষদ মহা মহাজন॥
তাঙ্ক আবির্ভাব তিরোভাব তিথি।
করই পবিত্র ধন্য করে ক্ষিতি॥
শ্রীষড় গোস্বামী মধ্যে রঘুনাথ।
কৃপা করি প্রভু রখ ভক্ত সাথ॥
জয় জয় জয় রঘুনাথ ভট্ট।
কেবে এহি হৃদে হোইব প্রকট॥
দিঅ প্রভু শক্তি করে জয় দান।
তব শ্রীচরণ স্মৃতি কর দান॥
আশ্বিন মাসর শুক্লা দুআদশী।
অপ্রকট হেল এ ধরাকু আসি॥
পন্দরশ পাঞ্চে হোই আবির্ভাব।
পচস্তরী বর্ষ হেলা তব ঠাব॥

শ্রীভট্ট সুস্বর ভাগবত পান।
পুলকিত করে এবে ভক্ত প্রাণ॥

—:*:—

(৭৮)

আশ্বিন গৌর দ্বাদশী—

শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজঙ্ক তিরোভাব

বর্দ্ধমান ঝামটপুরে কবিরাজ বংশে।
ভগীরথ শ্রীসুনন্দা যাঙ্ক অবতংসে॥
কৃষ্ণদাস কবিরাজ আবির্ভূত হেলে।
চউদশ ছয়ানবে খ্রীষ্টঅব্দ কালে॥
শ্রীমীন কেতন রামদাস নামে ভক্ত।
শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুঙ্ক বড় অনুরক্ত॥
কৃষ্ণদাস ঘরে আসি কীর্ত্তন করিলে।
ভক্তবৃন্দ মহানন্দে অভ্যর্থনা কলে॥
গুণার্ণব মিশ্র নামে বিগ্রহ সেবক।
তাহা সহ কৃষ্ণদাস সানভাই এক॥
এ দুঁহে মীন কেতনে ভল ন পাইলে।
দেখি কৃষ্ণদাস দুঃখে বৃন্দাবন গলে॥
শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু যে স্বপ্নে আদেশিলে।
কৃষ্ণদাসে সনাতন শ্রীরূপে সম্পিলে॥

ବୃନ୍ଦାବନେ କୃଷ୍ଣଦାସ ପ୍ରଭୁ ମହାମାନ୍ୟ ।
ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚି ଧନ୍ୟ ॥
ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତ୍ୟ ଲୀଳା କଲେ ପରକାଶ ।
ଶ୍ରୀଚୈତନ୍ୟଲୀଳା ଶିକ୍ଷା ଯହିଁରେ ବିଶେଷ ॥
ଶ୍ରୀରୂପ ସନାତନ ଭଟ୍ଟ ରଘୁନାଥ ।
ଶ୍ରୀଜୀବ ଗୋପାଳ ଭଟ୍ଟ ଦାସ ରଘୁନାଥ ॥
ଏ ଛଅ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଆଜ୍ଞା ପାଇ କୃଷ୍ଣଦାସେ ।
ଗୌର ଅନ୍ତ୍ୟଲୀଳା କଥା ବିଶେଷ ପ୍ରକାଶେ ॥
ଶ୍ରୀଗୋବିନ୍ଦ ଲୀଳାମୃତ ଗ୍ରନ୍ଥ ଅନୁପମ ।
କୃଷ୍ଣଲୀଳା ବର୍ଣ୍ଣନା ଯେ ନାହିଁ ତାର ସମ ॥
କୃଷ୍ଣକର୍ଣ୍ଣାମୃତ ଟୀକା ସାରଙ୍ଗ ରଙ୍ଗଦା ।
ଯାହା ପାଠ କରିବାକୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ଶରଧା ॥
କୃଷ୍ଣଦାସ କବିରାଜ ରଚିତ ଏ ଗ୍ରନ୍ଥ ।
ଏହା ନିତ୍ୟ କଣ୍ଠହାର କରିଛନ୍ତି ସନ୍ଥ ॥
ଆଶ୍ୱିନ ଶୁକ୍ଳ ଦ୍ୱାଦଶୀ ତବ ଅପ୍ରକଟ ।
କର କୃପା ଯେହ୍ନେ ବନ୍ଦେ ହୋଇ ନିଷ୍କପଟ ॥

—ঃ০ঃ—

(୭୨)

ଶରତ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ରାସ

ଆଜି ଶରତ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ମନୋହର ଶୋଭା ।
ନଦୀ ଗିରିବନ ଜନଗଣ ମନଲୋଭା ॥

নির্মল চন্দ্র কিরণ শরত উৎসব।
ভকত হৃদয়ে আজি মহা অনুভব ॥
শ্রীবৃন্দাদেবী নেইণ অনুচরীচয়।
রচিলে শরত রাস মহানন্দময় ॥
নৃত্যাস্থলি বিরচিলে বিবিধ বিধানে।
কুঞ্জালয় পরিসর অঙ্গনে অঙ্গনে ॥
চতুৰ্দ্দিগ যে শোভই চন্দ্রর কিরণে।
লতা কুঞ্জ কুসুমিত অপূর্ব ধরণে ॥
নানা পুষ্প ভূষা রচি রাঈকানু পাইঁ।
বৃন্দাদেবী রখিছন্তি সখী পদধ্যায়ি ॥
পক্ষীগণ নীরবরে কৃষ্ণধ্যানে মগ্ন।
আজি রাসলীলা হেব অতি শুভ লগ্ন ॥
গাঅ রাধাকৃষ্ণ গুণ সংকীর্ত্তনানন্দে।
সখীগণ নানা রঙ্গে রাধাগুণ বন্দে ॥
শুভ্র কৃষ্ণ চামরর শোভা চিত্ত হরে।
রাঈ কানু বিলসন্তি মঞ্চর উপরে ॥
ললিতাদি সখীগণ সুবেষ্টিত হোই।
করন্তি রহস্য সর্বে দেখিণ মাধোই ॥
পরম চতুর কৃষ্ণ রসর মূরতি।
হসি নেত্র কোণে কহে কিস বৃন্দা প্রতি ॥
ময়ূর চন্দ্রিকা শিরে শোভা যে অশেষ।
শরত রাস প্রেমিকে বর্ণিবে বিশেষ ॥

—:•:—

(୮୦)

ଶରତପୂର୍ଣ୍ଣିମା

ଶ୍ରୀଶ୍ରୀକାଶୀଶ୍ୱର ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ଅପ୍ରକଟ

ବଂସସ୍ଥ ଗୋତ୍ରୀ ଶ୍ରୀକାଶୀଶ୍ୱର ଅନୁପମ
କାଜିଲାଲ କାନ୍ନୁ ବଂଶେ ହୋଇଲେ ଜନମ ।
ଶ୍ରୀଲ ବାସୁଦେବ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ପିତା ନାମ
ଗୁରୁ ଶ୍ରୀଈଶ୍ୱରପୁରୀ ବୈଷ୍ଣବ ପରମ ।
ଶ୍ରୀରାମପୁର ନିକଟେ ଚାତରା ଗ୍ରାମରେ
ଶ୍ରୀଗୌରାଙ୍ଗ ଶ୍ରୀରାଧା ଗୋବିନ୍ଦ ପୂଜା କଲେ ।
ଶ୍ରୀକାଶୀଶ୍ୱର ପଣ୍ଡିତ ଶ୍ରୀଗୋବିନ୍ଦ ଦୁଇ
ଶ୍ରୀଈଶ୍ୱରପୁରୀପାଦ ପ୍ରିୟ ଶିଷ୍ୟ ସେହି ।
ଅପ୍ରକଟ କାଳେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଈଶ୍ୱରପୁରୀ
କରିଲେ ଆଦେଶ ତାଙ୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ ପୁରୀ ।
ଦର୍ଶନ କର ହେ ଯାଇ ଶ୍ରୀଶଚୀନନ୍ଦନ
ପୂଜ ଶ୍ରୀପଦକମଳ ହୋଇ ଅତି ନ୍ୟୂନ ।
ଗୁରୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଶିଷ୍ୟ ଗୁରୁଭ୍ରାତା ଜ୍ଞାନେ
ରଖିଲେ ଶ୍ରୀମହାପ୍ରଭୁ ନିଜ ସନ୍ନିଧାନେ ।
ଶ୍ରୀଗୁରୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଯେଣୁ ପାଇଥିଲେ ଦୁହେଁ
ନିଜ ଅଙ୍ଗ ସେବା ପ୍ରଭୁ ଯାଚି ଦେଲେ ଛାଏଁ ।
ଶ୍ରୀକାଶୀଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅଙ୍ଗରକ୍ଷୀ ପରି
ରହିଥାନ୍ତି ରାତ୍ର ଦିବା ପ୍ରଭୁ ଅନୁସରି ।

প্রভু যেবে জগন্নাথ দরশনে যা'ন্তি
কাশীশ্বর অগ্রে রহি পথ করিথান্তি।
বলিষ্ঠ বপু সতেকি ভীমর শকতি
লোক আড় করি মহাপ্রভুঙ্কু চলান্তি।
শ্রীকৃষ্ণলীলারে দাস ভঙ্গুর ভৃঙ্গার
শ্রীগৌর লীলারে সে গোবিন্দ কাশীশ্বর।
পণ্ডিত শ্রীকাশীশ্বর মহাপ্রভু মেলে
বহু কাল অবস্থান কলে নীলাচলে।
বৃন্দাবন ধামে তেণে শ্রীরূপ গোস্বামী
শ্রীগোবিন্দ জীউ সেবুথিলে হোই প্রেমী।
আদেশ করিলে ডাকি কাশীশ্বরে পুণ
অতি বেগে চল তুম্ভে ধাম বৃন্দাবন।
আনন্দে গোবিন্দ জীউ সেবা কর তহিঁ
অসমর্থ হোইলেণি শ্রীরূপ গোসাইঁ।
প্রভুঙ্ক আদেশ পাই ভক্ত কাশীশ্বর
স্তম্ভিত রহিলে ন স্ফূরিলা প্রত্যুত্তর।
জাণিলে শ্রীগৌর রায় সেবকর মন
বৃন্দাবন গমনে সে কিপাইঁ বিমন।
আপণা স্বরূপ মূর্ত্তি প্রভু ভিআইলে
নিজ সাথে সে বিগ্রহ প্রসাদ খাইলে।
দেখি কাশীশ্বর তাহা প্রেমে গদগদ
সে বিগ্রহ প্রভু দেলে পরম আনন্দ।

শ্রীবিগ্রহ শিরে থাপি হোইলে বাহার
মর্ণিলে তাহাঙ্কু স্বয়ং শ্রীগৌরসুন্দর।
শ্রীগৌর গোবিন্দ দেলে বিগ্রহঙ্ক নাম
ধন্য সে ভকত প্রিয় গৌর গুণ ধাম।
কাশীশ্বর পূজা কলে বিগ্রহ যতনে
শ্রীগোবিন্দ দক্ষিণরে রখি বৃন্দাবনে।
শ্রীকাশীশ্বর মহিমা অন্ত তার নাহিঁ
জন্মে জন্মে মহাপ্রভু সেবাকারী সেহি।
কার্ত্তিক পূর্ণিমা মহা রাস উৎসবরে
নিত্য সেবা অর্থে প্রভু অপ্রকট হেলে।
তাহাঙ্ক চরণ পদ্মে ভকতি মাগুণি
করুঅছি এ অধম সর্ব দোষ খণি॥

—:•:—

(৮১)

শরত পূর্ণিমা—

শ্রীমুরারি গুপ্ত ঠাকুরঙ্ক তিরোভাব

শ্রীমুরারি গুপ্ত শ্রীচৈতন্য দাস।
শ্রীহট্টরু আসি নবদ্বীপে বাস॥
মহাপ্রভু সঙ্গে বিদ্যা অধ্যয়ন।
গঙ্গাতীরে খেল কৌতুকে মিলন॥

বৈদ্যকার্য্য করে শ্রীমুরারি সুখে।
সদা রামনাম গুপ্তঙ্কর মুখে॥
যেবে গৌর পাএ মুরারির দেখা।
তাঙ্ক সহ করে ব্যাকরণ কক্ষা॥
গৌর স্বপ্নে গুপ্তে দেখাইলে রূপ।
শ্রীরাম মূরতি অযোধ্যার ভূপ॥
গুপ্ত দেখন্তি স্বয়ং ভক্ত হনুমান।
গৌরচন্দ্রে হেলা তহুঁ রাম জ্ঞান॥
দিনে শ্রীমুরারি হোই ভাবাপন্ন।
খাঅ খাঅ বোলি পকাইলে অন্ন॥
প্রাতে প্রভু কহে হোইছি অজীর্ণ।
গুপ্ত প্রশ্নে কহে ঘৃতান্ন কারণ॥
তোর অন্নে অজীর্ণ ঔষধ তোর জল।
এহা কহি পাত্রু পান কলে জল॥
প্রভু আগে ইচ্ছে গুপ্ত মরিবাকু।
প্রভু দিনে আসি দেখা দেলে তাঙ্কু॥
জাণিলে মুরারি কাতি রখিঅছি।
মরিবাকু চাহেঁ দেহে কাতি লাঞ্ছি॥
প্রভু কহে গুপ্ত তো লাগি বিলাস।
তু গলে মোহরি সবু হেব শেষ॥
সন্ন্যাস নেইণ গৌর ক্ষেত্রে গলে।
মুরারি পুরীরে আসি দেখা কলে॥

শ্রীমুরারি গুপ্ত কৃত রামাষ্টক ।
যাহা শুণি গৌর হোইথিলে হৃষ্ট ॥
গুপ্ত প্রভুলীলা কড়চা করিলে ।
যাহা পাই ভক্তে লীলা বিস্তারিলে ॥
আজি শ্রীমুরারি তিরোভাব তিথি ।
তাঙ্ক শ্রীচরণে করই প্রণতি ॥

—✿—

(৮২)
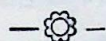
কার্ত্তিক কৃষ্ণ তৃতীয়া—

শ্রীভক্তি শ্রীরূপ পুরী মহারাজঙ্ক তিরোভাব

পবিত্র আমলা যোড়া শ্রীপ্রপন্নাশ্রম ।
জগন্নাথ শ্রীবিনোদ ধন্য কলে গ্রাম ॥
শ্রীভক্তিবিলাস প্রভু শ্রীবিনোদ শিষ্য ।
শ্রীভক্তি শ্রীরূপ পুরী যাঙ্ক অবতংস ॥
শ্রীল প্রভুপাদ ভক্তিসিদ্ধান্ত ঠাকুর ।
সন্ন্যাস দেই পুরীঙ্কু করুণা প্রচুর ॥
শ্রীপুরী কলে প্রচার বঙ্গ উৎকলরে ।
তাঙ্ক মহিমা ভকতে গাইলে বিস্তরে ॥

শ্রীপুরীঙ্ক দৃষ্টিপাতে জীবে ভক্তি হুএ।
যাঙ্ক বাণী শ্রবণরে সর্বপাপ ধুএ॥
সংকীর্ত্তন রাসস্থলি শ্রীবাস অঙ্গন।
যাহিঁ কলেক শ্রীপুরী শ্রীমহাপ্রয়াণ॥
অদ্যাপি বিরাজে তহিঁ শ্রীপুরী সমাধি।
ভক্তিবিলাস সমাধি নিকটে প্রসিদ্ধি॥
স্ব গুরু শ্রীপ্রভুপাদ অপ্রকট পূর্ব।
শ্রীপুরীঙ্ক অপ্রকট হেলা এহি ভবু॥
সৌম্য সরল শ্রীমূর্তি পতিতপাবন।
ভকতি কুমুদে যিএ করিথিলে ধন্য॥
জয় জয় শ্রীভকতি শ্রীরূপ শ্রীপুরী।
কি বর্ণিব এ অধম গুনর মাধুরী॥
আজি আশ্বিন তৃতীয়া কৃষ্ণপক্ষ তিথি।
পুরী মহারাজ শুভে ত্যজিলে এ ক্ষিতি॥

—:●:—

(৮৩)

কার্ত্তিক কৃষ্ণ পঞ্চমী—

শ্রীনরোত্তম ঠাকুরঙ্ক তিরোভাব

রাজা কৃষ্ণানন্দ পুত্র শ্রীল নরোত্তম।
বাল্যকালু বিনয়ী সে চরিত্র উত্তম॥

শ্রীমতী শ্রীনারায়ণী অতি যতনরে ।
বড়াইলে পুত্রে স্নেহে রাজ অন্তঃপুরে ॥
নরোত্তম ক্রমে হেলে অতি বিদ্যাবান ।
কৃষ্ণপ্রেমে অনুরক্ত সদা তাঙ্ক মন ॥
মন মধ্যে রাত্র দিবা চৈতন্য সুমরি ।
দরশন লাভ কলে স্বপ্নে গৌরহরি ॥
কহন্তি ভকতে প্রভু 'শুন মোর দাস' ।
পাইব মোহর সঙ্গ করহে বিশ্বাস ॥
পিতা মাতা দৃষ্টি এড়ি গৃহ পরিত্যাগী ।
বৃন্দাবনে গলে চালি হোইণ বৈরাগী ॥
তহিঁ শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুঙ্কু ভেটিলে ।
চরণ বন্দন করি কৃত কৃত্য হেলে ॥
তাহাঙ্ক আদেশে সেহি মতি করি স্থির ।
বৃদ্ধ লোকনাথ সেবা করিলে প্রচুর ॥
সেবা মুগ্ধ লোকনাথ শ্রীল নরোত্তমে ।
কৃপা করি আত্মসাৎ কলে দীক্ষা দানে ।
শ্রীনিবাসাচার্য্য আউ শ্যামানন্দ সাথ ।
পঢ়িলে শ্রীজীব ঠারে শ্রীগোস্বামী গ্রন্থ ॥
শ্রীজীব শ্রীলোকনাথ গোস্বামী আদেশে ।
নরোত্তম শ্যামানন্দ আউ শ্রীনিবাসে ॥
শ্রীমন্ মহাপ্রভু বাণী পরচার পাইঁ ।
গৌড় দেশে গলে সঙ্গে ভক্তি গ্রন্থ নেই ॥

পথমধ্যে বন বিষ্ণুপুর নরপতি।
শ্রীবীর হাম্বীর দ্বারা লভিলে দুর্গতি ॥
চোরাই নেলা সে রাজা যেতে থিলে গ্রন্থ।
লভিলে মানসে পীড়া সর্ব গৌরভক্ত ॥
পশ্চাতে সে রাজা কলে আত্মসমর্পণ।
গ্রন্থ ফেরাইলে পদে হোই পরপন্ন ॥
চলিলে শ্রীনরোত্তম ধাম গৌড় দেশে।
প্রভুঙ্ক জনমস্থলী দরশন আশে।
পথমধ্যে ভেটিলেক সে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ।
ইঙ্গিতে দর্শন কলে প্রভু জন্মস্থান ॥
শ্রীজগন্নাথ ভবন করি দণ্ডবত।
মিলিলে শ্রীশুক্লাম্বর প্রভু কৃপা পাত্র ॥
জাণিলে সকলে যহুঁ বৃন্দাবনবাসী।
বৈষ্ণব জনম ভিটা দর্শনাভিলাষী ॥
আনন্দে দেলে তাহাঙ্কু বিশ্রাম ভোজন।
পচারি বুঝন্তি বৃন্দাবন কথামান ॥
শান্তিপুর ইত্যাদিরে করি অবস্থান।
বন্দিলে বৈষ্ণবগণে করি পরণাম ॥
শ্রীগঙ্গা-যমুনা-সরস্বতী যহিঁ মিলি।
সপ্তগ্রামে রহিলেক হোই কুতূহলী ॥
ভকতঙ্ক সঙ্গে তহিঁ কাটি কিছিদিন।
খড়দহ দিগে প্রভু করিলে গমন ॥

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুঙ্ক ভবনে মিলিলে ।
শ্রীবসুধা জাহ্নবা মাতাঙ্কু ভেটিলে ॥
শ্রীল নরোত্তম যেউঁ পথ দেই গলে ।
প্রভুঙ্ক কৃপারু ভক্ত বৈষ্ণব ভেটিলে ॥
শ্রীহরি প্রসঙ্গ গান নাম সংকীর্ত্তন ।
করি পথে কটাইলে আনন্দে সে দিন ॥
প্রভুঙ্কু স্মরি সেহু পুরী চলি গলে ।
গোপীনাথ আচার্য্যঙ্কু সেঠারে ভেটিলে ॥
বৈষ্ণবজনে ভেটিলে পরম আনন্দে ।
জগন্নাথ বলদেব দরশনে কান্দে ॥
ক্ষেত্রে বিরাজিতে প্রভু পতিতপাবন ।
দেখি আনন্দ সাগরে হোইলে মগন ॥
টোটা গোপীনাথ দেখি আনন্দে বিহ্বল ।
নয়নু ঝরিলা তাঙ্ক প্রেম অশ্রু জল ॥
শ্রীনরেন্দ্র সরোবরে স্নান সমাপন ।
করি ভক্ত সঙ্গে গলে গুণ্ডিচা ভবন ॥
কিছিদিন ক্ষেত্রে রহি ভকত প্রবর ।
স্থানান্তরে পদব্রজে হোইলে বাহার ॥
পথমধ্যে নানা তীর্থ বৈষ্ণবঙ্ক স্থান ।
দর্শন করিলে তহিঁ করি অবস্থান ॥
বহুদিন পরে কলে খেতরী বিজয় ।
জন্মস্থানে দেখি লোকে কলে জয় জয় ॥

কনিষ্ঠ ভ্রাতা সন্তোষ দত্ত হোই রাজা।
পিতা পরলোক অন্তে পালুথিলে প্রজা॥
ভ্রাতাঙ্কু পাছোটি নেলে পরণাম হোই।
অনেক আদর কলে দৈন্যভাব বহি॥
প্রজাকুল পাদ পূজা কলে ভকতিরে।
কুশল জিজ্ঞাসা প্রভু করন্তি তাহারে॥
কনিষ্ঠ ভ্রাতারে সেহু মন্ত্র দীক্ষা দেলে।
কিছিদিন পাইঁ তহিঁ অবস্থান কলে॥
সন্তোষঙ্কু প্রভু আজ্ঞা করিলে প্রদান।
মন্দির নির্মাণ কর হোই হৃষ্ট মন॥
মাস কেইটির মধ্যে সুরম্য মন্দির।
সত্বরে রাজন কলে সম্পূর্ণ তিআর।
গৌরাঙ্গ বল্লভীকান্ত শ্রীব্রজমোহন।
শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধাকান্ত শ্রীরাধারমণ॥
শ্রীজাহ্নবা আনুগত্যে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা।
শ্রীনিবাস মহার্চ্চন কলে করি নিষ্ঠা॥
দেশ বিদেশু বৈষ্ণবে রাজা নিমন্ত্রিণ।
মহাদরে সন্তোষিলে সেবন করিণ॥
মহামহোৎসব নাম সংকীর্ত্তন ধ্বনি।
কৃষ্ণ কোলাহলানন্দে পূরিলা অবনী॥
শ্রীগৌর শ্রীনিত্যানন্দ গুণগানে মতি।
শ্রীল নরোত্তম মুখে শ্রীকৃষ্ণ বসতি॥

নরোত্তম মহিমা যে ব্যাপে দেশে দেশে।
অনন্ত মহিমা তাঙ্ক সর্বলোকে ঘোষে ॥
বহু রাজা জমিদার ধনিক পণ্ডিত।
শৈব শাক্ত পাষণ্ড অধম পতিত ॥
নরোত্তম ঠাকুরঙ্ক করুণারে স্নাত।
সর্বে হোইলেক শ্রীচরণাশ্রিত ভক্ত ॥
অপ্রকট সময় জাণিণ ঠাকুর।
গাম্ভীলাকু আগমন করিলে সত্বর ॥
গঙ্গা নারায়ণ রামকৃষ্ণে নির্দ্দেশিলে।
গঙ্গাজলে অঙ্গ মারজন কর ভলে ॥
সংকীর্ত্তন মুখে প্রভু লীলা প্রকাশিলে।
মারজন মধ্যে অঙ্গ বিগলিত হেলে ॥
মাঘ মাস শ্রীপঞ্চমী শুভ আবির্ভাব।
কার্ত্তিক কৃষ্ণ পঞ্চমী তব তিরোভাব ॥
'শ্রীপ্রেমভক্তি চন্দ্রিকা' 'শ্রীপ্রার্থনা গীতি'।
শ্রীল নরোত্তম কৃত সুমধুর অতি।
জয় জয় নরোত্তম মহান্ত প্রবর।
তব গুণ গানে মত্ত রহু চিত্ত মোর ॥

—:•:—

(৮৪)

কার্ত্তিক কৃষ্ণাষ্টমী বহুলাষ্টমী—

শ্রীরাধাকুণ্ড প্রকট

শ্রীবৃন্দাবনে বিরাজে যে আরিট গ্রাম ।
কৃষ্ণচন্দ্রঙ্ক বিলাস তহিঁ অনুপম ॥
অরিষ্ট অসুর আসে বৃষ রূপ ধরি ।
পরম কৌতুকে তাঙ্কু বধিলে শ্রীহরি ॥
কৌতুকে রাধাঙ্ক অঙ্গ কৃষ্ণ ইচ্ছে স্পর্শি ।
মনা কলে শ্রীরাধিকা কারণ প্রকাশি ॥
অসুর হেলেহেঁ সিএ থিলা বৃষাকৃতি ।
বৃষ বধ করি হেল অপবিত্র অতি ॥
যেবে সবু তীর্থে স্নান করিণ পারিব ।
তেবে বৃষ হত্যা দোষ তুমঠুঁ ছাড়িব ॥
হসিণ কহন্তি কৃষ্ণ সুমধুর বাণী ।
স্নান করিবি মুঁ এঠি সবু তীর্থ আণি ॥
এহা কহি পদাঘাত কলে মহী তলে ।
পরিপূর্ণ হেলা কুণ্ড সর্বতীর্থ জলে ॥
তীর্থচয় দেলে নিজ পরিচয় মান ।
সাক্ষাত হোইণ কলে শ্রীকৃষ্ণ স্তবন ॥
মধ্য রাত্রে কৃষ্ণ সেহি কুণ্ডে কলে স্নান ।
তাহা দেখি শ্রীরাধিকা হেলে হর্ষ মন ॥

শ্রীরাধিকা খোলাইলে তহিঁ কুণ্ড এক ।
রাধাকুণ্ড নামে তাহা শ্যামকুণ্ড পাখ ॥
বহুলা অষ্টমী রাত্রে রাধাকুণ্ডে স্নান ।
করন্তি আনন্দে আসি মহা ভাগ্যবান ॥
রাধাকুণ্ড স্নান আউ প্রণাম স্তবন ।
যে করে সে কৃষ্ণচন্দ্র পরাণর ধন ॥
কৃষ্ণঙ্কর প্রিয়তমা যেসন রাধিকা ।
তেসন শ্রীরাধাকুণ্ড কৃষ্ণপ্রিয়াধিকা ॥
নমে শ্রীরাধাকুণ্ডর প্রকট বাসর ।
কেবে ভাগ্য হেব মোর রহিবি পাশর ॥

—:•:—

(৮৫)

কার্ত্তিক কৃষ্ণ নবমী—

শ্রীবীরচন্দ্র প্রভুঙ্ক আবির্ভাব

জয় জয় বীরচন্দ্র মহান্ত প্রবর ।
শ্রীবসুধা-নিত্যানন্দ প্রভুঙ্ক কুমর ॥
শ্রীজাহ্নবা-শিষ্য গৌর অভিন্ন প্রকাশ ।
মহা করুণা নিধান প্রভু বিষ্ণু-অংশ ॥
কার্ত্তিক কৃষ্ণ নবমী তিথিরে জনম ।
পতিত তারণ হেতু প্রপঞ্চে আগম ॥

যদুনন্দন আচার্য্য ভকত পরম।
তাঙ্ক পত্নী লক্ষ্মী গর্ভে দুহিতা জনম॥
শ্রীমতী শ্রীনারায়ণী সে ভগিনী দুই।
রূপ গুণে সম সরি ন হোইবে কেহি॥
ব্রাহ্মণ সুকৃতবন্ত আনন্দ লভিলে।
দুই কন্যা বীরচন্দ্র প্রভুঙ্কু সে দেলে॥
মাতা শ্রীজাহ্নবা ভগ্নী দ্বয়ে কৃপা করি।
হরিনাম মন্ত্র দীক্ষা দিঅন্তি বিচারি॥
লক্ষ্মী সরস্বতী সমা সে দুই ভগিনী।
সেবিলে শ্রীবীরচন্দ্র ভক্ত চূড়ামণি॥
শ্রীল বীরচন্দ্র ইচ্ছে তীর্থ পর্য্যটন।
যিবাকু আকুল মন ধাম বৃন্দাবন॥
জননী দেলে আদেশ হোইণ হরষ।
শ্রীবীরচন্দ্র চলিলে মনে বহি তোষ॥
পথরে ভেটিলে তাঙ্কু বৈষ্ণব সজ্জন।
আদরে রখাই তাঙ্কু করান্তি ভোজন॥
শ্রীনিত্যানন্দ কুমর ভকতির খণি।
তোষন্তি সাধু সমাজ তাঙ্ক মন জাণি॥
শ্রীউদ্ধারণ দত্তঙ্ক গৃহে দিনে রহি।
শান্তিপুর যাত্রা কলে বৈষ্ণব গোসাইঁ॥
কৃষ্ণচন্দ্র শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য কুমর।
শ্রীবীরচন্দ্রে করিলে বহুত আদর॥

অদ্বৈত অঙ্গনে করি হরি সংকীর্ত্তন।
তোষ কলে তহিঁ স্থিত সর্ব ভক্তজন॥
শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিত অম্বিকা কালনা।
পূজিলে সেহু তাহাঙ্কু হোই ভক্তিমনা॥
জগন্নাথ মিশ্র গৃহ মহাপ্রভু স্থান।
বীরচন্দ্র অতি তোষে করিলে সম্মান॥
নিত্যানন্দ আত্মজঙ্কু নিজ আত্মা মণি।
করিলে আদর যত্ন তাঙ্ক মন জাণি॥
শ্রীখণ্ডর শ্রীনিবাস শ্রীরঘুনন্দন।
শ্রীবীরচন্দ্র করিলে যথেষ্ট সম্মান॥
পথমধ্যে বৈষ্ণবঙ্কু নানা স্থানে তোষি।
শ্রীল বীরচন্দ্র হেলে মনে বড় খুসি॥
খেতরি গ্রামে কটাই কেতে গোটি দিন।
প্রবেশিলে ক্ষেত্ররাজ ধাম বৃন্দাবন॥
প্রভুঙ্ক প্রভাবে পথে যেতে পাপী থিলে।
দুষ্কৃত নাশন হরিনাম উচ্চারিলে॥
বৃন্দাবন ধামে তাঙ্ক স্বাগতিক পাইঁ।
গোস্বামী মহান্ত সর্বে রহিলে অনাইঁ॥
শ্রীজীব গোস্বামী, কৃষ্ণদাস কবিরাজ।
অনন্ত আচার্য্য আদি বৈষ্ণব সমাজ॥
মদনগোপালদেব সেবা অধিকারী।
শ্রীমধু পণ্ডিত গোপীনাথঙ্ক পূজারী॥

গোবিন্দ গোস্বামী ভবানন্দ কাশীশ্বর।
সমস্তে একত্রে মিলি করিলে আদর ॥
শ্রীগোবিন্দ গোপীনাথ মদনমোহন।
সর্বে মিলি একত্র করিলে দরশন ॥
ভূগর্ভ গোসাইঁ প্রভু শ্রীজীব গোসাইঁ।
মিলিলে প্রভুঙ্কু মনে ভক্তিভাব বহি ॥
রাধাকুণ্ড শ্যামকুণ্ড দ্বাদশ কানন।
গিরি গোবর্দ্ধন কলে সে পরিক্রমণ ॥
আনন্দ সাগরে ভক্তি বিহ্বল হৃদয়।
হোইলা শ্রীকৃষ্ণপ্রেম পূর্ণ রসোদয় ॥
গোপীজন বল্লভ কৃষ্ণচন্দ্র রামচন্দ্র।
এহি তিনি পুত্রঙ্কর পিতা বীরচন্দ্র ॥
সে প্রভু চরণতলে মতি রহু মোর।
প্রার্থনা করই সদা এ হীন পামর ॥

—✿—

(৮৬)
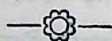
কার্ত্তিক কৃষ্ণ দ্বাদশী—

পাণিহাটীরে শ্রীমন্মহাপ্রভু

মহাপ্রভু বিজে কলে পাণিহাটী গ্রাম।
প্রভুঙ্কর পড়ে মনে ভকতঙ্ক নাম ॥

মনে পড়িগলা তাঙ্ক রাঘবঙ্ক শাক ।
দময়ন্তী দেবীঙ্কর দিব্য ভোগ পাক ॥
মনে পড়ে নিত্যানন্দ গদাধর দাস ।
পুরন্দর রঘুনাথ বৈদ্য থিলে পাশ ॥
সপরিকর মকরধ্বজ কলে সেবা ।
এঠি নিত্যানন্দ লীলা কি কহিবা অবা ॥
আজি পাণিহাটী গ্রামে মহাপ্রভু আসি ।
মহা সংকীর্ত্তন লীলা থিলে পরকাশি ॥
কার্ত্তিক কৃষ্ণ দ্বাদশী তিথি সমাগত ।
স্মরে প্রভু পাদপদ্ম হোই অনুগত ॥

—✿—

(৮৭)
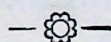
কার্ত্তিক কৃষ্ণ চতুর্দ্দশী—

শ্রীদাম বন্ধন লীলা

কৃষ্ণ যাএ গোপীঘরে শ্রীযশোদা চিন্তা করে
মো পুঅ কি ন খাই পলাএ ।
দাসী মানে যে রান্ধন্তি কৃষ্ণ সুখে ন খাআন্তি
ঘর নাম বাহারে পকাএ ॥
এণিকি রান্ধিবি হাতে গোপীএ কহন্তি কেতে
মো পুঅর কেতে দোষ কাঢ়ি ।

স্থমিষ্ট মিঠেই করি নানাদি ব্যঞ্জন ভরি
রান্ধি হাতে দেবি নিজে বাঢ়ি॥
ডাকিলে বিহঙ্গগণ দিনমণি আগমন
দধি মন্থে মাতা যশোমতী।
শ্রীকৃষ্ণ উঠিণ নিহু ন দেখি মা মুখ ইন্দু
কান্দিলে সে উচ্চস্বরে অতি॥
মাআ ডাকিলে নীলমণি আস সকাল হেলাণি
ভোক করুথিব তোতে এবে।
উঠি আখি মলি মলি অসিলে যে বনমালী
মাতা স্তন পিইলে সে তেবে॥
এণে ছুধ সিঝুথিলা বেগে উতুরি আসিলা
মাতা গলে বেগে তঁহিঁ ধাইঁ।
স্থগন্ধ ঘাস খুআই রখিছি বারটি গাঈ
কৃষ্ণ পুষ্ট হেবে ছুধ খাই॥
কৃষ্ণঙ্কু বসাই তলে মাতা যেবে তহুঁ চলে
কৃষ্ণ রাগি উঠিলে যে কন্দি।
নেইণ পথর টাণি ভাঙ্গিলে হাণ্ডিকু পুণি
পলাইলে উপায় সে ফান্দি॥
ঘরে দধি ঢালি গলা কৃষ্ণপাদ বুড়ি গলা
চিহ্ন দেখি মাতা যাই দেখে।
হাণ্ডিরু লহুণী নেই বানরঙ্কু তাহা খোই
দাণ্ডা পণে বংশ টেক রখে॥

কৃষ্ণ মাতাঙ্কু দেখিলে দউড়িণ পলাইলে
মাতা যাএ ধরি এক বাড়ি ।
আম্ভুকি ধরিবা পাইঁ মাতা কহে নাহিঁ নাহিঁ
তেবে বাড়ি হাতু 'দে মা' ছাড়ি ॥

মাতা কহে যেবে ডরু কিম্পা লহুণী চোরিকরু
এহা কহি ধইলে মা' ধাইঁ ।
আণিণ দউড়ি খণ্ডে বান্ধিবাকু গলে চাণ্ডে
ন অণ্টে দউড়ি অণ্টা পাইঁ ॥

ঘরে থিলা যেতে রশি বান্ধিবে বোলিণ কসি
যশোমতী হেলে হরবর ।
ন অণ্টে দউড়ি পুণি মাতা চিন্তে মনে গুণি
মাধুর্য্যরে হোইলে বিভোর ॥

গোপীগণ মাপি অণ্টা দউড়ি হেলা নিঅণ্টা
কহে ন বান্ধ হে যশোমতী ।
মাতা চাহেঁ বান্ধিবাকু ন পারই বান্ধি তাঙ্কু
দেখি কৃষ্ণ মাতা দুঃখ অতি ॥

হেলে সে উদর ছন্দা ভক্ত প্রেমে হেলে বন্ধা
আজি দাম বন্ধনের লীলা ।
শ্রবণ কলে এ কথা ঘুঞ্চে ভব ভয় ব্যথা
বিগলিত হুএ হৃদ শিলা ॥

জয় জয় দামোদর সে রজ্জুকু নমস্কার
চরাচর বিশ্বর আধার ।

তব প্রিয়া শ্রীরাধিকা সর্ব গুণরে অধিকা
শ্রীপয়রে নমে বারবার ॥

—:❀:—

(৮৮)

দীপাবলী

কার্ত্তিক মাসর কৃষ্ণ ত্রয়োদশী
আউ চতুর্দ্দশী রাত্রে ।
দীপ দান দেব মন্দির প্রাঙ্গণে
আউ দেবালয় গাত্রে ॥
ধর্ম রাজা পূজা বৈষ্ণব পূজন
শ্রীহরি তোষণ পাইঁ ।
শ্রীস্কন্ধ পুরাণ শ্রীপদ্মপুরাণ
শিক্ষা দেলে লেখি যাই ॥
প্রত্যুষরু স্নান করি দেব দান
সর্ব ঘটে নারায়ণ ।
শ্রীশিব মন্দিরে মহাগুরু শিবে
দধি দানরে তোষণ ॥
সর্ব অন্তর্যামী পরমাত্মা হরি
সিএ জ্যোতি দিবাকর ।
শশাঙ্ক বিদ্যুত তারকা জ্যোতিষ্ক
করে তাঙ্কু নমস্কার ॥

শ্রীবিষ্ণু গৃহিণী লক্ষ্মী ঠাকুরাণী
করে মুঁ তব স্তবন।
তুমরি সুখরে শ্রীহরি আনন্দ
ঘেন দেবী মো বন্দন॥
প্রদীপ মালিকা বাদ্য দান সহ
সজাই অতি যতনে।
শ্রীহরি কীর্ত্তনে মজিণ রহিব
শ্রীগুরু অনুগমনে॥

—ঃ০ঃ—

(৮৯)

কার্ত্তিক গৌর প্রতিপদ—

শ্রীগোবর্দ্ধন পূজা

মথুরা মণ্ডলে গোবর্দ্ধন পূজা
অটই পরম সেবা।
অন্য স্থানে থিলে রচি গিরিরাজ
পূজন করিব যেবা॥
প্রদক্ষিণ করি শ্রীগিরি রাজঙ্কু
স্মরণ বন্দন করে।
নানা উপচারে ভক্তিরে পূজিণ
স্তুতি নতি আদি করে॥

গোপ লক্ষ্মী রূপী আহে ধেনুগণ
শমন পাশ মোচনী।
মোর চতুর্দ্দিগে গো গণ বিরাজু
শ্রীলোকপাল পাবনী॥
আহে গোবর্দ্ধন আহে ধরাধর
গোকুল ত্রাণ কারক।
শ্রীহরি ইচ্ছারে প্রকট হোইল
গোধনাদি প্রদায়ক॥
মেঘ বরষিলে শস্য ভল হুএ
হুঅই লোকঙ্ক হিত।
এ কারণে গোপে প্রতি বরষরে
ইন্দ্র হুঅই পূজিত॥
শ্রীকৃষ্ণ কহিলে গোবর্দ্ধন গিরি
এ অটে আম দেবতা।
গাঈ পল চরে গোবর্দ্ধনোপরে
পূজ গোবর্দ্ধন পিতা॥
এহা কহি কৃষ্ণ হেলে গোবর্দ্ধন
পূজিল সকল গোপ।
ইন্দ্র এহা জাণি বরষিলা পাণি
কলা সিএ মহা কোপ॥
বাম করে কৃষ্ণ ধরি গোবর্দ্ধন
রক্ষা কলে ব্রজবাসী।

ইন্দ্র দর্প চূর্ণ হেলা সাতদিনে
পাদতলে পড়ে আসি ॥
জয় জয় জয় গোবর্দ্ধন ধর
এ নাম ভক্ত পরাণ।
নমে গিরিধারী গোবিন্দ শ্রীহরি
সর্ব কারণ কারণ ॥

—:*:—

(৯০)

কার্ত্তিক গৌর প্রতিপদ—

শ্রীরসিকানন্দদেব গোস্বামীঙ্ক আবির্ভাব

পন্দর শহ খ্রীষ্টাব্দ অঠর কার্ত্তিক।
শুক্ল প্রতিপদ দীপ-মালিকা উৎসব ॥
সেহি রাত্রে শ্রীরসিকদেব আবির্ভাব।
পালন কলে এ তিথি হুএ ভক্তি লাভ ॥
শ্রীঅচ্যুতদেব রাজা রোহিণীর জমিদার।
শ্রীরসিকানন্দদেব তাহাঙ্ক কুমর ॥
বহু দিন অপুত্রক আশঙ্কার পরে।
সুপুত্র জন্মিলে কোলে শ্রীকৃষ্ণ কৃপারে ॥
শ্রীরসিকানন্দ আউ রসিক মুরারি।
দুই নামে নামিত জনে ছন্তি করি ॥

অচ্যুতদেব রাজন পুত্রর বিবাহ।
অল্প বয়সে কলে মনে বহি স্নেহ॥
শ্রীরসিকানন্দ পত্নী নাম শ্যামদাসী।
পতি পরায়ণা যথা তথা মিষ্টভাষী॥
সুযোগ্য রসিকানন্দ অতি রূপবান।
কৃষ্ণকথা কৃষ্ণচিন্তা কৃষ্ণলীলা গান॥
গুরুপাদাশ্রয় লাগি আকুলিত মন।
সুখ ন লাগই তাঙ্কু ভোজন শয়ন॥
তন্দ্রাকালে শুণিলে সে দিব্য এক বাণী।
আসিবে শ্রীশ্যামানন্দ শিষ্য হেব জাণি॥
শ্রীরসিক পথ চাহিঁ গুরুদেবঙ্কর।
বেলুবেল প্রাণ তাঙ্ক হুঅই অস্থির॥
বাহাদুরপুর ঠারু ভক্তগণ নেই।
শ্রীল শ্যামানন্দ প্রভু আগমিলে তহিঁ॥
শ্রীরসিকদেব স্বপ্ন হোইলা সফল।
বন্দিলে শ্রীশ্যামানন্দ পয়র যুগল॥
দিব্য আসন যে দেলে করি পদ ধৌত।
মহানন্দে পান কলে পাদোদক পূত॥
রাজপুরে গুরুদেব হেলে বিরাজিত।
শুভদিনে শ্রীরসিকে দেলে দীক্ষা মন্ত্র॥
অন্তরঙ্গ শিষ্য ভাবে মন্ত্র দীক্ষা পরে।
শ্যামানন্দ প্রভু সঙ্গে রসিক বিহরে॥

গুরু সঙ্গে নানা তীর্থ ভ্রমণ বশতঃ।
ভক্তিরসে হৃদয় যে হেলা দ্রবীভূত ॥
শ্রীগোপীবল্লবপুর শ্রীরাধাগোবিন্দ।
সেবাভার দেলে গুরু হোইণ আনন্দ ॥
শ্রীরসিকানন্দ তহিঁ বিগ্রহ সেবারে।
করিলে আত্মনিয়োগ অতি আগ্রহরে ॥
গৌর নিত্যানন্দ বাণী বিপুল প্রচারে।
ভ্রমিলে রসিকানন্দ নগরে গ্রামরে ॥
নাস্তিক পাষণ্ডগণ তাঙ্ক প্রভাবরু।
নামাশ্রয়ে মুক্ত হেলে ভব বন্ধনরু ॥
মত্ত হস্তী, সিংহ, ব্যাঘ্র শিষ্ট ভাববহি।
শত্রুতা ভুলি চলিলে প্রেমে মত্ত হোই ॥
শ্যামানন্দ কৃপা দেশে প্রচারার্থে যাই।
ভ্রমিলে চৌদিগে সেহু কৃষ্ণগুণ গাই ॥
ছয়ালিশ বর্ষ কাল রহি ধরাতলে।
সময় জাণিণ প্রভু রেমুণা চলিলে ॥
মহা নৃত্য সংকীর্ত্তনানন্দ কোলাহলে।
সর্ব অলক্ষিতে প্রভু অন্তর্দ্ধান হেলে ॥
সঙ্গে আসিথিলে যেতে পালিঙ্কি বাহক।
দেহ ত্যাগ কলে স্মরি স্বপ্রভু পদাঙ্ক ॥
তিনি পুত্র পিতা থিলে শ্রীরসিকানন্দ।
রাধানন্দ, রাধাকৃষ্ণ, শ্রীকৃষ্ণ গোবিন্দ ॥

বংশ অবতংসগণ এহি তিনিঙ্কর ।
মহন্ত শ্রীগোপী বল্লভপুর শ্রীমঠর ॥
রসিক রচিত শ্রীমদ্ ভাগবতাষ্টক ।
বিবিধ স্তবাদি শ্রীশ্যামানন্দ শতক ॥
বন্দই শ্রীক্ষীরচোরা রেমুণাধিপতি ।
শ্রীরসিক চরণে রহু মোর মতি ॥

—:*:—

(৯)

কার্ত্তিক গৌর দ্বিতীয়া (ভ্রাতৃ দ্বিতীয়া)

কার্ত্তিক মাসর শুক্ল দ্বিতীয়ারে
ভ্রাতৃ দ্বিতীয়া হুঅই ।
সেদিন পূজিব শ্রীযম-যমুনা
যে জন ভক্তি ইচ্ছই ॥
ভগিনী যমুনা অতি সমাদরে
ভাই যমঙ্কু ভুঞ্জান্তি ।
ভগিনী হস্তরে সেদিন ভাইএ
খাই তৃপত হুঅন্তি ॥
শ্রীসুভদ্রাদেবী অতি আনন্দরে
বলদেব জগন্নাথে ।
খুআন্তি যতনে নীলাচল ধামে
দেবদেবীগণ সাথে ॥

—✿—

(৯২)

কার্ত্তিক গৌর দ্বিতীয়া –

শ্রীবাসুদেব ঘোষ ঠাকুরঙ্ক অপ্রকট

বাসুদেব মাধব গোবিন্দ ঘোষ নামে ।
তিনি ভাই কীর্ত্তনীয়া মহাপ্রভু সনে ॥
বাসুদেব ঘোষ কণ্ঠে মধুর গায়ন ।
গৌর নিতাই করন্তি প্রেমরে নর্ত্তন ॥
নবদ্বীপে প্রভু সঙ্গে অন্তরঙ্গ ভাবে ।
সংকীর্ত্তনে মত্ত সদা প্রভু সুখ লভে ॥
শ্রীগৌরসুন্দর প্রভু নদীয়া বিহারী ।
প্রেম রসময় সিন্ধু মহা অবতারী ॥
যিএ গৌর সেহি কৃষ্ণ সেহি জগন্নাথ ।
বাসুদেব ঘোষ বোলে করি যোড় হাত ॥
গৌর নিত্যানন্দ গুণ করি সংকীর্ত্তন ।
বাসু ঘোষ তোষুথিলে ভক্তজন প্রাণ ॥
গৌরগণোদ্দেশ দীপিকার যা বর্ণন ।
বাসুদেব গোবিন্দ মাধব তিনিজণ ॥
গুণতুঙ্গা, কলাবতী, রসোল্লাসা নামে ।
স্বরূপরে সেবারত নিত্য ব্রজধামে ॥
শ্রীপুরুষোত্তমে বিজে প্রভু গৌরহরি ।
ঘোষ যাত্রাকালে ঘোষ সংকীর্ত্তনকারী ॥

রথাগ্রে করন্তি নানা রঙ্গে সংকীর্ত্তন।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাচে দেখি ভক্ত ধন্য ॥
কাত্তিক শুক্ল দ্বিতীয়া তিথি পুণ্যতর।
অপ্রকট তিথি শ্রীল বাসুঘোষঙ্কর ॥
জয় বাসুদেব ঘোষ গৌর কীর্ত্তনীয়া।
সংকীর্ত্তনে শক্তি দিঅ করি দাসে দয়া ॥

—:*:—

(৯৩)

কার্ত্তিক গৌর অষ্টমী—

গোষ্ঠাষ্টমী

গোষ্ঠাষ্টমী অবা গোপাষ্টমী দিনে
গো পূজা শ্রেষ্ঠ বিধান।
গো গ্রাস প্রদানে গো প্রদক্ষিণ
গবানুগমন দান ॥
গোপ নাম নেলে গোপেন্দ্রনন্দন
গোপ দুঃখ নিবারিলে।
গোপাষ্টমী দিন গোগণ সজাই
মহোৎসব করাইলে ॥

—✿—

(୨୪)

କାର୍ତ୍ତିକ ଗୌର ଅଷ୍ଟମୀ–

ଶ୍ରୀଗଦାଧର ଦାସ ଠାକୁରଙ୍କ ତିରୋଭାବ

ଶ୍ରୀଗୌରାଙ୍ଗ ସଙ୍ଗୀ ଗଦାଧର ଦାସ
ନବଦ୍ୱୀପ ଅଧିବାସୀ ।
ଗଉର ବିରହେ ଛାଡ଼ି ନବଦ୍ୱୀପ
ଏଡ଼ିୟାଦହ ନିବାସୀ ॥
ଶ୍ରୀରାଧା ଅଙ୍ଗର ଶୋଭାର ସ୍ୱରୂପ
ଶ୍ରୀଲ ଗଦାଧର ଦାସ ।
ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣେ ଗଣିତ ହେଲେହେଁ
ଗୋପୀଭାବେ ସଦା ଆଶ ॥
ଗଦାଧରେ ଗୌର ଦେଲେ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦେ
ଗୌଡ଼ଦେଶ ପ୍ରଚାରରେ ।
ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ରହେ ସଦା ଆବେଶରେ
ଗଦାଧର ଶରୀରରେ ॥
ଦିନେ କାଜି ଘରେ ଗଦାଧର ଦାସ
କହିଲେ କାଜିଙ୍କୁ ଆସି ।
ହରିନାମ କର ହୋଇବ ଉଦ୍ଧାର
ଏ ବଂଶର ପାପରାଶି ।
କାଜି କହେ ମୁହିଁ ଆଜି ନ କରିବି
କାଲିକି କହିବି ହରି ॥

এহা শুণি দাস গদাধর প্রাণ
আনন্দে গলাক ভরি ॥
এবে ত' কহিল হরিনাম তুমে
পাতক হোইলা নাশ।
এতে কহু কহু গদাধর দাস
প্রেম হেলাক বিকাশ ॥
শ্রীযদুনন্দন অন্তরঙ্গ ভক্ত
গদাই নিতাই জন।
গদাধর দাস শ্রীযদুনন্দনে
ভাবুথিলে নিজ প্রাণ ॥
গোষ্ঠাষ্টমী দিন অপ্রকট হেলে
শ্রীল গদাধর দাস।
যাঁঙ্ক করুণারে গৌর নিত্যানন্দ
কৃপা লাভ অনায়াস ॥

—✿—

(৯৫)

কার্ত্তিক গৌর অষ্টমী—

শ্রীধনঞ্জয় পণ্ডিতঙ্ক অপ্রকট

পণ্ডিত শ্রীধনঞ্জয় পরম ভকত।
নিত্যানন্দ প্রাণ নিত্যানন্দে থাএ চিত্ত ॥

বৰ্দ্ধমান জিল্লা থানা মঙ্গলকোটর ।
শীতল নামক গ্রামে জনম তাঙ্কর ॥
শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু নদীয়া নগরে ।
সাঙ্গোপাঙ্গ নেই মহা সংকীর্ত্তন করে ॥
সেকালে শ্রীধনঞ্জয় ভকতি বিলাসে ।
যোগদান করিথিলে প্রেমভক্তিরসে ।
শ্রীবৃন্দাবন ধামরু ফেরি ধনঞ্জয় ।
জলন্দি গ্রামে সেবিলে শ্রীপ্রভু বিগ্রহ ॥
গোপীনাথ শ্রীগৌরাঙ্গ রাধা দামোদর ।
শ্রীশালগ্রাম সেবারে হোইলে তৎপর ॥
শ্রীবিগ্রহ এবে মধ্য অছন্তি সেঠারে ।
বৈষ্ণব সেবকে পূজে অতি নিষ্ঠাপরে ॥
শিষ্য প্রশিষ্য সম্বন্ধে ভক্ত পরিবার ।
কালক্রমে সেবন্তি সে পবিত্র পীঠর ॥
পুণ্য শ্রীকাৰ্ত্তিক শুক্ল অষ্টমী তিথিরে ।
শ্রীধনঞ্জয় পণ্ডিত অপ্রকট হেলে ॥
আজি তব তিরোধানে এতিকি মিনতি ।
তব প্রাণ নিত্যানন্দে রহু দৃঢ় ভক্তি ॥

—:০:—

(৯৬)

কার্ত্তিক গৌর নবমী—

যুগল পরিক্রমা

গোবর্দ্ধন ধারণ সমাপ্তি দিবস

শ্রীকার্ত্তিক মাসে শুক্ল নবমীরে
শ্রীকৃষ্ণঙ্ক জন্মস্থান।
শ্রীমথুরাধাম আউ বৃন্দাবন
যুগল পরিক্রমণ ॥
ইন্দ্র রোষে ত্রস্ত ব্রজবাসীগণে
অপার দয়া করিণ।
গিরি গোবর্দ্ধন ধারণ করিলে
কৃষ্ণচন্দ্র ভগবান ॥
সাতদিন পরে ইন্দ্র দর্প নাশ
গোপ গোপী সুখী হেলে।
মথুরারু আসি বৃন্দাবন ধামে
আনন্দে পরিক্রমিলে ॥
যমুনার তীরে কেশীঘাট দেই
পঞ্চকোশী বৃন্দাবন।
দল দল হোই সবু ব্রজবাসী
কলে এ দিনে ভ্রমণ ॥

সে প্রেম ভকতি যুগল পীরিতি
শ্রীযুগল পরিক্রমা।
কৃষ্ণগুণ গাই গোপ গোপী যাই
পালন্তি ভক্তি উত্তমা॥
যে করে দর্শন যে করে চিন্তন
গোপ গোপীঙ্ক এ লীলা।
শ্রীযুগল ধাম রাধা গিরিধর
তরলাএ পাপ শিলা॥

—:•:—

(৯৭)

কার্ত্তিক গৌর নবমী—

শ্রীগোপাল গুরুঙ্ক তিরোভাব

শ্রীক্ষেত্র নিবাসী শ্রীগোপাল গুরু
বক্রেশ্বর প্রভু প্রাণ।
গউর গম্ভীরা রাধাকান্ত মঠে
বিগ্রহ কলে স্থাপন॥
শ্রীস্বরূপ-রঘু আনুগত্যে রহি
মধুর রসে মজিলে।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য অতি প্রিয় পাত্র
একান্তে প্রভু সেবিলে।

"স্মরণ পদ্ধতি" গ্রন্থ সুবিদিত
গোপাল গুরু রচনা।
তাঙ্ক অপ্রকট তিথি এ নবমী
করই মুহিঁ বন্দনা॥

—ঃ০ঃ—

(৯৪)

কার্ত্তিক গৌর একাদশী (উত্থান একাদশী)—

শ্রীগৌরকিশোর দাস গোস্বামীঙ্ক তিরোভাব

ফরিদপুর সহর পদ্মাবতী তীর।
জনমিলে শুভকালে শ্রীগৌরকিশোর॥
পিতৃদত্ত স্নেহনাম থিলা বংশীদাস।
অণত্রিশ বর্ষ সেহু গৃহে কলে বাস॥
শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য বংশে হোইণ দীক্ষিত।
সংসারে রহি বৈষ্ণব শাস্ত্ররে পণ্ডিত॥
পত্নী বিয়োগর পরে গৃহ ত্যজি গলে।
শ্রীল ভাগবত দাস কউপীন দেলে॥
বরজি অন্যর সঙ্গ একাকী ভজন।
করুথিলে নিষ্ঠাসহ ইষ্ট আরাধন॥

শ্রীভক্তিবিনোদ প্রভু সঙ্গর কারণে।
বিজে স্বানন্দ সুখদ কুঞ্জর প্রাঙ্গণে॥
শ্রীভক্তিবিনোদ মুখুঁ শাস্ত্রর ব্যাখ্যান।
শুণি আনন্দ সাগরে হুঅন্তি মগন॥
মাধুকরী মিলে যাহা আনন্দে গ্রহণ।
রাধাকৃষ্ণ প্রেমরসে বিহ্বলিত মন॥
শব পরিত্যক্ত বস্ত্র গঙ্গানীরে ধোই।
নিজ অঙ্গ আচ্ছাদন করন্তি গোসাইঁ॥
কেবে হেলে অন্য ঠারু কিছি ন মাগন্তি।
বিষয়ী গৃহস্থ জনে পাখুঁ ঘউড়ান্তি॥
কপটী সন্ন্যাসী ভাব পারন্তি সে চিহ্নি।
ভজন বিহ্বল অঙ্গে ন থাএ কৌপীনী॥
বিষয়কু বিষ্ঠা সম করন্তি বর্জন।
নগরে ন যা'ন্তি যেতে ডাকিলে রাজন॥
জণাইলে নৃপবরে ত্যজিণ বৈভব।
আসহে মো পাশে যেবে অছি কৃষ্ণভাব॥
গঙ্গাকূলে কুটীররে কর তুম্ভে বাস।
মাধুকরী আহাররে কর ক্ষুধা নাশ॥
তুম্ভ পাশে কিম্পা যাই অর্জিবি দুষ্কৃতি।
শুণিণ শিক্ষা লভিলে সেহু নরপতি॥
সর্বজ্ঞ অবধূতবর গৌরকিশোর।
জাণি সে পারন্তি কেবা কলে পাপাচার॥

ভকতি বিরুদ্ধ কার্য্য যেতে অঘটণ।
নিরপেক্ষ হোই তাহা কলেক খণ্ডন ॥
শ্রীল সরস্বতী ভক্তিসিদ্ধান্ত ঠাকুরে।
মন্ত্রদান পূর্বরু সে পরীক্ষে কঠোরে ॥
অবশেষে কৃপা করি অঙ্গীকার কলে।
সরস্বতী প্রভুপাদে দীক্ষামন্ত্র দেলে ॥
শ্রীগৌরকিশোর পরে হেলে দৃষ্টিহীন।
তথাপি করন্তি সেহু সর্বত্র ভ্রমণ ॥
শ্রীকৃষ্ণ দেখান্তি পথ অন্তররে থাই।
নিশীথ প্রহরে যান্তি গঙ্গা পার হোই ॥
নকলি বৈষ্ণব অবা থিলে কাহিঁ কিএ।
গোস্বামীঙ্ক সম্মুখকু ন আসন্তি ভয়ে ॥
কহিলে জণে বাবাজী শুণন্তু গোসাইঁ।
রাণী মোতে কৃপা করি দান কলে ভূইঁ ॥
শুণি গউর কিশোর বৃথা আস্ফালন।
কহে অপ্রাকৃত ভূমি কে করিব দান ॥
সারা বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডর রত্ন হেলে ঠুল।
নবদ্বীপ ধূলি কণা সঙ্গে নুহেঁ তুল ॥
শ্রীগৌরকিশোর দাস দর্শনে পবিত্র।
হুঅই পাপিষ্ঠ জন শুদ্ধ শুচিবন্ত ॥
কার্ত্তিকে হরি উত্থানে শ্রীহরিবাসরে।
নিত্যধামে প্রবেশিলে শ্রীগৌরকিশোরে ॥

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত প্রভুপাদ যাই।
গৌরকিশোর শ্রীঅঙ্গ নেলেক উঠাই ॥
অসৎসঙ্গী যেবা সে স্পর্শি ন পারিলে।
শ্রীল প্রভুপাদ গুরু সমাধি রচিলে ॥
জয় শ্রীগৌরকিশোর গৌর নিজজন।
শ্রীল প্রভুপাদ প্রাণ প্রণতি মো ঘেন ॥

—:*:—

(৯৭)

কার্ত্তিক গৌর দ্বাদশী—

শ্রীকৃষ্ণঙ্কর বরুণলোক গমন

কার্ত্তিক মাসর শুক্ল একাদশী দিন।
অল্পক্ষণ থিলামাত্র দ্বাদশী পারণ ॥
নন্দ গলে স্নান করি যমুনার জলে।
অসুর হরিণ নেলে বরুণর আলে ॥
শুণি কৃষ্ণ এহি কথা বরুণ নিকট।
সাক্ষাতে সাগর মধ্যে হোইলে প্রকট ॥
দিব্য মণি রত্ন দেই পূজিল বরুণ।
ক্ষমা কর প্রভু মোতে ধরুছি চরণ ॥
নন্দঙ্কু ফেরাই দেলে বরুণ সত্বর।
কৃষ্ণ নন্দে নেই বাহুড়িলে নিজ ঘর ॥

নন্দ কহে মোর পুত্রে বরুণ পূজিলা।
এতে ধন থাই সে ত গরব ন কলা॥
কি অবা কহিবি মুহিঁ শুণ গোপগণ।
মোর পুঅ কৃষ্ণ অটে প্রভু নারায়ণ॥
কৃষ্ণ ব্রহ্ম হ্রদে নেলে সবু গোপপুরী।
ব্রজবাসীঙ্কু দেখান্তি গোলোকর শিরী॥
আজি কৃষ্ণ যাইথিলে বরুণর আল।
এ তিথি পালনে হুএ পরম মঙ্গল॥

—:•:—

(১০০)

কার্ত্তিক গৌর চতুর্দ্দশী (বৈকুণ্ঠ চতুর্দ্দশী)—
শ্রীভূগর্ভ গোস্বামীঙ্ক তিরোভাব

ব্রজে ভজনে আবিষ্ট ভূগর্ভ গোসাইঁ।
কেবে ন বলান্তি মন অন্য কথা পাইঁ॥
লোকনাথ সঙ্গে বাস বরজ মণ্ডলে।
সতত কটান্তি কাল শ্রীনাম মঙ্গলে॥
শ্রীগদাধর পণ্ডিত ভূগর্ভঙ্ক গুরু।
ভূগর্ভ চিন্তে গদাই শ্রীবরজ পুরু॥
গোবিন্দদেব পূজারী শ্রীচৈতন্য দাস।
ভূগর্ভঙ্ক শিষ্য হোই রহে গুরু পাশ॥

ଶ୍ରୀମୁକୁନ୍ଦାନନ୍ଦ ଆଉ ପ୍ରେମୀ କୃଷ୍ଣ ଦାସ ।
ଭୂଗର୍ଭଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ହୋଇ ସେବନ୍ତି ଅଶେଷ ॥
ଭାଗବତ ଦାସ ସହ ଭୂଗର୍ଭ ଗୋସାଇଁ ।
ଆନନ୍ଦେ ରହନ୍ତି ବ୍ରଜେ ପ୍ରଭୁ ଗୁଣ ଗାଇ ॥
ବ୍ରଜଲୀଳାରେ ଯେ ଥିଲେ ଶ୍ରୀପ୍ରେମ ମଞ୍ଜରୀ ।
ଗୌର ଲୀଳାରେ ଭୂଗର୍ଭ ରୂପେ ଅବତରି ॥
ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନିଗୂଢ଼ ପ୍ରେମ କଲେ ଆସ୍ୱାଦନ ।
ଶ୍ରୀବୈକୁଣ୍ଠ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ଦିନ ତିରୋଧାନ ॥
ଯେ ଭୂଗର୍ଭ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଜୟ କରେ ଗାନ ।
ଗୌର କୃଷ୍ଣ କୃପା ଲଭେ ସେହି ଭାଗ୍ୟବାନ ॥

—✿—

(୧୦୧)

କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା—

ଶ୍ରୀରାସ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା

ରାସ ବିନୋଦିୟା ଶ୍ୟାମରାଏ ।
ଭଙ୍ଗୀରେ ଯେ ଭୁବନ ଭୁଲାଏ ॥
ଦଳିତ ଅଞ୍ଜନ ଘନଘଟା ।
କିବା ସୁକୋମଳ ଅଙ୍ଗ ଛଟା ॥
ମୟୂର ଚନ୍ଦ୍ରିକା ଶିରେ ଶୋଭେ ।
ଦୂତୀଗଣ ମନ ତହିଁ ଲୋଭେ ॥
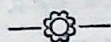
চঞ্চল কুণ্ডল শ্রুতি তটে ।
দোলই মুকুতা নাসা পুটে ।।
গলে বিলসই বনমালা ।
ঘেরি অছন্তি বরজবালা ॥
রাসবিলাসিনী রাঈ রাসে ।
বিরাজই শ্যাম বাম পাশে ॥
বৃন্দাদেবী মনোরথ পূর্ণ ।
কামদেব গর্ব করে চূর্ণ ।।
নাচই রসিকরাজ শ্যাম ।
গাআন্তি গোপীএ তাঙ্ক নাম ॥
রাস মণ্ডল মজে সঙ্গীতে ।
সখীগণ শোভা সুমণ্ডিতে ॥
শ্রীরাস পূর্ণিমা জয় জয় ।
যুগল মিলন মধুময় ॥

—✿—

(১০২)
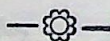
কার্ত্তিক পূর্ণিমা—

শ্রীবৃন্দাবনে মহাপ্রভুঙ্কর শুভ আগমন

বিজয়া দশমী দিনে শ্রীক্ষেত্র ছাড়িণ ।
ঝারিখণ্ড পথে প্রভু যাএ বৃন্দাবন ।।

তিনিদিন পাইঁ প্রভু প্রয়াগে রহিলে।
কৃষ্ণনাম প্রেম দেই লোক নিস্তারিলে ॥
মথুরা আসিণ প্রভু প্রেমাবিষ্ট হেলে।
কৃষ্ণ জন্মস্থানে আদি কেশব দেখিলে ॥
প্রভু দেখি বৃন্দাবন স্থাবর জঙ্গম।
আনন্দিত হোই সর্বে করে আলিঙ্গন ॥
মহাপ্রভু বৃন্দাবন শুভ আগমন।
শ্রীচরিতামৃত গ্রন্থে বিস্তৃত বর্ণন ॥
শ্রীরাস পূর্ণিমা তিথি এহি স্মৃতি নেই।
মজাএ ব্রজবাসীঙ্কু কৃষ্ণপ্রেম দেই ॥

—:০:—

(১০৩)

কার্ত্তিক পূর্ণিমা—

শ্রীসুন্দরানন্দ ঠাকুরঙ্ক তিরোভাব

সুদাম সখা যে গোপে সখ্যভাব বহি।
বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণঙ্ক সাথে রখে গাঈ ॥
নানা রঙ্গে ক্রীড়া করে গোপবাল তুলে।
অবতরি মর্ত্ত্যে শ্রীসুন্দরানন্দ হেলে ॥
শ্রীপাট মহেশপুর গ্রামরে জনম।
অদ্যাপি প্রকট তহিঁ তাঙ্ক ভিটা চিহ্ন ॥

নিত্যানন্দ শাখা তাঙ্ক পার্ষদ প্রধান।
প্রেমরস. সমুদ্র সদা কৃষ্ণপ্রেমে মগ্ন ॥
যাহা সঙ্গে নিত্যানন্দ করে ব্রজনর্ম।
স্নুন্দরানন্দ ঠাকুর বৈষ্ণব অনুপম ॥
ফুটাএ কদম্ব ফুল জম্ভীর গছরে।
প্রেমোন্মাদে জলুধরি আণিলে কুম্ভীরে ॥
বিবাহ ন করি প্রভু ব্রহ্মচারী হেলে।
কার্ত্তিক পূর্ণিমা দিন লীলা সাঙ্গ কলে ॥
জয় শ্রীস্নুন্দরানন্দ ঠাকুর জয় জয়।
তব করুণারে কৃষ্ণ প্রেমর উদয় ॥

—ঃoঃ—

(১০৪)

মার্গশীর কৃষ্ণ একাদশী—

শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুরঙ্ক তিরোভাব

বর্দ্ধমান শ্রীখণ্ডরে নরহরি নামে।
জনমিলে মহাভাগ সে পবিত্র ধামে ॥
মুকুন্দ মাধব আউ থিলে দুই ভাই।
ধন্য কলে কুল গ্রাম আবির্ভূত হোই ॥

শ্রীগৌরাঙ্গ মহা শাখা প্রেমদানে শক্তি।
নরহরি সরকার ব্রজে মধুমতী ॥
চৈতন্য মঙ্গল গ্রন্থে শ্রীলোচন দাস।
লেখে গুরু নরহরি মহিমা বিশেষ ॥
নরহরি সরকার ঠাকুর মঙ্গল।
কৃষ্ণপ্রেমময় তনু প্রেম অনর্গল ॥
শ্রীগৌরাঙ্গ আরতীরে শ্রীচামর সেবা।
নিত্য করুথিলে মহা আনন্দরে যেবা ॥
"শ্রীকৃষ্ণ ভজনামৃত" এহাঙ্ক রচিত।
যহিঁরে সিদ্ধান্ত সার হেলা প্রচারিত ॥
দিনে স্বপ্ন সমাধিরে শ্রীল নরহরি।
দেখিলে গৌর আসিলে সার্বভৌমে ধরি ॥
নরহরি সমাধিস্থ হোই প্রশ্ন কলে।
গৌর সার্বভৌম তাঙ্কু উত্তর যে দেলে ॥
সর্ব বৈষ্ণবঙ্ক প্রাণ শ্রীভজনামৃত।
যহিঁ গুরু তত্ত্বচয় হোইছি উদ্ধৃত ॥
গৌরকৃষ্ণ লীলাগীতি রচিলে অনেক।
যাহা পাঠ করি যাএ সবু দুঃখ শোক ॥
মার্গশীর মাস কৃষ্ণ একাদশী দিন।
শ্রীঠাকুর নরহরি হেলে তিরোধান ॥
শ্রীগৌর বিরহী জয় জয় নরহরি।
কৃপা কর এ অধমে দৃষ্টিপাত করি ॥

—:০:—

(১০৫)

মার্গশীর গৌর দ্বিতীয়া—

শ্রী শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভুঙ্কর যাজিগ্রামরু বৃন্দাবন যাত্রা

শ্রীনিবাস বাহারিলে যেবে বৃন্দাবন।
খণ্ডবাসী ভক্তগণ কলেক বন্দন॥
আসি যাজিগ্রামে মাগে মাতাঙ্কু বিদায়।
বিদায় দেলেক মাতা হোইণ অথয়॥
মার্গশীর শুক্ল পক্ষ দ্বিতীয়া দিবস।
কণ্টকনগর পথে চালে শ্রীনিবাস॥
কেতেদিনে গয়াক্ষেত্রে প্রবেশ হোইলে।
বিষ্ণু পাদপদ্ম দেখি প্রেমাবিষ্ট হেলে॥
অযোধ্যা প্রয়াগ পথে কলে দরশন।
সেহি ঠারু শ্রীনিবাস গলে বৃন্দাবন॥

—:০:—

(১০৬)

মার্গশীর গৌর পঞ্চমী—

তিনি আচার্য্যঙ্কর ভক্তিগ্রন্থ নেই গৌড়দেশে যাত্রা

নরোত্তম শ্যামানন্দ সহ শ্রীনিবাসে।
ব্রজধাম ভক্তগণ দেলেক আদেশে ॥
গৌড়দেশে ভক্তিগ্রন্থ যত্নে নেই যাঅ।
মার্গশীর শুক্ল পক্ষে বিদায় যে হুঅ ॥
বিদায় নেলেক তিনি আচার্য্য গোসাইঁ।
আজ্ঞা শিরোধার্য্য কলে গৌড়ে যিবা পাইঁ ॥
সকলে বিকল হেলে বিদায় কালরে।
গাড়িরে গ্রন্থ রখিণ চালিলে সকলে ॥
আজি সেহি শুভ তিথি করুছু স্মরণ।
যেউঁ গ্রন্থ পাই আমে করুছুঁ পঠন ॥
বন বিষ্ণুপুর রাজা শ্রীবীর হাম্বীর।
গ্রন্থ চোরি করি দুঃখ দেলেক বিস্তর ॥
ধনপূর্ণ বাক্স ভাবি রাত্রে কলে চোরি।
শ্রীনিবাস স্ব প্রভাবে থিলে তা' উদ্ধরি ॥
সবংশরে রাজা শিষ্য হেলে সেহি স্থানে।
ভক্তিগ্রন্থ ভক্তস্থানে কলেক প্রদানে ॥

—ঃ০ঃ—

(১০৭)

মার্গশীর গৌর ষষ্ঠী—

ওঢ়ণ ষষ্ঠী

মার্গশীর মাস ওঢ়ণ ষষ্ঠীটি
শ্রীক্ষেত্রে অটে প্রধান।
তিনি ঠাকুর যে মাণ্ডুআ বসন
করন্তি যে পরিধান ।।
শীত দিন সেবা অতি প্রীতিময়ী
প্রভু করন্তি গ্রহণ।
শীত নিবারণে ওঢ়ণর লাগি
করন্তি সেবকগণ ।।
মাণ্ডুআ বসন নুহেঁ যে পবিত্র
পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি।
ভাবিথিলে বোলি প্রভু দেলে শাস্তি
শিক্ষা অছি অদ্যাবধি ॥
মুখ্য চান্দ্র মাঘী চতুর্থী অবধি
ওঢ়ণ হেব যে লাগি।
দুই মাস যাএ শীত লুগা পাইঁ
হুএ প্রভু অনুরাগী ।।
ধন্য নরলীলা ধন্য অবতার
জগন্নাথ ধরাধামে।

ভক্ত হৃদ বুঝি স্বয়ং ভগবান
লগান্তি সে সেবাকামে ॥
পারবণ ষষ্ঠী হুএ নামান্তর
মন্দিরে মন্দিরে সেবা ।
পিন্ধন্তি আনন্দে শীতর বসন
অন্য দেবদেবী যেবা ॥
পঞ্চমী রাত্ররে শ্রীচন্দন লাগি
পরে হুঅই সজড়া ।
পাগ সহ হুএ তিনি ঠাকুরঙ্ক
পতনি খণ্ডুআ যোড়া ॥
মদন মোহন কাছটি কবরী
যোড় শ্রীলক্ষ্মীঙ্ক পাইঁ ।
শ্রীজগন্নাথঙ্ক সেবা সমাপনে
অধিবাস হেব যাই ॥
বড় শৃংগারর ভোগ যে হুঅই
মহাস্নানান্তে মণোহি ।
বিড়িআ প্রদান হেলা পরে যাই
আলতি পহুড় হোই ॥
তাহা পরদিন ওড়ণ পার্বণ
নীতি হুএ যথাযথ ।
অপ্রাকৃত বুদ্ধি করিণ সেবন্তি
এহা অটে ভক্তি পথ ॥

—:০:—

(১০৮)

মার্গশীর গৌরাষ্টমী—

শ্রীমধুসূদন দাস গোসামীঙ্ক তিরোভাব

মার্গশীর গৌরাষ্টমী বন্দে পূতদিনে নমি
সূর্য্যকুণ্ডে শ্রীমধুসূদন ।
শ্রীল বলদেব দাস শ্রীউদ্ধব যার শিষ্য
শ্রীউদ্ধব শিষ্য মধু ধন্য ॥
অন্ধকার যুগ কালে মধু স্ব ভজন বলে
শুদ্ধভক্তি কলে সংরক্ষণ ।
শ্রীবৈষ্ণব সার্বভৌম জগন্নাথ দাস নাম
শ্রীমধুসূদন প্রিয়জন ॥
যহিঁ শ্রীমতী কিশোরী সূর্য্যপূজা ছল করি
ভেটন্তি আনন্দে বনমালী ।
সূর্য্যকুণ্ড তহিঁ স্থিতি ভক্তজন যথা প্রীতি
শ্রীরাধা শ্রীপাদপূজা স্থলি ॥
শ্রীমধুসূদন দাস সমাধিটি পরকাশ
'হরেকৃষ্ণ' 'হরিবোল' পট ।
হুএ এঠি প্রপূজিত শ্রীগিরিধারী সহিত
ধন্য করি সূর্য্যকুণ্ড তট ॥
শ্রীগোবিন্দ জগন্নাথ শ্রীহরি গোপাল সাথ
মধুসূদনঙ্ক তিনি শিষ্য ।

শ্রীভাগবত শ্রবণ করি গুরু সেবা প্রাণ
পূজন্তি স্ব ইষ্ট জগদীশ ।।
ভাগবত শ্রবণাশে এক অজগর আসে
শ্রীমধুসূদন আশ্রমে ।
শ্রীভাগবত তন্ময় সদা মহানন্দময়
মধু সূর্য্যকুণ্ড পরিক্রমে ॥
জয় শ্রীমধুসূদন শ্রীমতীর প্রাণধন
মধ্যাহ্ন লীলারে নিমগন ।
তব তিরোধান দিন তব স্মৃতি সুমহান
ভক্তিভরে করই বন্দন ॥

—:※:—

(১০৯)

মার্গশীর পূর্ণিমা—

শ্রীল ভক্তি প্রদীপ তীর্থ গোস্বামীঙ্ক অপ্রকট

পূর্ববঙ্গ নূআখালি হাতিআ গ্রামরে ।
রজনীকান্ত বিধুমুখী দেবীঙ্ক উদরে ॥
শ্রীভক্তি প্রদীপ তীর্থ হোইলে জনম ।
যোগেন্দ্র বোলি তাঙ্কর থিলা পূর্বনাম ॥

উনবিংশ দশ সাল ফাল্‌গুন পূর্ণিমা।
শ্রীগৌর জয়ন্তী তিথি নাহিঁ যা উপমা॥
এমন্ত শুভ দিনরে নবদ্বীপ যাই।
আত্মনিবেদিলে ভক্তিবিনোদঙ্ক ঠাইঁ॥
সে সময়ে শ্রীযোগেন্দ্র বি. এ. পাশ পরে।
শিক্ষকতা করুথিলে কলিকতা ঠারে॥
শ্রীভক্তিবিনোদ পাদপদ্মে পরপন্ন।
করিণ মাগন্তি কৃপা হোইণ নিউন॥
বিদ্যাবান লোক হুএ সতত নিউন।
ফল ভরে অবনত যথা তরুগণ॥
তেমন্ত সদ্‌গুণ মান তাঙ্ক ঠারে দেখি।
শ্রীভক্তিবিনোদ প্রভু মনে হেলে সুখী॥
আদেশিলে শ্রীগৌরকিশোরে ভেট যাই।
হোইলে সে মহানন্দ দরশন পাই॥
বৈষ্ণবপ্রবর প্রভু শ্রীগৌরকিশোর।
কহিলে তাহাঙ্কু দেখি সংকীর্ত্তন কর॥
"গৌরাঙ্গ বলিতে হবে পুলক শরীর"।
গাইলে ভকতি ভরে ভকত সুধীর॥
প্রভু শ্রীগৌরকিশোর শুণি আনন্দিত।
বুঝাইলে বৈষ্ণবঙ্ক যাহাকি উচিত॥
কহন্তি যে শ্রীযোগেন্দ্র করি নাহিঁ গুরু।
উত্তরিলে বাবাজী তা হোইছি আগরু॥

ଦର୍ଶନ କରିଛ ତୁମେ ଭକତି ବିନୋଦେ ।
ଆତ୍ମନିବେଦନ କର ତାହାଙ୍କର ପଦେ ॥
ମାୟାପୁର ଧାମ ଆତ୍ମନିବେଦନ ସ୍ଥାନ ।
ମାୟାରେ ଭ୍ରମିଣ ତାହା ନ ଲୋଡ଼ନ୍ତି ଜନ ॥
ଶୁଣି ତାହାଙ୍କର ବାଣୀ ହୋଇ କୃତକୃତ୍ୟ ।
ମୁଣ୍ଡନ ଇତ୍ୟାଦି କରି ହୋଇଲେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ॥
ଗୋଦ୍ରୁମେ ଠାକୁର ଶ୍ରୀଲ ଭକତିବିନୋଦ ।
ମନ୍ତ୍ର ଦୀକ୍ଷା ଦେଲେ ତାଙ୍କୁ ହୋଇଣ ପ୍ରମୋଦ ॥
ଶ୍ରୀଜଗଦୀଶ ହୋଇଲା ତାଙ୍କ ଦୀକ୍ଷା ନାମ ।
ଗୁରୁବାକ୍ୟ ପାଳନରେ ନିଷ୍ଠା ଅନୁପମ ॥
ଆଚରଣେ ଶିଖାଇଲେ ଯାହା ଶିଷ୍ୟ ଧର୍ମ ।
କାୟମନୋବାକ୍ୟେ କରି ପରମାର୍ଥ କର୍ମ ॥
ଊନବିଂଶ ସାଲେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ବିୟୋଗରେ ।
ଗୃହ ତ୍ୟାଜି ଜଗଦୀଶ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଆଚରେ ॥
ପ୍ରଭୁପାଦ ସରସ୍ୱତୀ ଠାକୁର ମହାନ ।
ତ୍ରିଦଣ୍ଡ ସନ୍ନ୍ୟାସ ତାଙ୍କୁ କରିଲେ ପ୍ରଦାନ ॥
ପ୍ରଥମ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ରୂପେ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ।
ଆଜ୍ଞା ଲଭି ଭ୍ରମି କଲେ ଶ୍ରୀନାମ ପ୍ରଚାର ॥
ପଶ୍ଚିମ ଭୂଖଣ୍ଡ ଇଉରୋପ ମହାଦେଶ ।
ଗୌରବାଣୀ ହୃଦେ ବହି ହୋଇଲେ ପ୍ରବେଶ ॥
ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ ସେହୁ ଇଂଲଣ୍ଡ ଦେଶରେ ।
ଶ୍ରୀଲ ପ୍ରଭୁପାଦ ବାଣୀ ବିଶେଷେ ପ୍ରଚାରେ ॥

অমিয় শ্রীগৌরবাণী জীবনী মধুর।
গীতা অনুবাদ করি করিলে প্রচার॥
শ্রীসিদ্ধান্ত সরস্বতী অপ্রকট কালে।
শ্রীল তীর্থ মহারাজ পাদতলে থিলে॥
শ্রীপুরী গোস্বামী আজ্ঞা পাই গুরু হেলে।
জণ কেতে হরিনাম দীক্ষাদান কলে॥
মিশন মঙ্গল কার্য্যে কাটি কিছিকাল।
শুভাগমন করিলে ক্ষেত্র নীলাচল॥
শ্রীপুরুষোত্তম মঠে করিলে ভজন।
শ্রীগৌর গোবিন্দ পদে আত্মসমর্পণ॥
মার্গশীর কাত্যায়িনী পূর্ণিমা তিথিরে।
শ্রীভক্তি প্রদীপ তীর্থ অপ্রকট হেলে॥
করিবা পূর্বরু সেহু নিত্য ধামে গতি।
অপূর্ব ভাবরে বিভাবিত মহা যতি॥
নিত্য নিয়মিত সেবা সর্ব সম্পাদিলে।
জপমালা হাতে ধরি আসনে বসিলে॥
শ্রীচৈতন্য ভাগবতু নগর কীর্ত্তন।
নির্দ্দেশিলে মহারাজ কর পারায়ণ॥
শুণু শুণু প্রেমে গদ্‌গদ্ সমাধিস্থ।
দেখিলে গৌর নিতাই গদাধর সাথ॥
হা গৌর হা নিত্যানন্দ হা হা গদাধর।
প্রেমাবেশে উচ্চারিণ ত্যজে কলেবর॥

হে তীর্থ গোস্বামী তুমে করুণার সিন্ধু ।
অহৈতুকী কৃপা করি দিঅ কৃপাবিন্দু ॥

—:•:—

(১১০)

পৌষ কৃষ্ণ চতুর্থী –

শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদঙ্ক তিরোভাব

মাঘী কৃষ্ণ পঞ্চমী অঠরশ চৌস্তরী ।
আবির্ভূত প্রভুপাদ জীবে দয়া করি ॥
“উংকলে পুরুষোত্তমাৎ” – বাণীর সার্থক ।
নীলাচলে আবির্ভাব কলা তা ব্যকত ॥
বড় দাণ্ডে জন্মপীঠ শ্রীমন্দির শোভা ।
চৈতন্য গৌড়ীয় মঠ ভক্ত মনোলোভা ॥
পিতা শ্রীভক্তিবিনোদ ভক্তি ভগীরথ ।
ভগবতী দেবী থিলে প্রভুপাদ মাত ॥
অন্নপ্রাশণ হোইলা বিমলা প্রসাদে ।
‘বিমলা প্রসাদ’ নাম দেলে প্রভুপাদে ॥
মাতা ভগবতী পুত্র মঙ্গল করণে ।
রথপরে গড়াইলে প্রভুঙ্ক চরণে ॥
গুরুণ্ডি যাইণ শ্রীজগন্নাথঙ্ক চরণ ।
ধরিলা বেলরে মালা শিরে খসে পুণ ॥

পণ্ডা পড়িহারী যেতে রথপরে থিলে।
জয় প্রভু জগন্নাথ জয় দান কলে॥
কহন্তি পণ্ডা গোসাইঁ ভকতর চিহ্ন।
নিশ্চে শিশু বিষ্ণু ভক্ত এহা তা' প্রমাণ॥
জগন্নাথ পদে মাতা ঢালি অশ্রুধারা।
পালিলে সে পুত্রমণি প্রেমে আত্মহরা॥
ভক্তি ভবনর ভিত্তি খোলা যিবা কালে।
শ্রীকূর্মদেব বিগ্রহ আবির্ভাব হেলে॥
সাত বর্ষে মন্ত্র দান কলে শ্রীবিনোদ।
বিমলা প্রসাদ পূজে নিতি কূর্মদেব॥
উচ্চ ইংরাজীর শেষে সংস্কৃতাধ্যয়ন।
সহজে হোইলে শাস্ত্র জ্ঞানে সুনিপুণ॥
অনর্থক জড় বিদ্যা মায়া আবরণ।
শাস্ত্র যুক্তি দেখাইলে ন কর বরণ॥
পেট পোষা পাঠ পড়ি নাহিঁ কিছি লাভ।
প্রতিষ্ঠা সংসার সুখ তহুঁ যা' মিলিব॥
ভক্তি পথরে এ সবু অন্তরায় হেব।
হরিভজন ন করি নরকে পড়িব॥
নানা ভক্তিগ্রন্থ পাঠ বিগ্রহ পূজন।
সদাচার হরিনাম শ্রবণ কীর্ত্তন॥
চউপাঠী এক সেহু করিলে স্থাপন।
ভক্তিগ্রন্থ অধ্যয়ন কলে শিষ্যগণ॥

জ্যোতিষ শাস্ত্রে নিপুণ হোই যুবাকালে।
শাস্ত্র সংকলনে প্রভু মনোযোগ কলে।।
গউড় মণ্ডল তীর্থ করিলে ভ্রমণ।
পিতাঙ্ক সহ দেখিলে যেতে পূত স্থান।।
কর্ম অভিনয়ে পুণি গলে সে ত্রিপুরা।
"রাজ রত্নাকর" গ্রন্থ তহিঁ কলে পূরা।।
রাজন্যবর্গ চরিত বিরচিত গাথা।
কালক্রমে সেহি গ্রন্থে বর্ণিত সে কথা।।
রামচন্দ্র মিশ্র নামে কাশীর পণ্ডিত।
শ্রীল সরস্বতী সঙ্গে হোইলে যুকত।।
নানা শাস্ত্র আলোচনা কলে মিলি দুহেঁ।
বৈরাগ্য উদয় হেলা চিত্ত স্থির নুহেঁ।।
শ্রীভক্তিবিনোদ আদেশিলে পুত্রবরে।
আশ্রা কর অবধূত শ্রীগৌরকিশোরে।।
পিতাঙ্ক আদেশ পাই সাগ্রহ অন্তরে।
দীক্ষা প্রার্থনা করিলে শ্রীগৌরকিশোরে।।
বৈষ্ণব গোসাই সেহু করুণা সাগর।
ফেরাইলে নিরাশরে তাঙ্কু বারম্বার।।
অন্তরে করুণা কিন্তু পরীক্ষার পাইঁ।
কপটে কোপ করন্তি বৈষ্ণব গোসাইঁ।।
দৃঢ় নিষ্ঠা দেখি গুরু হেলে পরসন্ন।
হোইলা লাভ অলভ্য গুরু কৃপা ধন।।

মহা অবধূত প্রভু শ্রীগৌরকিশোর ।
বৈরাগ্যে ভিজা তণ্ডুল করন্তি আহার ॥
শ্মশানর পরিত্যক্ত মৃত্তিকা ঘটরে ।
অন্ন রান্ধি নিবেদন্তি প্রেমর ঠাকুরে ॥
শ্মশানু সাউঁটা বস্ত্র ধোই গঙ্গানীরে ।
পবিত্র করি তাহাকু পিন্ধন্তি অঙ্গরে ॥
সর্বত্যাগী মহাগুরু শ্রীগৌরকিশোর ।
মন্ত্রদীক্ষা দেই কলে করুণা প্রচুর ॥
উনবিংশ সালে প্রভু পিতৃদেব তুলে ।
রেমুণা কটক হোই পুরীধামে গলে ॥
গৌড়ীয় আকাশু যেবে গৌর পারিষদ ।
ক্রমে গলে অপসরি ঘোটিলা প্রমাদ ॥
সে সময়ে ঠাকুর শ্রীভকতি বিনোদ ।
প্রচারার্থে পুত্র সহ হোইলে উদ্যত ॥
শুদ্ধভক্তি সমন্বিত রচি বহু গ্রন্থ ।
সুপুত্র হস্তরে সর্ব কলে সেহু ন্যস্ত ॥
শ্রীগৌরবাণী প্রচার চিত্তে সদা চিন্তি ।
হোইলে কার্য্যে নিযুক্ত শ্রীল সরস্বতী ॥
করিলে প্রতিষ্ঠা নানা স্থানে নামহট্ট ।
সংস্কারি প্রপন্নাশ্রম আউ নানা মঠ ॥
মায়াপুরে নিতি তিনি লক্ষ নাম কলে ।
শতকোটি মহামন্ত্র ব্রত উদ্‌যাপিলে ॥

পিতা শ্রীভক্তিবিনোদ মাতা ঠাকুরাণী।
অপ্রকট হেলে দুহেঁ করি আশীর্বাণী॥
গোসাইঁ রূপরে অপসিদ্ধান্ত প্রচার।
ধর্ম ব্যবসায় করি পোষন্তি উদর॥
অকাট্য যুক্তি বলরে কলে ছারখার।
জগদ্‌গুরু প্রভুপাদ রূপানুগবর॥
আউল বাউল নেড়া নেড়ি দরবেশ।
অপসম্প্রদায় মান কলে ক্রমে নাশ॥
প্রকটিত হেলা গৌর নাম দিবাকর।
দূরীভূত হেলা অপধর্ম-অন্ধকার॥
শাস্ত্র যুক্তে খণ্ডিণ সে নানা অপমত।
জগতে স্থাপিলে শুদ্ধ ভকতি সিদ্ধান্ত॥
উনবিংশ অষ্টাদশে গৌর জয়ন্তীরে।
ত্রিদণ্ডী সন্ন্যাস লীলা পরিগ্রহ কলে॥
স্থাপিলে চৈতন্য মঠ ধাম মায়াপুরে।
পূজিলে গৌর বিনোদ পরাণ তহিঁরে॥
নবদ্বীপ পরিক্রমা বিপুল প্রচার।
দেশু দেশু লোক আসি শিখিলে আচার॥
মায়াপুর যোগপীঠে গৌর জন্মস্থানে।
বিরাট মন্দির তোলি প্রকাশে অর্চ্চনে॥
প্রাচ্য পাশ্চাত্যে শ্রীমঠ সংস্থাপন করি।
ভজন পূজনে তোষ কলে গৌরহরি॥

'বৃহত্ মৃদঙ্গ' নামে মুদ্রালয় স্থাপি ।
বিপুল প্রচার কলে ভক্তিগ্রন্থ ছাপি ॥
ত্রিদণ্ডী সন্ন্যাসীগণে করিলে প্রেরণ ।
নাম প্রচারার্থে গলে দিগে দিগে পুণ ॥
প্রভুপাদ গণেশ অনন্ত বাসুদেব ।
গৌড়ীয়র সম্পাদক শ্রীসুন্দরানন্দ ॥
শ্রীভক্তি প্রদীপ তীর্থ ঔড়ুলোমি মহারাজ ।
শ্রীভক্তি শ্রীরূপ পুরী ভববন্ধচ্ছিদ ॥
ভক্তি সুধাকর ভক্তি বৈভব সাগর ।
প্রভুপাদ অন্তরঙ্গ প্রিয় পরিকর ॥
তেষঠি বরষ যাএ করিলে প্রচার ।
নিত্যলীলা প্রবেশিবা আগু গুরুবর ॥
সকল ভকতগণে করি সমবেত ।
ভাবাবিষ্ট হোই কিছি আদেশিলে হিত ॥
আশ্রয় বিগ্রহানুগত্যে সর্বদা রহিব ।
রূপ রঘুনাথ বাণী প্রচার করিব ॥
জানুয়ারী পহিলা উনবিংশ সইঁত্রিশ ।
অপ্রকট বার্ত্তা পত্রে হোইলা প্রকাশ ॥
পউষ মাসর কৃষ্ণ চতুর্থী দিবস ।
কৃষ্ণ নিশান্ত লীলারে স্বধামে প্রবেশ ॥
শ্রীগৌড়ীয় মঠ তাঙ্ক অপ্রকট স্থান ।
যহিঁ প্রভুপাদ কলে বহু শিক্ষাদান ॥

শ্রীমায়াপুরে সমাধি দেলে ভক্ত নেই।
তাঙ্ক বাণী লেখি তহিঁ দেলেক সজাই॥
গৌড়ীয় আকাশু দিব্য নক্ষত্র লূচিলে।
বিরহে সহস্র শিষ্য আকুল হোইলে॥
নদীয়া আকাশে চান্দ শ্রীশ্রীগৌরচন্দ্র।
শ্রীগৌর সমাজে সেহু সিদ্ধ 'প্রভুপাদ'॥
আনে প্রভুপাদ বোলি কলে সম্বোধন।
বৈষ্ণব পরম্পরার হুঅই লংঘন॥
শ্রীভক্তিবিনোদ আত্মা শ্রীল প্রভুপাদ।
শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী নামে খ্যাত॥
শ্রীল প্রভুপাদ মোর প্রভু-প্রাণ-মণি।
দিন যাউ প্রভুপাদ গণ গুণ গুণি॥

—:০:—

(১১১)

পৌষ কৃষ্ণাষ্টমী—

শ্রীমদ্ ভক্তিকেবল ঔডুলোমি গোস্বামীঙ্ক আবির্ভাব

জয় জয় গুরুদেব শ্রীভক্তিকেবল।
তব আবির্ভাবে বিশ্বে পরম মঙ্গল।

পূর্ববঙ্গে বরিশালে বানারি পড়ারে।
অঠরশহ পঞ্চানবে ইংরাজী সালরে ॥
মার্গশীর্ষ কৃষ্ণাষ্টমী তিথি শুভ বেলে।
শ্রীভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি প্রকটিলে ॥
পিতা শ্রীশরতচন্দ্র গুহ ঠাকুরতা।
ভুবন মোহিনী দেবী অটন্তি যে মাতা ॥
জ্যেষ্ঠ পুত্র পিতাঙ্কর সর্ব বিলক্ষণ।
শ্রীপ্রমোদ বিহারী প্রভুঙ্ক বাল্যনাম ॥
বাল্যকালু সুকণ্ঠ গায়ক সুনর্ত্তক।
সুস্বভাব সুশীল সুবক্তা সুলেখক ॥
সুমেধা সুব্রত সুশ্রী সুজ্ঞ সুলক্ষণ।
সুধীর সুস্থির দান্ত মহা বিচক্ষণ ॥
মাতৃভক্ত মিষ্টভাষী সর্ব প্রিয় পাত্র।
সংস্কৃতজ্ঞ সুপণ্ডিত সর্বাগ্রণী ছাত্র ॥
'বানারিপড়া ধর্মরক্ষিণী সভা' করি।
পাঠ সংকীর্ত্তন কলে ভক্তি পরচারি ॥
শ্রীকৃষ্ণ বিরহে চিত্ত হেলা ব্যাকুলিত।
ভক্ত মহাজন পাদাশ্রয়ে উৎকণ্ঠিত ॥
শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদ।
জগদ্গুরু পাদাশ্রয় করিলে প্রমোদ ॥
অঠর বর্ষ বয়সে নাম দীক্ষা নেলে।
গৃহে রহি আচার প্রচারে ব্রতী হেলে ॥

ପତିତପାବନ ଦାସ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ନାମେ ।
ନିରତ ନିଯୁକ୍ତ ହେଲେ ଗୁରୁକୃଷ୍ଣ କର୍ମେ ॥
ମାତୃ ବିୟୋଗାନ୍ତେ ଊନତ୍ରିଂଶ ତେତ୍ରିଶରେ ।
ଗୃହ ତ୍ୟଜି ନୀଳାଚଳେ ମଠ ବାସ କଲେ ॥
ଗୃହତ୍ୟାଗ ସମ୍ବାଦ ପାଇଣ ପ୍ରଭୁପାଦ ।
ପୁରୀ ମଠେ ମଠାଧ୍ୟକ୍ଷ କରିଲେ ତୁରିତ ॥
ପରବର୍ଷ ମଥୁରାରେ ଶ୍ରୀଲ ସରସ୍ୱତୀ ।
ସନ୍ନ୍ୟାସ ବେଶ ତାହାଙ୍କୁ ଯାଚିଣ ଦିଅନ୍ତି ॥
ଶ୍ରୀଭକ୍ତିକେବଳ ଔଡ଼ୁଲୋମି ମହାରାଜ ।
ସେହି ଦିନୁ ଘୋଷେ ନାମ ବୈଷ୍ଣବ ସମାଜ ॥
ପ୍ରଭୁପାଦ ଅପ୍ରକଟେ ବାସୁଦେବାନନ୍ତ ।
ଶ୍ରୀଆଚାର୍ଯ୍ୟଦେବ ରୂପେ ଜଗତେ ବିଦିତ ॥
ପ୍ରଭୁପାଦାଭିନ୍ନ ରୂପେ ତାହାଙ୍କୁ ବରିଣ ।
ଶ୍ରୀଚରଣେ କଲେ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ॥
ତାଙ୍କ କୃପାଦେଶେ ପରିକ୍ରମାର ଅଗ୍ରଣୀ ।
ଅସୁସ୍ଥ ଦୁର୍ବଳ ମହାଶକ୍ତି ଲଭେ ପୁଣି ॥
ସକଳେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଦେଖି ତାଙ୍କ ଆନୁଗତ୍ୟ ।
"ପଙ୍ଗୁଂଲଙ୍ଘୟତେ ଗିରିଂ ..." ଅନୁଭବେ ସତ୍ୟ ॥
ସୁପରିଚାଳକ ତାଙ୍କ ସର୍ବଦିଗେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ।
ଶ୍ରୀହରିଗୁରୁ ବୈଷ୍ଣବ ତୋଷଣେ ସୁଦକ୍ଷ ॥
ଭକ୍ତିସନ୍ଦର୍ଭ ବ୍ୟାଖ୍ୟାନେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶ୍ରୋତା ।
ଆଚାର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କ ମର୍ମ ବୁଝିଲେ ସର୍ବଥା ॥

শ্রীআচার্য্যদেব লক্ষি সর্ব চিত্তবৃত্তি ।
ব্রজে ভজনে আবিষ্ট সর্ব হিত চিন্তি ॥
শ্রীভক্তি প্রদীপ তীর্থ হোইলে আচার্য্য ।
আচার প্রচারে রত সেহু শ্রেষ্ঠ আর্য্য ॥
শ্রীল তীর্থ গোস্বামীঙ্ক অপ্রকট পরে ।
শ্রীপুরী আদেশে প্রভুপাদ প্রেরণারে ॥
আচার্য্যরূপে উদিলে শ্রীভক্তিকেবল ।
শ্রীভক্তিবিনোদ ধারা সংরক্ষকবর ।।
করিলে কেবলাভক্তি যাজন সতত ।
গুরুকৃষ্ণে ভক্তি প্রীতি দান অবিরত ॥
শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ সেবা আচার প্রচার ,
দুইটিরে সুনিপুণ যতন অপার ॥
তিলে হেলে কেবে তহিঁ হেলে ব্যতিক্রম ।
চতুরতা সহকারে করন্তি শোধন ॥
অন্তর্যামী গুরুদেব ভকত অন্তর ।
জাণিবাকু হোইথান্তি সতত তৎপর ॥
অবলোকি দেলে থরে করুণ নয়নে ।
ভকতি সঞ্চরি যাএ অভকত প্রাণে ॥
চিত্ত দরপণু অপসরি যাএ মল ।
প্রকটে শ্রীকৃষ্ণ প্রীতি ভকতি কেবল ॥
জাণি সে পারন্তি কেহু মন্দ কর্ম কলে ।
অলপে ভকতি পথু বিচ্যুত হোইলে ॥

কেবে কোপে কেবে হাস্যে করন্তি শোধন।
ভকতি কেবল সেহু ভক্ত জন প্রাণ ॥
মহাভাবে শ্রীবিগ্রহ সেবারে তৎপর।
অর্চ্চন-কীর্ত্তন-নৃত্যে সতত বিভোর ॥
শিষ্যগণে সেবা শিক্ষা স্নেহবশে দানে।
সেবানন্দে নিমজ্জিত করান্তি যতনে ॥
সাক্ষাত কহন্তি কথা গৌর গদাধরে।
বিস্মরন্তি নিজ অঙ্গ ভক্তি প্রভাবরে ॥
শ্রীকৃষ্ণ সুখবিধান বৈষ্ণবঙ্ক প্রাণ।
আচরি স্বয়ং সে কলে মহাশিক্ষা দান ॥
জগন্নাথ রথ আগে মহা সংকীর্ত্তন।
ভাবর নর্ত্তন অপ্রাকৃত দরশন ॥
শিশু-বৃদ্ধ, অজ্ঞ-বিজ্ঞ ভেদ ন দেখিণ।
প্রাণবন্ত জনে দ্যন্তি হরিনাম ধন ॥
পতিত দুর্গত জনে সুদয়া অপার।
কেশ ধরি ভবজলু করন্তি উদ্ধার ॥
তাঙ্ক হরিকথা অতি প্রাঞ্জল মধুর।
অপূর্ব সিদ্ধান্ত পূর্ণ ভক্তসুখকর ॥
সংগ্রহ করিণ প্রকাশিলে শ্রীভারতী।
যা' অনুশীলনে জাগে গুরু গৌরে প্রীতি ॥
পাটনা লক্ষ্ণৌ দিল্লী শ্রীপুরুষোত্তমরে।
মন্দির নির্মাণি ভক্তিকথা পরচারে ॥

শ্রীনৃসিংহদেব পীঠ নবদ্বীপ ধামে।
মন্দির সংস্কার কলে অবলীলাক্রমে॥
সমস্ত গৌড়ীয় মঠ ভারত মণ্ডলে।
পরিব্রজা করি তথা উন্নতি বিহিলে॥
নবদ্বীপ পরিক্রমা কলে সযতনে।
শ্রীধাম শ্রীক্ষেত্র পরিক্রমা কীরিতনে॥
উণেইশ বয়াঅশী ইংরাজী সালরে।
পৌষ কৃষ্ণ একাদশী নিশার্দ্ধ কালরে॥
হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র করি উচ্চারণ।
নিকুঞ্জলীলারে প্রবেশিলে রাধাজন॥
ভসাই শোক সাগরে অগণিত ভক্ত।
গৌড়ীয় আকাশু সূর্য্য হেলে অন্তর্হিত॥
ভকতি সিদ্ধান্ত পুষ্প সমাধি পাথরে।
সমাধি মন্দির বিরাজিত গোদ্রুমরে॥
'অর্চ্চন কীর্ত্তন কর" এই শেষ শিক্ষা।
দেল যেবা তব পদে মাগে কৃপা ভিক্ষা॥
তব শিষ্যদেব শ্রীভারতী মহারাজ।
ইঙ্গিতে কহিল বুঝে বৈষ্ণব সমাজ॥
গুরুপ্রেষ্ঠ আনুগত্যে তব শ্রীচরণ।
জন্মে জন্মে সেবে যেহ্নে এই নিবেদন॥

—:*:—

(୧୧୨)

ପୌଷ କୃଷ୍ଣ ନବମୀ—

ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭକ୍ତିଭୂଷଣ ଭାରତୀ
ମହାରାଜଙ୍କ ଆବିର୍ଭାବ

ମେଦିନୀପୁର ଜିଲ୍ଲାର ମୈଶାଳୀ ଗ୍ରାମରେ ।
ଊଣେଇଶ ଶହ ପଚିଶ ଇଂରାଜୀ ସାଲରେ ॥
ପଉଷ କୃଷ୍ଣ ନବମୀ ତିଥି ଶୁଭ ବେଳେ ।
ଶ୍ରୀବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ବିଦ୍ୟାଧରୀ ଦେବୀ କୋଳେ ॥
ଶ୍ରୀଭକ୍ତିଭୂଷଣ ଭାରତୀ ହେଲେ ପ୍ରକଟିତ ।
ଓଡ଼ୁଲୋମି ଶିଷ୍ୟଦେବ ଜଗତେ ବିଦିତ ॥
ପିତାମାତାଙ୍କର ଅତି ଆଦରର ଧନ ।
'ବିମଳାନନ୍ଦ' ତାହାଙ୍କ ପିତୃଦତ୍ତ ନାମ ॥
ଅତ୍ୟନ୍ତ ମେଧାବୀ ସଦ୍‌ଗୁଣ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ।
ବିଦ୍ୟା ଅଧ୍ୟୟନ ସହ ପରମାର୍ଥେ ମଗ୍ନ ॥
ଏମ. ଏ. ପାଶ ପରେ ସେହୁ ଶିକ୍ଷକତା କଲେ ।
ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦିଲେ ॥
ବିବାହ କରିଣ ସେ ଗୃହସ୍ଥଲୀଳା କଲେ ।
ଗୃହେ ରହି ଯୁକତ ବୈରାଗ୍ୟ ଆଚରିଲେ ॥
ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଦର୍ଶନେ ଚିତ୍ତ ହୋଇଲା ଅସ୍ଥିର ।
କେଣେ ଗଲେ କୃଷ୍ଣ ମିଳେ ଚିନ୍ତାରେ ଅଧୀର ॥

প্রেমময় গুরুদেব ঔড়ুলোমি সহ।
সাক্ষাত হোইলা উদে নিত্য পরিচয়॥
পরম করুণাময় শ্রীভক্তিকেবল।
কৃষ্ণ পরসঙ্গে দুঃখ নাশিলে সকল॥
কোটিচন্দ্র সুশীতল চরণে আশ্রয়।
নেলেক বিমলানন্দ আনন্দ হৃদয়॥
কৃষ্ণনাম মন্ত্র দীক্ষা লভি সুপ্রসন্ন।
'ব্রজেন্দ্র নন্দন দাস' লভে দীক্ষা নাম॥
গুরুদেব উপদেশ যতনে পালয়ে।
শ্রীকৃষ্ণভজনে রত বৈরাগ্য উদয়ে॥
সর্ব ত্যজি গুরুদেব পদে আত্মসমর্পণ।
গুরুদেব কলে তাঙ্কু স্নেহে আত্মসম॥
শ্রীচরণান্তিকে সদা রখিণ তাহাঙ্কু।
লালন পালন কলে সর্বভাবে তাঙ্কু॥
কৃপা করি গুরুদেব সন্ন্যাস যে দেলে।
'শ্রীভক্তিভূষণ ভারতী' নাম সে রখিলে॥
কায়া ছায়া সম সদা পাখরে রহিণ।
গুরু মনোঽভীষ্ট সদা কলে প্রপূরণ॥
গুরুদেবঙ্কর পূর্ণ আনুগত্যে রহি।
পাঠ সংকীর্ত্তনে রত উল্লসিত হোই॥
শ্রীমদ্‌ভাগবত সর্ব শ্রীগোস্বামী গ্রন্থ।
নিজে আস্বাদিণ সর্বে শুণান্তি সতত

শ্রীআচার্য্যদেব ভক্তিসন্দর্ভ ব্যাখ্যান।
করি যথা বুঝাইলে বিশুদ্ধ ভজন॥
শ্রীগুরু আজ্ঞারে তথা শ্রীভক্তিভূষণ।
ভক্তি সন্দর্ভ ব্যাখ্যানে শিখান্তি ভজন॥
(শ্রী) বাসুদেব যথা প্রভুপাদঙ্ক গণেশ।
তথা শ্রীভারতী ঔড়ুলোমিঙ্ক গণেশ।
সর্বভাবে শ্রেষ্ঠ ঔড়ুলোমি শিষ্যগণে।
গুরুগত প্রাণ সেহু ন জাণই আনে॥
গুরুদেবঙ্কর অপরূপ হরিকথা।
অবিকল প্রকাশিণ প্রচারে সর্বথা॥
সর্বভাবে গুরুসেবা করিলে যতনে।
গুরুদেবে সমর্পিণ তনু-মন-প্রাণে॥
গুরুপূজা মহোৎসব অতি যত্নে করি।
গুরুভক্তি শিখাইলে আপণে আচরি॥
শ্রদ্ধাঞ্জলি তাঙ্ক তরলাএ গুরু হৃদ।
সুপ্রসন্ন তুষ্ট করুণারে বিগলিত॥
তাঙ্ক কৃত "শ্রীভক্তিকেবল মোদের সম্বল···"।
মঠে পীঠে ভক্তগৃহে উঠে নিতি রোল॥
শ্রীগুরু মহিমা গীতি রচিলে প্রচুর।
শ্রীমুখ নিঃসৃত হরিকথা সুমধুর॥
ভক্তিপত্র সম্পাদনা কলে সযতনে।
গুরুবর্গঙ্কর বাণী কলে প্রচারণে॥

‘বপু’ আউ ‘বাণী’ মধ্যে বাণী অনুসরি।
গুরু চরণে সংযুক্ত সর্ব পরিহরি॥
অন্তরঙ্গ শিষ্যগণ শ্রীগুরু নির্দ্দেশে।
শ্রীভারতী ঠারু লভে শিক্ষা উপদেশে॥
শ্রীগুরু ইঙ্গিত বুঝি অনুগত জনে।
গুরুদেব অধস্তন শ্রীভারতী জাণে॥
মহাগুরু শ্রীভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি।
অপ্রকট হেলে দুঃখে পূরিলা অবনী॥
সর্বে হেলে ব্যাকুলিত বিশেষে ভারতী।
জড় চেতনাদি দ্রবে দেখি সেহি আর্ত্তি॥
শ্রীগুরু বিরহে ইচ্ছে সর্ব পরিহরি।
ভজন করিবে রাধাকুণ্ডে বাস করি॥
ধারা সংরক্ষণ আউ বিশ্ব হিত চিন্তি।
সাধুজনে বহু যত্ন করিণ রখান্তি॥
তৃণাদপি নীচ হোই রহন্তি গোপনে।
গুরুদেবে সদা স্মরি কান্দে সংগোপনে॥
শ্রীআচার্য্যদেব অমর্য্যাদা সংঘে দেখি।
সংঘ ত্যজে ধন জন প্রতিষ্ঠা উপেক্ষি॥
গুরু অভিষেক লাগি সকল উদ্যম।
বহু প্রার্থনা উপেক্ষি গলে ব্রজধাম॥
ভজনে আবিষ্ট রাধাকুণ্ডে বাস কালে।
“শ্রীমতী রাধারাণীঙ্ক আদেশ লভিলে॥

ରାଧାକୁଣ୍ଡୁ ଫେରିଣ ରେମୁଣା ଆସିଲେ ।
ଅଣାନବେ ନବବର୍ଷେ ଅଭିଷିକ୍ତ ହେଲେ ॥
ସ୍ନିଗ୍ଧ ଭକ୍ତଗଣ ତାଙ୍କୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟପଦରେ ।
ଅଭିଷେକ କଲେ ଯତ୍ନେ ମହା ଆନନ୍ଦରେ ॥
ପୌଷ କୃଷ୍ଣାଷ୍ଟମୀ ସହ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନବମୀ ।
ଗୁରୁଧାରା ଯୋଗସୂତ୍ର ପ୍ରକାଶେ ଅବନୀ ॥
ଶ୍ରୀଗୁରୁଠାକୁର ରୂପେ ହେଲେ ସୁବିଦିତ ।
କରୁଣାରେ ବିଗଳିତ ଜୀବୋଦ୍ଧାରେ ରତ ॥
ଅଯାଚିତଭାବେ ବହୁ ଶ୍ରୀମଠ ମନ୍ଦିର ।
ଲଭି ଗୁରୁ-ଗୌର-କୃଷ୍ଣ ତୋଷିଲେ ପ୍ରଚୁର ॥
ବ୍ରଜଧାମେ ଉତ୍କଳରେ ବଙ୍ଗ ପ୍ରଦେଶରେ ।
ଅନେକ ମଠ ନିର୍ମାଣି ପ୍ରଚାର ସେ କଲେ ॥
ନାମପରାୟଣ ସଦା ଶ୍ରୀନାମଭଜନ ।
ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନେ ରତ ନାମ ବିତରଣ ॥
ଅପ୍ରାକୃତ ଦୈନ୍ୟେ ପୂର୍ଣ ହୃଦପ୍ରେମେ ଭୋଳ ।
ଅମାନୀ ମାନଦ ସଦା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସରଳ ॥
ସକଳେ ସମ୍ମାନ ଦାନ ହୃଦୟ ପ୍ରଶାନ୍ତ ।
ସର୍ବେ ଆଶ୍ରୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଣା ଅତ୍ୟନ୍ତ ॥
ଏହି ଜନ୍ମେ କୃଷ୍ଣପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଲାଗି ପଡ଼ ।
ସର୍ବ ବନ୍ଧ ନାଶି ଭଜ ଚିତ୍ତ କରି ଦୃଢ଼ ॥
'ଅର୍ଚ୍ଚନ କୀର୍ତ୍ତନ' ଗୁରୁଦେବ ଶିକ୍ଷା ସାର ।
ଆଚରିଣ ଉପଦେଶେ ଶ୍ରୀଗୁରୁଠାକୁର ॥

বিশেষ করুণা তাঙ্ক স্ত্রীজাতি প্রতি।
ভজনের সুব্যবস্থা সতত করন্তি ॥
সবিশেষে হরি-গুরু বৈষ্ণব মহিমা।
গীতি বিরচিলে যার নাহিঁক উপমা ॥
তিনি খণ্ডে "শ্রীওড়ুলোমি লীলা মাধুরী"।
প্রকাশিলে অপরূপ ভক্ত সুখকরী॥
রূপানুগ আচার্যঙ্ক বাণী প্রকাশনে।
সতত অভিনিবিষ্ট কায় বাক্য মনে ॥
লক্ষ লক্ষ মুদ্রা ব্যয়ে প্রকাশি যতনে।
বিনামূল্যে বিতরন্তি শ্রদ্ধালু সজ্জনে ॥
শ্রীভক্তিকেবল প্রেষ্ঠ জয় শ্রী ভারতী।
তব কৃপা বলে মিলে কেবলা ভকতি ॥

—✿—
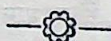
(১১৩)

পৌষ কৃষ্ণ একাদশী—

শ্রীদেবানন্দ পণ্ডিতঙ্ক তিরোভাব

সার্বভৌম পণ্ডিতঙ্ক পিতা মহেশ্বর।
নবদ্বীপে তাঙ্ক বাস শ্রীজাহ্নগর ॥
জহ্নু মুনি বাসস্থান বোলিণ বিদিত।
মহেশ্বর বিশারদ সেঠারে উদিত ॥

তাঙ্ক গৃহ নিকটরে দেবানন্দ ঘর।
ভাগবতরে পণ্ডিত খ্যাতি যে তাঙ্কর ॥
দিনে ভাগবত ব্যাখ্যা করুথিলে বসি।
বহু শিষ্য শুণুথিলে সেহি ঠারে আসি ॥
শ্রীবাস পণ্ডিত গলে ভাগবত শুণি।
প্রেমরে মূর্চ্ছিত হেলে কৃষ্ণগুণ গুণি ॥
সেঠারে যেতেক থিলে দেবানন্দ শিষ্য।
জাণি ন পারিলে কেহি শ্রীবাস উদ্দেশ্য ॥
শ্রীবাসঙ্কু সেহি ঠারু দেলেক দূরেই।
শ্রীবাস আসিলে ফেরি অতি দুঃখ পাই ॥
দেবানন্দ ন কলাক শিষ্যে নিবারণ।
এথি লাগি অপরাধ হেলাক ভীষণ ॥
শ্রীগৌর আবির্ভাবর এ পূর্ব ঘটণা।
শ্রীবাস অঙ্গনে গৌর কলেক বর্ণনা ॥
শুণিণ শ্রীবাস পূর্ব কথার ব্যাখ্যান।
বিস্ময় হোইণ কলে প্রণাম স্তবন ॥
দিনে গৌর বিজে হেলে দেবানন্দ ঘরে।
এ পণ্ডিত যহিঁ ভাগবত পাঠ করে ॥
ক্রোধে প্রভু পূর্ব কথা কহিলে সেঠারে।
শ্রীবাসঙ্ক দুঃখ হেতু পড়িলা মনরে ॥
কৃষ্ণ, কৃষ্ণ ভক্তে আউ গ্রন্থ ভাগবতে।
যিএ ভেদ দেখে নাশ যাএ সে সাক্ষাতে ॥

ভাগবত বুঝিপারে যার অছি জ্ঞান।
সে ভাগবত শাস্ত্রর ন পাএ সন্ধান॥
ন শুণিলা পরি তহিঁ রহে দেবানন্দ।
প্রভু কথা শুণি সিএ হেলে নিরানন্দ॥
শ্রীচৈতন্য চালিগলে নীলাচলে যেবে।
দেবানন্দ মনে চিন্তা জাত হেলা তেবে॥
দেবানন্দ ভাগ্যবশে প্রভু বক্রেশ্বর।
আসিথিলে দিনে সিএ নবদ্বীপপুর॥
বক্রেশ্বর কীর্ত্তনে যোগ দেলে দেবানন্দ।
বক্রেশ্বর প্রতি হেলা তাঙ্কর আনন্দ॥
বক্রেশ্বর কীর্ত্তনে সে ভিড় নিবারিলে।
বক্রেশ্বর নৃত্যকালে তাহাঙ্কু সেবিলে॥
যেবে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য পুরীরু আসিলে।
দেবানন্দে কুলিয়ারে দৈবকু ভেটিলে॥
সেঠারে কহিলে গৌর দেবানন্দে দেখি।
বক্রেশ্বর সেবিঅছ পারিছি মুঁ লক্ষি॥
তুম অপরাধ এবে ক্ষমিলিত জাণ।
বেগে যাই পড় এথা শ্রীবাস চরণ॥
যার পদে অপরাধ সে যদি ন ক্ষমে।
অপরাধ দণ্ডভোগ হেব জন্মে জন্মে॥
তৎক্ষণে শ্রীদেবানন্দ শ্রীবাস চরণে।
পড়িণ কহিলে দোষ ক্ষমহে আপণে॥

শ্রীবাস পণ্ডিত কলে তাঙ্কু আলিঙ্গন ।
দেবানন্দ অপরাধু হেলেক মোচন ॥
বক্রেশ্বর প্রসাদরে দেবানন্দ ধন্য ।
ভক্ত প্রসাদে পতিত হুএ অগ্রগণ্য ॥
হে দেবানন্দ পণ্ডিত করহে প্রসাদ ।
তব করুণারু ঘুঞ্চু যেতেক প্রমাদ ॥
জীব শিক্ষা লাগি প্রভু করিল এ লীলা ।
ভক্ত কৃপা কটাক্ষরে দ্রবে হৃদ শিলা ॥
পৌষ কৃষ্ণ একাদশী তব অপ্রকট ।
তিথি কৃপা কলে যিব সকল সংকট ॥

—:০:—

(১১৪)

পৌষ কৃষ্ণ ত্রয়োদশী—

শ্রীউদ্ধারণ দত্ত ঠাকুরঙ্ক অপ্রকট

পূর্বে সখা ব্রজধামে সুবাহু বিখ্যাত ।
শ্রীগৌর লীলারে উদ্ধারণ নামে জ্ঞাত ॥
শ্রীকর দত্ত যে পিতা মাতা ভদ্রাবতী ।
সপ্ত ঋষি স্থান সপ্ত গ্রামরে বসতি ॥
ত্রিবেণী নামরে পুণ্য গঙ্গাঘাট এহি ।
পিণ্ডদানে পিতৃগণ তৃপত হুঅই ॥

খড়দহু আসি প্রভু শ্রীল নিত্যানন্দ।
সপ্তগ্রামে অধিষ্ঠিত হেলে সপার্ষদ ।।
দয়াময় নিত্যানন্দ হোই পুলকিত।
ত্রিবেণী সঙ্গমে কলে স্নান সমাপত ।।
উদ্ধারণ দত্ত গৃহে সুখে করি বাস।
সেবনে শ্রীনিত্যানন্দ পরম সন্তোষ ।।
জন্মে জন্মে নিত্যানন্দ স্বরূপ ঈশ্বর।
জন্মে জন্মে উদ্ধারণ তাঙ্কর কিঙ্কর ।।
উদ্ধারণ ঠাকুরঙ্ক অশেষ কৃপারু।
বৈশ্য বণিআ কলে নিত্যানন্দে গুরু ।।
নিত্যানন্দ পাদপদ্মে আত্মনিবেদিণ।
কৃতার্থ হোইলে সর্বে মহাভাগ্যবান ।।
নদীয়া নগরে পূর্বে নাম সংকীর্ত্তন।
তেমন্ত আনন্দ লভে সপ্তগ্রাম জন ।।
নঈহাটি রাজাঙ্কর প্রিয় দেওয়ান।
থাই উদ্ধারণ কলে বিগ্রহ সেবন ।।
ষড়ভুজ গৌর-নিত্যানন্দ-গদাধর।
রাজপ্রাসাদে অছন্তি পূজিত ঠাকুর ।।
পৌষ কৃষ্ণ ত্রয়োদশী মঙ্গল বেলারে।
শ্রীউদ্ধারণ ঠাকুর অপ্রকট হেলে ।।
দত্তপ্রভু গৌর নিত্যানন্দ পরিকর।
এ অধম কৃপা মাগে হোইণ কাতর ।।

—:*:—

(১১৫)

পৌষ কৃষ্ণ ত্রয়োদশী—

শ্রীমহেশ পণ্ডিত ঠাকুরঙ্ক অপ্রকট

শ্রীমহেশ পণ্ডিতঙ্ক অপূর্ব আখ্যান।
চরিতামৃতে বিস্তৃত যাহার বর্ণন॥
মহেশ পণ্ডিত ব্রজে উদার গোপাল।
ঢাক বাদ্যে নৃত্য করে প্রেমে মতুআল॥
শ্রীকৃষ্ণ প্রেমরে সেহু পাগল পরাএ।
নাচি গাই আনন্দরে ধরণী কম্পাএ॥
'গৌরগণোদ্দেশ দীপিকা' গ্রন্থ পরকাশ।
মহাবাহু নামে প্রভু সখা সে মহেশ॥
নিত্যানন্দ সহচর মহেশ গোসাইঁ।
পাণিহাটী দধি চুড়া মহোৎসবে থাই॥
সেবা করুথিলে প্রেমে নিত্যানন্দ রায়ে।
তাহাঙ্ক স্মরণে ভক্তি হুঅই উদয়ে॥
মহেশ পণ্ডিত অতি পরম মহান্ত।
নিত্যানন্দঙ্ক পরম প্রিয়জন খ্যাত॥
তাহাঙ্ক দর্শনে নরোত্তম আনন্দিত।
মহেশঙ্ক শ্রীপাট চাকদহে সুবিদিত॥
সুমঙ্গল পৌষ কৃষ্ণ ত্রয়োদশী দিন।
শ্রীমহেশ পণ্ডিত হেলে তিরোধান॥

ଜୟ ଜୟ ମହେଶ ପଣ୍ଡିତ ଜୟ ଜୟ ।
କୃପା ଦୃଷ୍ଟିପାତ କର ହୋଇଣ ସଦୟ ।।

—:*:—

(୧୧୬)

ପୌଷ ଗୌର ତୃତୀୟା—

ଶ୍ରୀଜଗଦୀଶ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ତିରୋଭାବ

ଜଗଦୀଶ ପ୍ରକଟିଲେ ଗୌହାଟି ଅଞ୍ଚଳେ ।
ପିତାମାତା ତାହାଙ୍କର ବିଷ୍ଣୁଭକ୍ତ ଥିଲେ ।।
ସେମାନଙ୍କ ଅପ୍ରକଟ ହୋଇବାର ପରେ ।
ଶ୍ରୀଲ ଜଗଦୀଶ ପହଞ୍ଚିଲେ ମାୟାପୁରେ ।।
ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଗୃହ ସମୀପରେ ।
ଭଜନାନନ୍ଦେ ରହିଲେ ସୁରଧୂନୀ ତୀରେ ।।
ନୀଳାଚଳେ ହରିନାମ ପ୍ରଚାରଣ ପାଇଁ ।
ପୁରୀ ତାଙ୍କୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଦେଲେ ପଠିଆଇ ।।
ନାମ ପ୍ରଚାରଣ କାଳେ ସେହୁ ନୀଳାଚଳେ ।
ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ଆଦେଶେ ବିଗ୍ରହ ଆଣିଲେ ।।
ଭାର କରି ବୋହି ନେଲେ ସେହି ଜଗନ୍ନାଥ ।
ବାହୁଙ୍ଗିଟି ସେ ମନ୍ଦିରେ ଅଛି ଦେଖେ ଭକ୍ତ ।।
ଶ୍ରୀଗୌରସୁନ୍ଦର ପ୍ରଭୁ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ସଙ୍ଗେ ।
ଯଶୋଡ଼ାରେ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କଲେ ନାନା ରଙ୍ଗେ ।।

ମନ୍ଦିରେ ବିରାଜେ ତଥା ଜଗନ୍ନାଥଦେବ ।
ଗଉର ଗୋପାଳ ଜୀଉ ଶ୍ରୀରାଧାବଲ୍ଲଭ ॥
ମହୋତ୍ସବ ଶେଷେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଗୌରସୁନ୍ଦର ।
ନୀଳାଚଳେ ଗମନାର୍ଥେ ହୋଇଲେ ବାହାର ॥
ଶ୍ରୀଜଗଦୀଶଙ୍କ ଗୃହିଣୀ ଦେବୀ ଶ୍ରୀଦୁଃଖିନୀ ।
ଶ୍ରୀଗୌର ବିରହ ଦୁଃଖେ ହୋଇଲେ ଦୁଃଖିନୀ ॥
ତାହାଙ୍କ ବିରହ ଦୁଃଖ ପ୍ରଭୁ ନ ସହିଲେ ।
ଗଉର ଗୋପାଳ ମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଲେ ॥
ପୂର୍ବେ ଭକ୍ତିମତୀ ଯଜ୍ଞ ପତ୍ନୀ ଥିଲେ ସେହି ।
ଜଗଦୀଶ ପଣ୍ଡିତ ଶ୍ରୀନାମ ଥିଲେ ବହି ॥
ଶ୍ରୀହିରଣ୍ୟ ଜଗଦୀଶ ଦୁଇ ଭାଇ ଥିଲେ ।
ଶ୍ରୀଗଉର ସୁନ୍ଦରଙ୍କ ବହୁ ସେବା କଲେ ॥
ବାଲ୍ୟକାଳେ ଗୌରହରି କାନ୍ଦିଲେ ବିକଳେ ।
ବିରତ ନୋହିଲେ ପିତା ଯେତେ ପ୍ରବୋଧିଲେ ॥
କହନ୍ତି ବାଳକ ଶୁଣ ଏକାଦଶୀ ଆଜ ।
ଶ୍ରୀହିରଣ୍ୟ ଜଗଦୀଶ ଗୃହେ ଭୋଗ ସଜ ॥
ଅମାଣିଆ ଖାଇଲେହିଁ ଚିତ୍ତ ହେବ ସ୍ଥିର ।
ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଶ୍ରୀଶଚୀମାତା ଶୁଣି ପୁତ୍ର ଗିର ॥
ନାରୀଗଣ ପ୍ରବୋଧିଲେ ଆଣି ଦେବା ତାହା ।
ଜଗଦୀଶ ଭାଇ ସହ ଜାଣିଲେ ହେଲା ଯାହା ॥
ଭକତେ ଜାଣନ୍ତି ସିନା ଭକତି ବିଧାନ ।
ଅଭକ୍ତ ପାଷଣ୍ଡ ନିନ୍ଦେ ହରିଲୀଳା ଗୁଣ ॥

পূর্বু অবগত হোইথিলে বেনি ভাই।
শ্রীজগন্নাথঙ্ক গৃহে জন্মিলে কহ্নাই॥
পরম আনন্দে আণি নইবেছ্য দেলে।
প্রেমভরে শ্রীগৌরসুন্দরে নিবেদিলে॥
সার্থক হোইলা আস্ত শ্রীকৃষ্ণ পূজন।
আপণ বালগোপাল এথা বিছ্যমান॥
শ্রীবালগোপাল রূপ প্রভু দেখাইলে।
দুই ভাই মহানন্দে বিহ্বল হোইলে॥
আনন্দে করিলে প্রভু চরণ বন্দন।
হরি হরি বলি উচ্চে কলে নাম গান॥
সেবক শ্রীগৌর নিত্যানন্দ পরিকর।
শ্রীজগদীশ পণ্ডিতে করি নমস্কার॥

—:•:—

(১১৭)

মাঘ কৃষ্ণ তৃতীয়া—

শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজঙ্ক অপ্রকট

শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ পরম উদার।
নিত্যসিদ্ধ ভাগবত গৌর পরিকর॥
পিতা চিরঞ্জীব সেন মাতা শ্রীসুনন্দা।
মহাভাগবত দুহেঁ বিভু পদে বন্ধা॥

মুকুন্দ দাস নরহরি শ্রীরঘুনন্দন।
খণ্ডবাসী চিরঞ্জীব আউ সুলোচন ॥
এক আত্মা একনিষ্ঠ শ্রীখণ্ডরে রহে।
শ্রীচৈতন্য চরিতরে মধ্য খণ্ডে কহে ॥
বৈশ্যকুলে জাত শ্রীচিরঞ্জীব সেন।
শ্রীরামচন্দ্র গোবিন্দ তাহাঙ্ক নন্দন ॥
দুই পুত্র দুই রত্ন পরি জণা গলে।
শ্রীনিবাস আচার্য্যঙ্ক শিষ্য দুহেঁ হেলে ॥
শক্তি উপাসক মাতামহ দামোদর।
পিতা অপ্রকট পরে মুরবি তাঙ্কর ॥
শ্রীরামচন্দ্র গোবিন্দ মামুঁ ঘরে রহে।
চিকিৎসক রামচন্দ্র সর্বলোক কহে ॥
বিবাহ দোলারে গৃহে ফেরিবার কালে।
শ্রীনিবাস আচার্য্যঙ্কু পথরে ভেটিলে ॥
রামচন্দ্র পরিচয় পাই শ্রীনিবাস।
মন মধ্যরে হোইলে পরম হরষ ॥
প্রাণপ্রিয় দরশনে ব্যাকুল অন্তর।
হোইলা বিষম দশা রামচন্দ্রঙ্কর ॥
ঘরু ফেরি পরদিন চরণ বন্দন।
করিলে শ্রীনিবাসঙ্ক হেলা হৃষ্ট মন ॥
দেলে গোসাইঁ তাহাঙ্কু দৃঢ় আলিঙ্গন।
হোইলে প্রেমে প্লাবিত রামচন্দ্র সেন ॥

শুভ মুহূর্ত্তরে রাধাকৃষ্ণ মন্ত্র নেলে ।
শ্রীরামচন্দ্র স্বগৃহে ফেরিণ আসিলে ॥
শাক্তগণ দেখি তাঙ্ক বইষ্ণব বেশ ।
কলে ঈর্ষা আচরণ মনে বহি রোষ ॥
শাস্ত্র যুক্তি দ্বারা বুঝাইলে রামচন্দ্র ।
কৃষ্ণ সর্বতত্ত্ব মূল আন ডাল পত্র ॥
শ্রীকৃষ্ণ পূজনে সর্ব দেবতাঙ্ক প্রীতি ।
শ্রীকৃষ্ণ পরম তত্ত্ব সর্ব দেব পতি ॥
বৃন্দাবন ধামে সর্ব গোস্বামী চরণ ।
দর্শনে শ্রীরামচন্দ্র বলাইলে মন ॥
বৈষ্ণবঙ্ক অনুমতি নেই শুভ দিন ।
শুভ বেলে বৃন্দাবন কলেক গমন ॥
পথমধ্যে কাশী প্রয়াগাদি তীর্থ দেই ।
শ্রীমথুরাধামে প্রভু পহঞ্চিলে যাই ॥
স্নান বঢ়াই আনন্দে বিশ্রাম ঘাটরে ।
শ্রীকৃষ্ণ স্মরি তহিঁ বিশ্রাম করিলে ॥
সেঠারু চলিণ গলে তীর্থ বৃন্দাবন ।
বন্দিলে স্বগুরু শ্রীনিবাসঙ্ক চরণ ॥
সেকালে শ্রীনিবাসঙ্ক বৃন্দাবনে বাস ।
দেখিণ শ্রীরামচন্দ্র পরম সন্তোষ ॥
শ্রীজীব গোসাইঁ আদি যেতে সাধু থিলে ।
শ্রীরামচন্দ্র সবুরি চরণ বন্দিলে ॥

দেখিণ তাহাঙ্ক ঠারে অদ্‌ভুত কবিত্ব।
কবিরাজ উপাধিরে করিলে ভূষিত ॥
গোস্বামী গণঙ্ক সহ কলে তহিঁ বাস।
আদেশ পাই ফেরিলে পুণি গৌড়দেশ ॥
শ্রীখণ্ড, যাজিগ্রাম, খড়দহ অম্বিকা।
কালনা ভ্রমণ অন্তে মায়াপুরে একা ॥
দর্শন করিলে তথা শ্রীমিশ্রভবন।
জনম লভিলে যথা প্রভু শ্রীচৈতন্য ॥
মিলিলে সেঠারে সেহু ঈশান ঠাকুর।
বন্দিণ পয়র পাএ আশিষ প্রচুর ॥
যেতে বেলে খেতরীরে সমস্ত ব্রাহ্মণ।
শ্রীল নরোত্তমে করিবাকু হীনমন্য ॥
রাজা নরসিংহ আদি পণ্ডিত অণাই।
পাঞ্চিলে কূট কপট মনে ঈর্ষাবহি ॥
শ্রীল রামচন্দ্র আউ গঙ্গা নারায়ণ।
চিন্তিলে পণ্ডিতগণে করিবে খণ্ডন ॥
তাম্বুলী ও কুম্ভকার হুহেঁ ছদ্মবেশ।
ধরি উভয়ে সেঠারে হেলে পরবেশ ॥
দিগ্‌বিজয়ী পণ্ডিতকু কলে পরাহত।
নরোত্তম মহিমা যে সর্বত্র ঘোষিত ॥
রামচন্দ্র কবিরাজ খেতরীরে বাস।
নানা ভক্তি লীলা সেহু করিলে প্রকাশ ॥

পাপী পাষণ্ড উদ্ধার থিলা তাঙ্ক কর্ম।
অবিরত ঝরুথিলা মুখু হরিনাম ॥
নরোত্তম শ্রীনিবাস আচার্য্য ইচ্ছারে।
পুণি ধাম বৃন্দাবনে রামচন্দ্র গলে ॥
দেখি অপ্রকট তহিঁ গোস্বামী সকল।
চিত্তে হেলা মহাশোক পরাণ ব্যাকুল ॥
সপার্ষদ গৌরকৃষ্ণে চিন্তিণ সতত।
পৌষ কৃষ্ণ তৃতীয়ারে হেলে তিরোহিত ॥
সে প্রভু পদকমলে রহু মোর মতি।
বৈষ্ণব চরণে রতি অটে দিব্য গতি ॥

—✿—
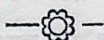
(১১৮)

মকর সংক্রান্তি—

শ্রীলোচন দাস ঠাকুরঙ্ক আবির্ভাব

শ্রীকমলাকর পিতা মহানন্দী যার মাতা
বৈদ্যকুলে জনমিলে যিএ।
তাঙ্ক নাম শ্রীলোচন যে কাটোয়া বর্দ্ধমান
কো গ্রামকু ধন্য কলে সিএ ॥
শ্রীখণ্ডর নরহরি শ্রীলোচন গুরুবরি
শ্রীখণ্ডকু কলেক গমন।

শ্রীচৈতন্য মঙ্গল সুদুর্ল্লভ গ্রন্থবর
শ্রীলোচন কলেক রচন ॥
বাল্যকালু বিভা করি শ্রীগউর পদ ধরি
স্ব গৃহকু কলে সে গোলোক ।
শ্রীদামোদর মুরারি কড়চাকু অনুসরি
প্রকাশিলে গৌর শিক্ষালোক ॥
গৌর বিষ্ণুপ্রিয়া গাথা চৈতন্য মঙ্গল যথা
শ্রীলোচন কলেক বর্ণন ।
শুনিলে তরলে শিলা শ্রীগৌর সন্ন্যাস লীলা
বিষ্ণুপ্রিয়া কথোপকথন ॥
শ্রীচৈতন্য মঙ্গল সুদুর্ল্লভ গ্রন্থবর
শ্রীলোচন কলেক রচন ।
শ্রীগউর গুণ গীতি ধন্য কলা যাহা ক্ষিতি
ভক্তে সুখে করন্তি বর্ণন ॥
পন্দরশ ত্রিংশ শকে পঞ্চঅশী বরষকে
বিজে কলে নিত্যলীলা ধামে ।
শ্রীপৌষ কৃষ্ণ পঞ্চমী বন্দই চরণে নমি
দিএ জয় শ্রীলোচন নামে ॥

—:০:—

(১১৯)

মকর সংক্রান্তি—

শ্রীজয়দেব গোস্বামীঙ্ক তিরোভাব

ভোজরাজ বামাদেবী শ্রীজয়দেবে লভি
কেন্দুবিল্ব গ্রাম কলে ধন্য ।
পদ্মাবতী বিভাকরি জগন্নাথে হৃদে বরি
কবি রূপে হেলে সিএ মান্য ॥
বঙ্গ উৎকলে ভ্রমিণ কৃষ্ণলীলা প্রচারিণ
বিরচিলে শ্রীগীতগোবিন্দ ।
মধুর কোমল গান প্রেমী ভক্তজন প্রাণ
সর্বজন শ্রবণ আনন্দ ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য চন্দ্র গীতগোবিন্দে আনন্দ
গম্ভীরারে কলে আস্বাদন ।
শ্রীস্বরূপ রামানন্দ শ্রীগীতগোবিন্দ ছন্দ
গাই তোষে মহাপ্রভু মন ॥
একাদশ শতাব্দীরে জয়দেব এ ধরারে
অবতীর্ণ হেলে বিপ্রকুলে ।
শ্রীরাধামাধব গীতি ঝঙ্কারি উঠিলা ক্ষিতি
কৃষ্ণ নৈশ্যলীলা রাধা তুলে ॥

—:✽:—

(১২০)

মাঘ কৃষ্ণ ষষ্ঠী—

শ্রীভক্তি সৌরভ ভববন্ধচ্ছিদ, প্রভুঙ্ক বিরহ

হে সৌম্য দর্শন শ্রীল ভকতি সৌরভ !
শ্রীইষ্টদেবে সৌরভে করিল আমোদ।
ভববন্ধচ্ছিদ নাম করিল সার্থক
নিতাই নামরে তব সতত প্রমোদ ॥
শ্রীভক্তিকেবল গুরুদেব ঔড়ুলোমি
অনুগত থিল তুমে কায়া ছায়া সম।
সজাতীয়াশয় স্নিগ্ধ মহাভাগবত।
শতদোষে দোষী জনে নিজ গুণে ক্ষম ॥
শ্রীবিনোদ-সরস্বতী-পুরী-তীর্থধারা
পরম্পরা প্রকাশিল শ্রীপ্রভু আদেশে।
প্রকট আচার্য্য শ্রীল ভকতিকেবল
সংঘ সংরক্ষণ কল তাঙ্করি নির্দ্দেশে ॥
করিল প্রকট বন্দনা জয় গান
মুখরিত হেলা প্রতি মঠ-ভক্ত-কক্ষে'
গৌড়ীয় আম্নায় শ্রীরূপানুগ ভক্তিপথ
স্থাপিল গৌড়ীয় রাজ্য ইতিহাস বক্ষে ॥

ভুবন মঙ্গল তুমে ভকতর প্রাণ
তুমরি বাৎসল্য স্নেহ অতি অনুপম।
আজি তব অপ্রকট তিথি সমাগত
তুমরি পয়রে ঘেন পরণাম মম ॥

—:o:—

(১২১)

বসন্ত পঞ্চমী—

শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া ঠাকুরাণীঙ্ক আবির্ভাব

সত্যভামা অপরূপা শ্রীকৃষ্ণ ঘরণী।
অবতরে বিষ্ণুপ্রিয়া গৌর সোহাগিনী ॥
বিষ্ণুপূজা সুকৃত অর্জন মহাপুণ্য।
দ্বাপরর সত্রাজিত রাজা সনাতন ॥
সনাতন মিশ্র ঘরে বৈষ্ণবী পরম।
ধর্ম রক্ষা অর্থে মর্ত্ত্যে হোইলে জনম ॥
শৈশবে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া থিলে ভক্তিমতী।
গঙ্গাস্নান বিগ্রহ পূজনে সদা ব্রতী ॥
বালিকার ব্যবহারে সকলে বিস্মিত।
গঙ্গাঘাটে শ্রীশচীঙ্ক সহ পরিচিত ॥
এ পরি গুণর কন্যা বধূ করিবারে।
উপুজে আগ্রহ শচী মাতাঙ্ক অন্তরে ॥

প্রসঙ্গ পড়িলা সনাতন মিশ্র ঘরে।
সম্মত হোইলে মিশ্র কন্যার বিভারে॥
শুভদিনে অধিবাস মঙ্গল বিধান।
করাইলে আনন্দরে পুরনারীগণ॥
বুদ্ধিমন্ত খান আউ যেতে বন্ধু থিলে।
নিজ খর্চ্চে বিবাহর যোগাড় করিলে॥
রাজপুত্র বিভা কিবা এমন্ত সে শোভা।
দিশই শচী অঙ্গন কি উপমা দেবা॥
বরবেশে পালিঙ্কিরে বসি হসে গোরা।
গউর শ্রীঅঙ্গ আহা দিশে কেড়ে তোরা॥
সনাতন মন্দিররে দোলা উপগত।
সঙ্গেছন্তি যাত্রী বাদ্যকারী শত শত॥
করন্তি পথ বরণ মিশ্র মহাশয়।
গৃহে বিজে নারায়ণ সৌভাগ্য উদয়॥
মঙ্গুলা কন্যা অণাই কলে প্রদক্ষিণ।
বেদ শ্লোক উচ্চারণ কলেক ব্রাহ্মণ॥
পাণি গ্রহণর পরে লজ্জা হোম সারি।
বিষ্ণুপ্রিয়া অন্তপুরে বিজে গৌরহরি॥
শ্রীজগন্নাথ অঙ্গন দিশিলাক শোভা।
লক্ষী নারায়ণ বিজে কি উপমা দেবা॥
শচীমাতা ভক্তিভরে বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ।
সন্তোষ করিলে দেই বসন ভোজন॥

সুসময় নবদ্বীপে হেলা সমাগত ।
পূর্ণরস সমুদয় প্রভু শচীসুত ।
আনন্দ পুলকে জনে হোইলে মোহিত ।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য যহুঁ হেলে লক্ষ্মীযুক্ত ॥
নামরসে গৌরহরি ভকত রসাই ।
প্রেমভক্তি শুদ্ধ স্রোতে নিঅন্তি ভসাই ॥
আবেশে প্রভুঙ্ক অঙ্গ ধরে দিব্য কান্তি ।
তাহা দেখি শচীমাতা মনে বঢ়ে ভ্রান্তি ॥
পাগল পরাএ প্রভু বেলু বেল হেলে ।
বিষ্ণুপ্রিয়া দেখি তাহা কিছি ন কহিলে ॥
প্রভুঙ্ক সহিত মিশি উচ্চারন্তি নাম ।
করন্তি সে নিতি প্রতি সুগৃহিণী কর্ম ॥
বধূপুত্রে দেখিবাকু মাতা ইচ্ছা কলে ।
বসন্তি প্রভু একত্র বিষ্ণুপ্রিয়া তুলে ॥
মাতাঙ্ক নয়নু আনন্দাশ্রু যাএ বহি ।
স্বামীঙ্ক বিরহ দুঃখ পাশোরন্তি সেহি ॥
উপদেশ ছলে প্রভু বধূ ও মাতারে ।
ভকত প্রসঙ্গ কহি আনন্দিত করে ॥
ভগবান সত্য, অন্য সবু মিথ্যা মণি ।
চিন্তিলে শ্রীকৃষ্ণপদ নিস্তরই প্রাণী ॥
পুত্র পতি বন্ধু সখা সবু সিনা মায়া ।
কৃষ্ণে প্রীতি বিনু নর লোড়িথাএ তাহা ॥

ଈଶ୍ୱର ଜ୍ଞାନରେ ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟା ଭକ୍ତି ଭରେ ।
ନିବେଶନ୍ତି ମନ ପ୍ରାଣ ତାଙ୍କରି ପୟରେ ॥
ଚତୁର୍ଭୁଜ ରୂପ ଦେଖାଇଣ ଗୌରହରି ।
ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟା ମନ ଦୁଃଖ ପ୍ରଭୁ ନେଲେ ହରି ॥
ସମର୍ପିତ ଆତ୍ମା ଦେବୀ ହେଲେ ସ୍ୱାମୀ ପାଦେ ।
ତ୍ରିଲୋକର ସ୍ୱାମୀ ଗୌର ଜାଣି ଅପ୍ରମାଦେ ॥
କହନ୍ତି ଶ୍ରୀଠାକୁରାଣୀ ଚାହିଁ ଗୌରହରି ।
ବିରହ ତୁମ୍ଭରି ଦାସୀ ସହିବ କିପରି ?
ଅଭୟ ପ୍ରଦାନ କଲେ ଶ୍ରୀଗୌରସୁନ୍ଦର ।
ସ୍ନେହମୟୀ କେବେ ହେଲେ ନ ହେବ କାତର ॥
ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତି ମୁଁ ପ୍ରସନ୍ନ ଘେନ ଏ ବଚନ ।
କରହେ ଶ୍ରବଣ ଏହା ମନ ମଧ୍ୟେ ଘେନ ॥
ଯେଣେ ଅବା ଗଲେ ମୁହିଁ ଥିବି ତୁମ୍ଭ ପାଶେ ।
ତୁମ୍ଭ ପୂଜା ଉପଚାର ପାଇବି ହରଷେ ॥
ଜାଣିବ ମୁଁ ସଦା ତୁମ୍ଭ ପାଶେ ଅଛି ରହି ।
ଦେଲି ଏହି ବର ତୁମ୍ଭେ ନ ହେବ ବିରହୀ ॥
ସନ୍ନ୍ୟାସ ଲୀଳା ପ୍ରକାଶ ପାଇଁ ଗୌରହରି ।
ସର୍ବେ ତ୍ୟଜି ରାତ୍ରେ ଚଲେ କାଟୋୟା ନଗରୀ ॥
ଖୋଜନ୍ତି ସକଳ ଜନ କାହିଁ ବିଶ୍ୱମ୍ଭର ।
ନଦୀୟା ନଗର ବାସୀ ହୋଇଲେ ଅଧୀର ॥
ବୈଷ୍ଣବଗଣଙ୍କ ନେତ୍ରୁ ନୀର ଯାଏ ବହି ।
କୃଷ୍ଣନାମ ବିନା ଆନ ବାକ୍ୟ ନ ସ୍ଫୁରଇ ॥

প্রভুঙ্க বাক্য স্মরণে বিষ্ণুপ্রিয়া প্রাণ ।
হোইলা শীতল সেহু পাই দিব্য জ্ঞান ॥
কলে নাম সংকীর্ত্তন ভক্তজন সহ ।
শ্রীনাম প্রভাবে চিত্তু ফেড়িলা বিরহ ॥
তণ্ডুলরে সংখ্যা করি নাম জপ কলে ।
পাক করি সেহি অন্ন প্রভু নিবেদিলে ॥
সে প্রসাদ আহাররে রক্ষা কলে প্রাণ ।
ধন্য ভক্তি প্রদায়িনী বিষ্ণুপ্রিয়া ধন্য ॥

—:❋:—

(১২২)

বসন্ত পঞ্চমী—

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরঙ্ক অপ্রকট

শ্রীগৌরাঙ্গ অন্তরঙ্গ গোস্বামী লোকনাথ ।
তাঙ্ক শিষ্য নরোত্তম পরম মহান্ত ॥
শ্রীল নরোত্তম শিষ্য গঙ্গানারায়ণ ।
তাহাঙ্কর শিষ্য হেলে শ্রীকৃষ্ণচরণ ॥
শ্রীকৃষ্ণ চরণ শিষ্য শ্রীরাধারমণ ।
বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী তাঙ্ক শিষ্য জাণ ॥
নবদ্বীপে অধ্যয়ন করি নানা শাস্ত্র ।
ছাত্রকালে দিগ্বিজয়ী করিলে পরাস্ত ॥

ৈসয়দাবাদে গুরুদেব গৃহে বাস বেলে।
বৃন্দাবনে রাধাকুণ্ডে ধাম বাস কালে ॥
বহু গ্রন্থ প্রণয়ন আউ টীকা ভাষ্য।
বহু নিগূঢ় সিদ্ধান্ত কলে পরকাশ।।
শ্রীমদ্ ভাগবত টীকা 'সারার্থ দর্শিনী'।
শ্রীমদ্ ভগবদ্গীতার সারার্থ বর্ষিণী ॥
'অলঙ্কার কৌস্তুভ'র টীকা সুবোধিনী।
'আনন্দ বৃন্দাবন'র সুখ বর্ত্তিনী ॥
কলে টীকা 'বিদগ্ধ মাধব নাটক'র।
'চৈতন্য চরিতামৃত' টীকা সংস্কৃতর ॥
'উজ্জ্বল নীলমণি' 'গোপাল তাপনী' টীকা।
'প্রেমসম্পুট' আউ "চমৎকার চন্দ্রিকা" ॥
'শ্রীকৃষ্ণ ভাবনামৃত', 'স্বপ্নবিলাসামৃত'।
'স্তবামৃত লহরী', 'গৌরাঙ্গ লীলামৃত' ॥
'মাধুর্য্য কাদম্বিনী' ঐশ্বর্য্য কাদম্বিনী'।
বঙ্গ ভাষারে 'ক্ষণদা গীত চিন্তামণি' ॥
বৃন্দাবনে শ্রীবিগ্রহ শ্রীগোকুলানন্দ।
সেবিলে পীরিতি ভরে হোই অতি মোদ ॥
বৈষ্ণব সমাজে সেহু থিলে পাত্ররাজ।
'চক্রবর্ত্তী' আখ্যা দেলে বৈষ্ণব সমাজ ॥
মাঘ বসন্ত পঞ্চমী তাঙ্ক তিরোভাব।
এ তিথি পালনে ভক্তি হুএ আবির্ভাব ॥

—:০:—

(১২৩)

মাঘ গৌর সপ্তমী (মাঘী সপ্তমী)—

শ্রীঅদ্বৈত আবির্ভাব

মাঘী শুক্লা তিথি সপ্তমীরে ক্ষিতি
হরষরে হেলা পূর্ণ।
নাভা শ্রীকুবের পুত্র স্বরূপর
শ্রীঅদ্বৈত অবতীর্ণ ॥
আসাম শ্রীহট্টে অদ্বৈত প্রকটে
নবগ্রাম হেলা ধন্য।
পিতা সুপণ্ডিত মাতা যে ভকত
ব্রাহ্মণ সমাজ মান্য ॥
আসি শান্তিপুরে যেবে বাস করে
বরিলে নৃসিংহ কন্যা।
সীতা শ্রী ভগিনী অদ্বৈত গৃহিণী
ভক্তঙ্কর মহামান্যা ॥
মায়াপুর বাসে গৌর প্রকটাশে
গঙ্গাজল তুলসীরে।
করন্তি পূজন আস ভগবান
ডাকন্তি অতি আর্ত্তিরে ॥
শ্রীগৌর প্রকাশে অদ্বৈত হরষে
যোগ দেলে তাঙ্ক সঙ্গে।

কলে সংকীর্ত্তন শ্রীব্যাস পূজন
নৃত্য করি মহারঙ্গে ॥

অদ্বৈত আচার্য্য ভক্তকুল বর্য্য
মাগিথিলে এক বর।

দীন হীন নারী যাআন্তু উদ্ধরি
দয়া কর আহে গৌর ॥

শ্রীগউর হরি সন্ন্যাস যে করি
অদ্বৈত গৃহে আসিলে।

নবদ্বীপবাসী শচীমাতা আসি
তহিঁ দর্শন করিলে ॥

নীলাচলে দিনে অদ্বৈত ভবনে
একা আসি শ্রীচৈতন্য।

কলেক ভোজন হোই তুষ্ট মন
আচার্য্যে করিলে ধন্য ॥

শ্রীমাধব পুরী গুরুরূপে বরি
অদ্বৈত কলেক সেবা।

শ্রীগৌরসুন্দর জাণন্তি অন্তর
তরজা পঢ়িলে যেবা ॥

মহাবিষ্ণুঙ্কর হোই অবতার
বাহারে আচার্য্য কার্য্য।

জয় সীতানাথ ভক্তগোষ্ঠী সাথ
চৈতন্য পার্ষদ আর্য্য ॥

তব আবির্ভাব অচিন্ত্য প্রভাব

বৃন্দাবন কৃষ্ণদাস।

বর্ণি শতমুখে রচি মহাসুখে

আকর্ষিলে তব পাশ ॥

মঙ্গল ঠাকুর করুণা প্রচুর

কি অবা গাইবি ছার।

তব নাম গান গুণ যশ মান

হেউ মোর কণ্ঠ হার ॥

—ঃ০ঃ—

(১২৪)

মাঘ গৌর দ্বাদশী—

শ্রীবরাহ দ্বাদশী—শ্রীবরাহ আবির্ভাব

মনু কহিলে পূজ্য পিতা। ধরণী হোইছি যে ভীতা ॥
প্রলয় জলে বুড়িঅছি। প্রজাঙ্কু স্থান নাহিঁ কিছি ॥
ব্রহ্মা শুণিণ মনু কথা। মনরে পাইলে সে ব্যথা ॥
ভাবিলে ব্রহ্মা হরিপদ। যা নাম সকল সম্পদ ॥
ব্রহ্মা নাসারু অঙ্গুলিএ। জন্মিলে বরাহ শিশুএ ॥
ক্ষণকে হেলে হস্তী সরি। যে যজ্ঞ পুরুষ শ্রীহরি ॥
অপার জল রাশি চিরি। পৃথ্বী আণিলে দন্তে ধরি ॥
শুভ্র দন্তাগ্রে পৃথ্বী নেই। আসিলা বেলে বাটে থাই ॥

হিৰণাক্ষ যে আক্ৰমিলা। বৰাহ হস্তে প্ৰাণ দেলা॥
ঋষি সকল কলে স্তুতি। দেখিণ বৰাহ মূৰতি॥
আহে অজিত যজ্ঞ পতি। ধৰিছ শূকৰ আকৃতি॥
আপণ নিজে বেদত্ৰয়ী। আপণ ত্ৰিভুবন জয়ী॥
তব দন্তাগ্ৰে যে অবনী। দিশই যেহ্নে কমলিনী॥
সকল আশ্চৰ্য্য আশ্চৰ্য্য। আপণ প্ৰভু দেববৰ্য্য॥
বৰাহদেব জলস্তম্ভী। পৃথ্বী স্থাপিলে শান্তি লভি॥
যা' জন্ম মঞ্জুল মঙ্গল। সে প্ৰভু ভকত বৎসল॥
মাঘৰ শুক্লা দুআদশী। প্ৰকট শুভ লগ্ন মিশি॥
বৰাহদেব জন্ম তিথি। যে জলু উদ্ধাৰিলে ক্ষিতি॥
তৃতীয় স্কন্ধ ভাগবত। তেৰ অধ্যায়ে যে লিখিত॥
বৰাহ অবতাৰ কথা। শুণিলে নাশে ভব ব্যথা॥

—:০:—

(১২৫)

মাঘ গৌৰ ত্ৰয়োদশী—

শ্ৰীশ্ৰীনিত্যানন্দ প্ৰভুঙ্ক আবির্ভাব

বন্দে মাঘী ত্ৰয়োদশী তিথিগণ ৰাজ।
শ্ৰীনিত্যানন্দ প্ৰভুঙ্ক আবির্ভাব আজ॥
পিতা হাড়াই পণ্ডিত মাতা পদ্মাবতী।
ৰাঢ় দেশে একচক্ৰা গ্ৰামৰে বসতি॥

মর্ত্ত্য জীবে কৃষ্ণপ্রেম দান করিবারে ।
নিত্যানন্দ প্রভুঙ্কর জনম সংসারে ।।
যেউঁ দিনে নবদ্বীপে গৌর জন্ম নেলে ।
তাহা জাণি নিত্যানন্দ হুঙ্কার ছাড়িলে ।।
প্রচণ্ড হুঙ্কার নাদ কম্পিলা দিগন্ত ।
সববে জাণিলে কিন্তু ন পাইলে অন্ত ।।
গোপনে নিতাই শিশুভাবে কাটে কাল ।
বাল্যকালু থিলে সেহি অতীব চঞ্চল ।।
পিতা মাতা গৃহ ত্যজি বালক সকল ।
শ্রীনিত্যানন্দঙ্ক সহ হোইথান্তি মেল ।।
বার বরষ নিতাই আপণা গৃহরে ।
তীর্থাটন করিবাকু প্রভু ইচ্ছা কলে ।।
তৈর্থিক ব্রাহ্মণ এক অতিথি হোইলে ।
হাড়াই পণ্ডিত পাশে নিতাই মাগিলে ।।
মাতা পিতাঙ্কর প্রাণ প্রভু নিত্যানন্দ ।
ধর্মরক্ষা হেতু দেলে হোইণ বিষাদ ।
কোড়িএ বরষ যাএ তীর্থ সে করিলে ।
ভ্রমু ভ্রমু মাধবেন্দ্র পুরীঙ্কু ভেটিলে ।।
নিত্যানন্দ দরশনে হোই অভিভূত ।
মাধবেন্দ্র পুরীপাদ হোইলে মূর্চ্ছিত ।।
মাধবেন্দ্র পুরী দেখি প্রভু নিত্যানন্দ ।
মহানন্দে ডুবিণ সে হোইলে নিস্পন্দ ।।

জ্ঞান পাই দুহেঁ কৃষ্ণ প্রেমে গদগদ।
বন্দিলে সে বেনি জনে বেনিজন পদ ॥
এক করে অন্য গুণগান ভকতিরে।
শিষ্যগণ মিলি সর্বে জয়ধ্বনি কলে ॥
শ্রীমাধব পুরী সঙ্গে কাটি কেতে দিন।
শ্রী নিত্যানন্দ করন্তি কৃষ্ণ গুণগান ॥
মাধবেন্দ্র নিত্যানন্দে তেজি ন পারন্তি।
কৃষ্ণপ্রীতি ভাব বঢ়ে বৈষ্ণব সংহতি ॥
নিত্যানন্দ বহু তীর্থ করিলে ভ্রমণে।
সে যাএঁ শ্রীগৌরচন্দ্র থিলে সংগোপনে ॥
নবদ্বীপে আসি প্রভু শ্রীবাস অঙ্গনে।
করিলে লীলা প্রকাশ ভকত গহণে ॥
শ্রীবাস অঙ্গনে নিত্যানন্দ গোপবাল।
পরাএ করন্তি লীলা হোইণ বিহ্বল ॥
অচিন্ত্য শক্তি প্রভাবে মালিনীঙ্ক স্তনে।
প্রভু নিত্যানন্দ ইচ্ছা দুগ্ধ তহিঁ জন্মে ॥
উলগ্ন হোইণ প্রভু কেবে করে নৃত্য।
ন মানি বারণ বুলে হোইণ উন্মত্ত ॥
নিজ হাতে অন্ন ন খাইলে নিত্যানন্দ।
মালিনী খুআন্তি তাঙ্কু হোই মহানন্দ ॥
একদিন ঘিঅ গিনা কাক গলা নেই।
শ্রীকৃষ্ণঙ্ক পূজা পাত্র মালিনী কান্দই ॥

সেঠারে মিলিলে আসি প্রভু নিত্যানন্দ।
পচারন্তি কুহ মাতা কি কারণে কান্দ ?
শুণিলে সকল কথা আদেশিলে কাকে।
ফেরাই আণিলা গিনা কাক তহিঁ আগে ॥
নিত্যানন্দ কীর্ত্তি দেখি মূর্চ্ছিতা মালিনী।
করন্তি প্রার্থনা হোই ভক্তি পাগলিনী ॥
ভকতি বিহ্বল নিত্যানন্দ নগ্ন দেহে।
কেবে শ্রীগৌরসুন্দর বসন পিন্ধাএ ॥
শচীমাতা শুণি নিত্যানন্দঙ্ক বচন।
দেখি তাঙ্ক শিশুসম সকল ঘটণ ॥
মন মধ্যে পাইলেক পরম আনন্দ।
মণিলে সে সহোদর গৌর-নিত্যানন্দ ॥
নিত্যানন্দ ঠারে করি ঐশ্বর্য্য দর্শন।
করন্তি শচী তাহাঙ্কু শ্রীঈশ্বর জ্ঞান ॥
নিত্যানন্দ গৌরপ্রেমে সদা গদগদ।
পারন্তি ন জাণি সেহু কিবা ভল মন্দ ॥
কুম্ভীর মগর পূর্ণ গঙ্গা খরতরে।
ভয়হীন হোই সেহু আনন্দে পহঁরে ॥
দেখিণ সরবে তাহা অতি আচম্বিত।
বিশ্বম্ভর জাণি সর্ব রখন্তি গুপত ॥
জ্যোতির্ময় দিগম্বর রূপ সেহি ধরি।
পহঞ্চিলে অঙ্গবস্ত্র দেলে গৌরহরি ॥

বসন মাল্য ভূষণ দেই কলে স্তুতি।
সকল হৃদয়ে নিত্যানন্দঙ্ক বসতি॥
নিত্যানন্দ ঠাকু প্রভু কৌপীন মাগিলে।
আনন্দে শ্রীনিত্যানন্দ গৌর হস্তে দেলে॥
খণ্ড খণ্ড কলে তাহা প্রভু বিশ্বম্ভর।
কহন্তি সকল ভক্তে বান্ধ নেই শির॥
নিত্যানন্দ পাদোদক কলে বিতরণ।
আনন্দে বিহ্বল ভক্তে করন্তি নর্ত্তন॥
গৌর নিত্যানন্দ প্রেমে হেলে কোলাকুলি।
নাচন্তি বৈষ্ণবগণ দেই করতালি॥
সন্ন্যাস নেইণ নীলাচলে রহে গৌর।
কহে নিত্যানন্দে গৌড়ে প্রেম বিতর॥
মহাপ্রভু আজ্ঞা পাই চলে গৌড়দেশে।
সপার্ষদ অলৌকিক ভাব পরকাশে॥
আপামর চাণ্ডালাদি সর্বে নিস্তারিলে।
ব্রহ্মার দুর্ল্লভ প্রেম যাচি যাচি দেলে॥
অবধূত লীলা করি প্রভু নিত্যানন্দ।
পরিধান কলে অলঙ্কার বহুবিধ॥
নিত্যানন্দ অলঙ্কার নববিধা ভক্তি।
স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য কহে এহি উক্তি॥
শ্রীবসুধা জাহ্নবাঙ্কু বিবাহ করিলে।
নামপ্রেম বিতরিণ জগত তারিলে॥

মহাদাতা নিত্যানন্দ পতিতপাবন।
যাহা কৃপাবলে মিলে প্রেমভক্তিধন॥
পুত্র বীরচন্দ্র প্রভু গঙ্গাদেবী কন্যা।
পরবর্ত্তীকালে বহাইলে ভক্তি বন্যা॥
গুরুধারারূপে নিত্যানন্দ প্রভুবর।
উদ্ধারে জগত সর্ব বঞ্চিত মুঁছার॥

—✿—

(১২৬)
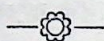
মাঘী পূর্ণিমা—

শ্রীকৃষ্ণঙ্ক অন্তর্দ্ধান

কৃষ্ণ মায়া বিমোহিত ব্রহ্মশাপ উপগত
যদুবংশ হেলা যেবে ধ্বংস।
ক্রোধে কুল ক্ষয় হেলা পৃথিবীর ভার গলা
নাশ হেলে যেবে অবতংস॥
যোগাশ্রয়ে বলদেব হেলে যেবে তিরোভাব
কৃষ্ণ আসি বিজে তরুতলে।
অস্ত্রগণ মূর্ত্তি ধরি রহিলে যথা শ্রীহরি
বাম পদ রখি তরুমূলে॥
দক্ষিণ পদ উঠাই উরুপরে দেলে থোই
অপ্রকট লীলা বিস্তারিলে।

মৃগ ভাবি জারা আসে মূষলর অবশেষে

কৃষ্ণ পাদপদ্মরে বিন্ধিলে ॥

দেখি চতুর্ভুজ হরি ব্যাধ মহা দুঃখ করি

পড়িলা সে আসি পদতলে।

যার যোগ লীলা গতি ন বুঝে হর বিরিঞ্চি

ঘটু অছি যোগমায়া বলে ॥

ব্যাধ পাইলা সদ্‌গতি দারুকর উপস্থিতি

পড়িলে চরণতলে আসি।

প্রভু লীলা অবলোকি হোইলে অত্যন্ত দুঃখী

কৃষ্ণ তাঙ্কু অনেক আশ্বাসি ॥

দারুকে কহিলে হরি যাঅ তুমে যদুপুরী

অর্জ্জুন পাখরে যাই রহ।

পুর পরিজন সর্বে ইন্দ্রপ্রস্থে থাঅ এবে

যদুপুরী হেব জলময় ॥

অপ্রাকৃত নিত্য দেহ সে কারণে তনু সহ

অচ্যুত অচ্যুত পুরে গলে।

দুন্দুভি বাজণা বাজে সুরবধূগণ সাজে

দিব্যমালা দেবে বরষিলে ॥

কেউঁ পথে হরি গলে কেহি দেখি ন পারিলে

যেহ্নে মেঘে বিজুলি সঞ্চার।

ব্রহ্মা ভব পুরন্দরে গলে নিজ নিজ পুরে

সরবে ভাবিলে চমৎকার ॥

সৃষ্টি পরলয় লীলা ইচ্ছা মাত্র যাঙ্ক খেলা
নিজ পুরে কলে পরবেশ।
এহি লীলা হৃদে ধর শ্রবণ কীর্ত্তন কর
ভক্তিভাবে স্মর হৃষীকেশ॥
শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবে কহে শিক্ষাসার যাহা হুএ
এ ধরা ছাড়িব নিশ্চে করি।
হে উদ্ধব রখ মনে সারতত্ত্ব সযতনে
নাচ গাঅ মোর নাম ধরি॥
শুণি শুণাইব জনে মোর দিব্য রূপগুণে
পূজিব মোহর মূর্ত্তি নিত্য।
মোর স্তব স্তুতি পাঠ উৎসবে ন কর শাঠ্য
এহি ধর্ম পরম মহত॥

—ঃ০ঃ—

(১২৭)

ফাল্গুন কৃষ্ণ তৃতীয়া—

শ্রীরামচন্দ্র গোস্বামীঙ্ক তিরোভাব

কুলিয়া নিবাসী বংশীবদন ঠাকুর।
বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী সেবা করিলে প্রচুর॥
শ্রীচৈতন্য দাস অটে তাঙ্ক বড় পুত্র।
তাঙ্ক পুত্র রামচন্দ্র গোস্বামী পবিত্র॥

বৃন্দাবন পরিক্রমি লভি রামকৃষ্ণ।
সেবিলে সে দুই মূর্ত্তি হোই অতি তুষ্ট॥
ব্যাঘ্রকু দেলে সে নাম অম্বিকা নিকটে।
বাঘনাপড়া বোলিণ তার নাম রটে॥
জাহ্নবা দেবীঙ্ক শিষ্য পুত্র সম হেলে।
রামকৃষ্ণ শ্রীবিগ্রহ এঠারে পূজিলে॥
আজন্ম রহিলে সিএ হোই ব্রহ্মচারী।
বহু সংকীর্ত্তন গাথা রচিলে বিচারি॥
'করচা মঞ্জরী' পোথি 'পাষণ্ড দলন'।
'সম্পুটিকা' সহ বহু পদ্যর রচন॥
চউদশ অণষঠী শকে আগমন।
পন্দরশ পাঞ্চশকে হেলে তিরোধান॥
মাঘ মাস কৃষ্ণ পক্ষ তৃতীয়া তিথিরে।
প্রবেশিলে যাই প্রভু শ্রীনিত্যলীলারে॥
'পদকল্পতরু' গ্রন্থ তাঙ্করি কীর্ত্তন।
"পহুঁ মোর গৌরাঙ্গ রায়" অটই প্রধান॥

—:*:—

(১২৮)

ফাল্গুন সংক্রান্তি—

শ্রীমন্মহাপ্রভুঙ্ক সন্ন্যাস

শচীমাতা পদধূলি নেই প্রভু শিরে।
প্রদক্ষিণ করি মাতা চালিলে সত্বরে॥
চালিলে শ্রীনিমাইঁ যে করিবে সন্ন্যাস।
সন্ন্যাস নেলে কেশব ভারতীর পাশ॥
চতুর্দ্দিগে হরিনাম সুমঙ্গল ধ্বনি।
সন্ন্যাস করিলে বৈকুণ্ঠর চূড়ামণি॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম ঘোষিলে সকলে।
উদ্ধার করিবে প্রভু জীব কলি কালে॥
ভারতীঙ্কু সর্ব ভক্ত কলেক প্রণাম।
প্রভু হোইলে যে তুষ্ট লভি নিজ নাম॥
কণ্টকনগরে সেহি রাত্রটি রহিলে।
পরদিন মহাপ্রভু সেঠারু চালিলে॥
মাঘ মাস কৃষ্ণ পক্ষ চতুর্থী তিথিরে।
সন্ন্যাস করিলে এক দণ্ডীর বিধিরে॥
জয় জয় বৈকুণ্ঠ ঈশ্বর ন্যাসিরাজ।
জয় জয় গৌরচন্দ্র ভকত সমাজ॥

—ঃ০ঃ—

(୧୨୨)

ଫାଲ୍‌ଗୁନ କୃଷ୍ଣ ଷଷ୍ଠୀ—

ଶ୍ରୀଭକ୍ତିସୁଧାକର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅପ୍ରକଟ

ଶ୍ରୀନିଶିକାନ୍ତ ସାନ୍ୟାଲ ନାମେ ମହାମାନ୍ୟ ।
ଫରିଦପୁର କୋଡ଼କଦୀ ଗ୍ରାମ କଲେ ଧନ୍ୟ ॥
ବାରେନ୍ଦ୍ର ବ୍ରାହ୍ମଣକୁଳେ ସେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ।
ଶ୍ରୀଲ ସରସ୍ୱତୀ ଠାରୁ ହୋଇଲେ ଦୀକ୍ଷିତ ॥
ଅଧ୍ୟାପକଭାବେ ବହୁ ସ୍ଥାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ।
ଶ୍ରୀତୀର୍ଥ ଗୋସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁ ଚିହ୍ନାଇଲେ ॥
ଭକ୍ତିସୁଧାକର ପ୍ରଭୁ ନାମରେ ବିଦିତ ।
ସ୍ନିଗ୍ଧ ଚନ୍ଦ୍ର ସମ ସିଏ ହୋଇଲେ ଉଦିତ ॥
ଶ୍ରୀସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ମଠେ ବହୁ ସେବା କଲେ ।
ଆଦର୍ଶ ଗୃହସ୍ଥ ଲୀଳା ସର୍ବେ ଦେଖାଇଲେ ॥
ନିର୍ଭୀକ ସତ୍ୟ ପ୍ରଚାରେ ଥିଲେ ଅନୁରାଗୀ ।
ଗୁରୁସେବା ଲାଗି ସିଏ ଥିଲେ ସର୍ବ ତ୍ୟାଗୀ ॥
ତ୍ରିଦଣ୍ଡୀଙ୍କ ଗୁରୁ ବୋଲି କହେ ପ୍ରଭୁପାଦ ।
ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଚୈତନ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥେ ଖଣ୍ଡେ ମତବାଦ ॥
ଅନେକ ଭକତି ଶାସ୍ତ୍ର କଲେ ପ୍ରଣୟନ ।
ଯେସନ ଆଚାର ଥିଲା ପ୍ରଚାର ତେସନ ॥
ଅନନ୍ତ ବାସୁଦେବ ହେଲେ ଭକତି ପ୍ରସାଦ ।
ଯାହାଙ୍କୁ ଦେଖି ଦୁଃସଙ୍ଗୀ ଗଣନ୍ତି ପ୍ରମାଦ ॥

প্রভুপাদ অধস্তন গুরু সিএ হেলে ।
ভক্তিসুধাকর প্রভু হৃদে প্রকটিলে ॥
শ্রীবাস অঙ্গনে সিএ সংকীর্ত্তন রাসে ।
অপ্রকট হোই প্রভু হোইলে প্রবেশে ॥
শ্রীলক্ষ্মণ সম দৃঢ়ে কলে গুরুসেবা ।
ভবিষ্যত কহি গলে ফলিলাটি যেবা ॥
আত্মনিবেদনে থিলে অম্বরীষ সম ।
বন্দে শ্রীচরণ বেনি শিক্ষাগুরু মম ॥
প্রভুপাদ ব্যাসপূজা শ্রীকৃষ্ণ পঞ্চমী ।
পরদিন অপ্রকট গুরুপদে নমি ॥

—✿—

(১৩০)

ফাল্গুন কৃষ্ণ চতুর্দ্দশী—

শিবরাত্রি

কৃষ্ণপ্রীতি পাইঁ শিবরাত্রি ব্রত
করন্তি ভকত জন ।
শিবরাত্রি দিন উপাস ন কলে
কৃষ্ণ নুহেঁ পরসন্ন ॥
শিব ভক্তজন হেলে কৃষ্ণদ্বেষী
গতি নাহিঁ জাণ তার ।

আকাশত যিএ বায়ু অটে সিএ
শিব ভক্ত অবতার ॥

বৈষ্ণব অগ্রণী সদাশিবে জাণ
এহা ন করিব আন।

শিবরাত্র দিন শ্রীদেব শঙ্কর
লিঙ্গে হুএ অধিষ্ঠান।

চণ্ডাল ন জাণে শিবরাত্র আজ
কলা বনে জারগণ।

অজ্ঞানরে সিএ লভিলা সুগতি
উপবাসর কারণ ॥

যথা একাদশী শ্রীহরি বাসর
তথা জাণ শিবরাত্র।

শিবরাত্র পালি শ্রীহরিকীর্ত্তনে
শুদ্ধ হুএ নিজ গাত্র ॥

শ্রীশিব আনন্দে গাএ পঞ্চমুখে
রাম নাম দিবানিশি।

সে শিব স্মরণে হুএ সুমঙ্গল
সুপ্রসন্ন দশদিশি ॥

—:●:—

(১৩১)

ফাল্গুন গৌর প্রতিপদ—

শ্রীজগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজঙ্ক তিরোভাব

ময়মনসিংহ জিল্লা খণ্ড নাম গ্রাম।
সিদ্ধ বাবা জগন্নাথ হোইলে জনম॥
বেদান্তাচার্য্য বলদেব শ্রীবিদ্যাভূষণ।
গৌড়ীয় বৈষ্ণব শ্রেষ্ঠ অতি বিজ্ঞজন॥
তাঙ্করি প্রশিষ্যবর শ্রীমধুসূদন।
সূর্য্যকুণ্ডবাসী সেত ভক্ত মহাজন॥
শ্রীমধুসূদন শিষ্য শ্রীল জগন্নাথ।
গৌড়ীয় গুরুধারারে জগত বিখ্যাত॥
ব্রজমণ্ডলে করিলে নিষ্ঠারে ভজন।
সিদ্ধ বাবা বোলি তাঙ্কু কহে সর্বজন॥
শ্রীভক্তিবিনোদ যেবে বৃন্দাবনে গলে,
শ্রীল জগন্নাথ দাসে দরশন কলে॥
জাণিলে প্রচার পটু অটন্তি বিনোদ।
শ্রীল জগন্নাথ দেখি হোইলে আনন্দ॥
স্বইচ্ছারে অঠরশ তেয়ানবে সালে।
কুলিয়ারু শ্রীবাবাজী গোদ্রুমে আসিলে॥

সুরভি কুঞ্জরে বাবা আনন্দে বিহরে ।
বঢ়িলা কুঞ্জর শোভা ভকত বেভারে ॥
মায়াপুর যোগপীঠ শ্রীবাস অঙ্গন ।
করিলে ভকতি ভরে দর্শন পূজন ॥
নৃত্যকলে নানা রঙ্গে গৌর জন্মপীঠে ।
বিগ্রহ বন্দনা কলে যাই প্রতি মঠে ॥
কুলিয়ারে গঙ্গাকূলে ভজন কুটীর ।
বাবাজীঙ্ক থিলা সেহু অতি প্রিয়তর ॥
ভজন কুটীর তাঙ্ক সমাধি আস্থান ।
অদ্যাবধি রহিঅছি তহিঁ বিদ্যমান ॥
শ্রীসরস্বতী ঠাকুর জ্যোতিষ শাস্ত্ররে ।
থিলে অতি পারঙ্গম বাবাজী জাণিলে ॥
আদেশিলে করিবাকু পঞ্জিকা প্রকাশ ।
শ্রীগৌরাব্দ শুভ তিথি দিন পক্ষ মাস ।।
শ্রীগৌর পার্ষদ আবির্ভাব তিরোধান ।
সফলে শ্রীসরস্বতী করিলে গণন ॥
শ্রীবিহারী দাস তাঙ্ক সেবক বলিষ্ঠ ।
স্কন্ধে বোহি নেউথিলে হেলে দেহে কষ্ট ।।
ভাবাবিষ্ট মহারাজ সমস্ত জাণন্তি ।
প্রণামী অর্থর সংখ্যা ন দেখি কহন্তি ।।
মন্ত্র দীক্ষা দেবা পাইঁ হোই সে কুণ্ঠিত ।
ভেক দেউথিলে দেখি শুদ্ধ অনুরক্ত ।।

ଭାଗବତ ପଢ଼ି ଏକ ପାଠକ ପ୍ରବର ।
ଅର୍ଥଲୋଭୀ ସେହୁ କରୁଥିଲେ ରୋଜଗାର ।।
ବେଶ୍ୟାବୃତ୍ତି ସହ ତାକୁ କରିଲେ ସମାନ ।
ମହା ଅପରାଧ ଜ୍ଞାନେ କଲେ ସାବଧାନ ।।
ସେହି ଦିନୁ ସେ ପାଠକ ଛାଡ଼ି ବ୍ୟବସାୟ ।
ବୃନ୍ଦାବନେ କଲେ ବାସ ହେଲେ ଭକ୍ତିମୟ ।।
ଶ୍ରୀଚୈତନ୍ୟ ଜନ୍ମପୀଠ ସେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କଲେ ।
ମାୟାପୁରେ ଯାଇ ପ୍ରଭୁ ଆନନ୍ଦେ ନାଚିଲେ ।।
ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଚୈତନ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ।
ଶ୍ରୀଅଦ୍ୱୈତ ଗଦାଧର ଶ୍ରୀବାସାଦି ଗୌରଭକ୍ତବୃନ୍ଦ ।।
ପରମ ଉଦାର ଏହି ପଞ୍ଚତତ୍ତ୍ୱ ନାମ ।
ଶ୍ରୀଲ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କଲେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ।।
ବାବାଜୀ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ମହାଗୁରୁ ।
କୃପା କର ଏ ଅଧମ ମୁଖେ ନାମ ସ୍ଫୁରୁ ।।

—:•:—

(୧୩୨)

ଫାଲ୍‌ଗୁନ ଗୌର ଚତୁର୍ଥୀ—

ଶ୍ରୀପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଠାକୁରଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ

ଶ୍ରୀପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଶ୍ରୀଲ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରାଣ ।
ବାଲ୍ୟକାଳୁ ନିରନ୍ତର ପୂଜେ ଶ୍ରୀଚରଣ ।।

শ্রীসদাশিব কবিরাজ ভকতি হৃদয় ।
শ্রীপুরুষোত্তম দাস তাহাঙ্ক তনয় ।।
শ্রীকৃষ্ণ চরণে তাঙ্ক নিরন্তর প্রীতি ।
শ্রীকৃষ্ণ করন্তি তাঙ্ক হৃদয়ে বসতি ।।
বাহ্যজ্ঞান তাহাঙ্কর সদা যে ন রহে ।
নিরন্তর নিত্যানন্দ চন্দ্র গুণ গাএ ।।
সুখ সাগরর চাকদহ নামে স্থান ।
শ্রীইষ্ট বিগ্রহ তাঙ্ক হোইলে পূজন ।।
গ্রাম ধ্বংস হেবা পরে গঙ্গা বংশগণ ।
জিরাটে বিগ্রহ স্থাপি করিলে সেবন ।।
বস্থু জাহ্নবার ঘাট নাম অটে তার ।
করিলে পবিত্র পুরুষোত্তম ঠাকুর ।।
তাহাঙ্কর যোগ্য পুত্র শ্রীকানু ঠাকুর ।
কৃষ্ণপ্রেম সমন্বিত অন্তর বাহার ।।
কানু ঠাকুরঙ্ক জন্ম পরে নিজ মাতা ।
জাহ্নবা স্বধামে গলে পুত্র লভে ব্যথা ।।
খড়দহ ঠারে নিত্যানন্দ তা' জাণিলে ।
শিশুপুত্র নেই নিজ নিকটে রখিলে ।।
বর্গীঙ্ক উৎপাত যোগুঁ ত্যজি জন্মস্থান ।
নদীয়া ভজন ঘাটে করিলে আশ্রম ।।
অনন্তর ফেরিগলে পুণি নিজ গ্রাম ।
পুরুষোত্তম ঠাকুর ভজনে মগন ।।

বরাহনগর বোধখানা গ্রাম তহিঁ ।
গোস্বামীঙ্ক পরিবার এবেছন্তি রহি ॥
পুরুষোত্তম ঠাকুর পরম করুণ ।
এ অধম দাসে কর কৃপাবলোকন ॥

—:*:—

(১৩৩)

ফাল্গুন গৌর সপ্তমী—

শ্রীধর স্বামীঙ্ক আবির্ভাব

বালেশ্বর জিল্লা মধ্যে বিরাজই
পবিত্র রেমুণা ধাম ।
যহিঁ গোপীনাথ লীলা প্রকাশিলে
ডাক ক্ষীরচোরা নাম ॥
রেমুণা নিকটে মরেই গ্রামটি
ময়ুর নামরু হেলে ।
এহি গ্রামে পতি ব্রাহ্মণ বংশরে
শ্রীধর জনম নেলে ॥
তেরশহ অশী সম্বতসর যে
শ্রীধর জনমকাল ।
পতি বংশ এবে সেহি গ্রাম ধারে
দেখান্তি শ্রীধর আল ॥

সংসার করিণ বৈরাগ্য আসিলা
চিন্তন্তি ছাড়িবে ঘর।
নবজাত পুত্র কিপরি বঞ্চিব
পালক নাহিঁ যে তার॥
এহি কালে এক ঝিঁটিপিটি ডিম্ব
চালরু পড়িলা তলে।
ফাটি গলা ডিম্ব তহিঁরু শাবক
বাহারি মক্ষিকা গিলে।
জাণিলে শ্রীধর সবু জীবঙ্কর
রক্ষক অটন্তি হরি।
ছাড়িলে যে ঘর ত্যজি মাতা পুত্র
সবু মায়া পরিহরি॥
কাশীকু সে গলে এক দণ্ডী হেলে
শ্রীশঙ্কর সম্প্রদায়ে।
পঢ়ি ভাগবত হেলে সে বিস্মিত
ঘোষিলে ভকতি জয়ে॥
পরিব্রজা কলে ভক্তি প্রচারিলে
শঙ্কর মত খণ্ডিলে।
সপ্তশয্যা স্থানে ঢেঙ্কানাল ঠারে
সদ্গুরুঙ্কু ভেটিলে॥
শ্রীপরমানন্দ স্বামীঙ্কু শ্রীগুরু
পদরে সিএ বরিলে।

শ্রীনৃসিংহ মন্ত্র গ্রহণ করিণ
লক্ষ্মী-নৃসিংহ পূজিলে ॥
মুক্তি ঠারু ভক্তি বৈশিষ্ট্য স্থাপিণ
কলে টীকারে প্রমাণ ।
ভাগবত টীকা শ্রীগীতার টীকা
কলে ভকত বন্দন ॥
শ্রীচৈতন্যদেব কহিলে শ্রীমুখে
যিএ শ্রীধর ন মানে ।
বেশ্যা মধ্যে তাকু জাণিব সকলে
ভাগবত সে ন জাণে ॥
"সুবোধিনী টীকা" লেখিণ শ্রীধর
গীতা মর্ম প্রচারিলে ।
ভাবার্থ দীপিকা ভাগবত টীকা
ভক্তি ব্যাখ্যা বিস্তারিলে ।
"আত্ম প্রকাশ"রে বিষ্ণু পুরাণর
টীকা লেখিলে যতনে ।
"শ্রীবাল বোধিনী" "ব্রহ্ম সংবোধিনী"
রচিলে শাস্ত্র প্রমাণে ॥
"বেদস্তুতি টীকা" বিশেষ প্রাঞ্জল
"শ্রীব্রজ বিহার কাব্য" ।
শ্রীধর সিদ্ধান্ত অতি চমত্কার
অন্যে নুহই সম্ভাব্য ॥

কেতেকঙ্ক মত তাঙ্ক আবির্ভাব
ফগুণ শুক্ল সপ্তমী।
হে জগত পূজ্য শ্রীধর আচার্য্য
বন্দই চরণে নমি॥
"গুপ্ত বৃন্দাবন" গ্রন্থে প্রকাশন
শ্রীধর স্বামী চরিত।
অনুসরি তাহা করিলি বর্ণন
এহা প্রমাণ সম্মত॥

—❁—

(১৩৪)

ফাল্গুন গৌর দ্বাদশী—
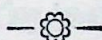
শ্রীমাধবেন্দ্র পুরী পাদঙ্ক তিরোভাব

শ্রীমাধবেন্দ্র পুরী কৃষ্ণপ্রেমপুর।
ভক্তি কল্পতরুর সিএ প্রথম অঙ্কুর॥
দুগ্ধ দান ছলে কৃষ্ণ আসি দেখা দেলে।
তিনি থর স্বপ্নে আসি তাঙ্কু আজ্ঞা দেলে॥
পুরীপ্রেমে শ্রীগোপাল প্রকট হোইলে।
কুঞ্জ মধ্যু আণি পুরী স্বস্থানে রখিলে॥
পুরীপ্রেম বশে প্রভু সেবা স্বয়ং নেলে।
দর্শন দেই ব্রজবাসী সুখ বঢ়াইলে॥

গোবর্দ্ধনধারী সিএ গোপাল ঠাকুর।
মাধবেন্দ্রে কহে আণ চন্দন প্রচুর॥
গোপাল আদেশে পুরী শ্রীক্ষেত্রে চালিলে।
পথে আসি রেমুণারে গোপীনাথে গলে॥
তাঙ্ক মন জাণি ক্ষীর ভাণ্ডটিএ দেলে।
মাধবেন্দ্র পুরী তহুঁ শ্রীক্ষেত্রকু গলে॥
পুরীরু আসি মাধব রেমুণা প্রবেশ।
চন্দন কর্পূর দেই কলেক সুবেশ॥
বৃন্দাবন গোপালত' পুরীঙ্কু কহন্তি।
গোপীনাথে দেলে জাণি মো দেহে বোলন্তি॥
কর্পূর সহিত ঘসি সে সবু চন্দন।
গোপীনাথ শ্রীঅঙ্গরে করহে লেপন॥
গোপীনাথ যিএ অটে মুহিঁ অটে সিএ।
এ কথারে অবিশ্বাস ন কর টিকিএ॥
জয় জয় শ্রীমাধব পুরী ভক্তধীর।
গোপীনাথ যাঙ্ক পাইঁ কলে চোরি ক্ষীর॥
শ্রীনিত্যানন্দ সহিত তীর্থরে ভেটিলে।
শ্রীনিত্যানন্দ পুরীঙ্কু গুরু বুদ্ধ কলে॥
শ্রীঅদ্বৈত, পুণ্ডরীক, শ্রীঈশ্বরপুরী।
শ্রীরঙ্গ, পরমানন্দ, ব্রহ্মানন্দ পুরী॥
আউ কেতেক সন্ন্যাসী হেলে তাঙ্ক শিষ্য।
ভক্তিতত্ত্ব প্রকাশিলে অশেষ বিশেষ॥

"ଅୟି ଦୀନ ଦୟାର୍ଦ୍ର ନାଥ, ହେ ମଥୁରାନାଥ !"
ବିପ୍ରଲମ୍ଭ ଅଭିମାନେ ଯେ ଶ୍ଳୋକ ବିଖ୍ୟାତ ॥
ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମାଧବେନ୍ଦ୍ର ଜାଣନ୍ତି କେବଳ ।
ଶ୍ରୀଗଉର ଆସ୍ୱାଦିଣ ହୁଅନ୍ତି ପାଗଳ ॥
ଶ୍ରୀଫଗୁ ଦ୍ୱାଦଶୀ ଦିନ ହେଲେ ଅପ୍ରକଟ ।
କ୍ଷୀରଚୋରା ଠାରୁ ତାଙ୍କ ସମାଧି ନିକଟ ॥
ଜୟ ଜୟ ମାଧବେନ୍ଦ୍ର କୃଷ୍ଣଭକ୍ତ ବର୍ଯ୍ୟ ।
ରସିକ ପରମ୍ପରାର ପ୍ରଥମ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ॥

—:*:—

(୧୩୫)

ଶ୍ରୀନବଦ୍ୱୀପ ଧାମ ପରିକ୍ରମା କୀର୍ତ୍ତନ

(ଶ୍ରୀଶ୍ରୀମଦ୍ ଭକ୍ତିକେବଳ ଔଡୁଲୋମି ମହାରାଜଙ୍କ ବିରଚିତ)

ଜୟ ଜୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଗୌରାଙ୍ଗଚନ୍ଦ୍ର ।
ପତିତ ଜନେର ବନ୍ଧୁ ଜୟ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ॥
ଅଦ୍ୱୈତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଜୟ ଗଦାଧର ଶ୍ରୀବାସ ।
ଗୌରଭକ୍ତ ଜନଗଣେର କୃପା ମୋର ଆଶ ॥
ନବଧା ଭକ୍ତିର ପୀଠ ନବଦ୍ୱୀପ ଭୂମି ।
ଅପ୍ରାକୃତ ଧାମ-ଏର ଧୂଳି ଚିନ୍ତାମଣି ॥
ଧାମବାସୀ କର ମୋରେ ଆଶିଷ ବର୍ଷଣ ।
ଗୌରଜନ କୃପାୟ ମିଲେ ଶ୍ରୀଧାମ ଦର୍ଶନ ॥

জয় জয় মায়াপুর জয় অন্তর্দ্বীপ।
গৌর জন্মভিটা জয় জয় যোগপীঠ॥
বিষ্ণুপ্রিয়া, শচীমাতা, জগন্নাথ জয়।
লক্ষ্মীদেবী জয় জয় ঈশান মহাশয়॥
ভকতবৎসল প্রভু শ্রীনৃসিংহদেব।
গৌরকুণ্ড নিম্ব বৃক্ষ জয় মহাদেব॥
শচীর অঙ্গনে মুই দেই গড়াগড়ি।
বইকুণ্ঠ শ্রেষ্ঠ এই সাক্ষাত মধু পুরী॥
শ্রীবাস অঙ্গন জয় সংকীর্ত্তন রাস।
হরিধ্বনি হুহুঙ্কার নর্ত্তন বিলাস॥
খোল করতাল যোগে রাত্রি জাগরণ।
সাতপ্রহরিয়া ভাব যাহাঁ প্রদর্শন॥
শ্রীপতি শ্রীনিধি জয় জয় নারায়ণী।
শ্রীবাস পণ্ডিত জয় জয় শ্রীমালিনী॥
সুখী দুঃখী জয় জয় নিত্যানন্দ রায়।
অপূর্ব ব্যাসের পূজা প্রকাশ যথায়॥
অদ্বৈত ভবন জয় মঙ্গল ঠাকুর।
তুলসী আর গঙ্গাজলে পূজন প্রচুর॥
হুঙ্কার শুনিয়া আইলা শ্রীগৌরাঙ্গ রায়।
পাপী তাপী দুঃখী জীবের দুঃখ দূরে যায়॥
ভাগবত ভক্তি ব্যাখ্যা অপূর্ব শ্রবণ।
বালক নিমাইঁর রূপ যাহাঁ মনোরম॥

জয় জয় চন্দ্রশেখর আচার্য্য ভবন।
লক্ষ্মীবেশে প্রকট যাহাঁ প্রভুর নর্ত্তন ॥
জয় জয় প্রভুপাদ সরস্বতী ঠাকুর।
যে আনিল প্রেমধন করুণা প্রচুর ॥
জয় বিনোদ প্রাণ জয় প্রভুপাদ প্রাণ।
গৌরকিশোর বাবা জয় বৈরাগ্য প্রধান ॥
কাজির সমাধি জয় শ্রীধর অঙ্গন।
ছিদ্র পাত্রে জল পান স্নেহ প্রদর্শন ॥
জয় শ্রী সীমন্ত-দ্বীপ নীলাম্বর ঠাকুর।
শচী আইর জন্মস্থান শ্রীবিল্বপুকুর ॥
জয় শ্রীগোদ্রুম ধাম কীর্ত্তন প্রমোদ।
স্বানন্দ সুখদ কুঞ্জ শ্রীভক্তিবিনোদ ॥
শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত জয় সরস্বতী মঠ।
গোদ্রুমবিহারী জয় সংকীর্ত্তন নট ॥
গঙ্গা-সরস্বতী জয় সঙ্গম মজ্জন।
হরিহর ক্ষেত্র জয় শ্রীহংসবাহন ॥
অলকানন্দার তীরে মহা বারাণসী।
সুবর্ণবিহারে রুক্ম বর্ণ গৌরশশী ॥
জয় জয় মধ্যদ্বীপ নৃসিংহ ঠাকুর।
ভকত বৎসল প্রহ্লাদ আহ্লাদ প্রচুর ॥
হিরণ্য বধিয়া প্রভু করিলা বিশ্রাম।
নৃসিংহ তীর্থে ভক্তের কীর্ত্তন আরাম ॥

কোলদ্বীপ প্রৌঢ়মায়া কুলিয়ার চর।
গৌরকিশোর বাবার বৈরাগ্য বিস্তর॥
নবদ্বীপ জয় শ্রীপাদসেবন-স্থান।
মহাপ্রভুর শ্রীমূর্ত্তি যাহঁা বিদ্যমান॥
সিদ্ধ বাবা জগন্নাথের ভজন কুটীর।
বংশীদাস বাবার ভজন গঙ্গাতীর॥
ঋতু দ্বীপে সমুদ্রগড় চাঁপাহাটি স্থান।
গৌর গদাধর দ্বিজ বাণীনাথ প্রাণ॥
জহ্নু দ্বীপে বিদ্যানগর জান্নগর নাম।
সার্বভৌম গৃহে গৌরহরির বিশ্রাম॥
মোদদ্রুম দ্বীপে বাসু দত্তের ঠাকুর।
মদনগোপাল জীউর দর্শন মধুর॥
সারঙ্গ মুরারি জয় বৃন্দাবন দাস।
চৈতন্য ভাগবত যিনি করিলা প্রকাশ॥
নারায়ণী বৃন্দাবনের নিত্যানন্দ রায়।
মামগাছি ধামে প্রভু আছেন লীলায়॥
এ ধামের ধূলায় মোর দণ্ড পরণাম।
জয় প্রভু নিত্যানন্দ বৃন্দাবন প্রাণ॥
গঙ্গাতীরে রুদ্রদ্বীপ অতি রম্য স্থান।
রুদ্র ইহঁা নৃত্য করে গৌর গুণগান॥
গঙ্গা-সরস্বতী নদীর এপার ওপার।
নয়টি দ্বীপে গৌরধামের বিস্তার॥

নিজ ধামে লীলা প্রভু করে অনুক্ষণ।
সর্বত্র প্রকট তাঁর নর্ত্তন কীর্ত্তন ॥
বহু ভাগ্যে মিলে তার দর্শন শ্রবণ।
গৌরজন কর মোরে কৃপা বিতরণ ॥
ভক্তিবিনোদ সরস্বতীর চরণ সম্বল।
ধাম পরিক্রমা গায় শ্রীভক্তিকেবল ॥

—ঃ০ঃ—

(১৩৬)

শ্রীক্ষেত্রধাম পরিক্রমা কীর্ত্তন

(শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি মহারাজক বিরচিত)

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য জয় প্রভু নিত্যানন্দ।
গদাধরাদ্বৈত জয় গৌর ভক্তবৃন্দ ॥
শ্রীক্ষেত্রধাম জয় নীলাচল পুরী।
সমুদ্র মহাতীর্থ হৈল পাদ ধৌত করি ॥
চৈতন্যের লীলাবলী সর্বত্র উজ্জ্বল।
গৌর ভক্ত জনগণের বড় প্রিয় স্থল ॥
জয় জয় গম্ভীরা কাশী মিশ্রের ভবন।
নীলাচলে মহাপ্রভুর লীলা-নিকেতন ॥
রামানন্দ স্বরূপ সহ রস-আস্বাদন।
রূপ সনাতন সহ কৃষ্ণ আলাপন ॥

শ্রীকৃষ্ণ বিরহোন্মাদ সাত্ত্বিক-বিকার।
অশ্রু কম্প স্বেদ আদি পুলক-সঞ্চার॥
সনাতনের কণ্ডুরসায় প্রভুর আলিঙ্গন।
রঘুনাথের সড়া প্রসাদ কাড়িয়া ভক্ষণ॥
গদাধর শ্রীনিবাস হরিদাস প্রাণ।
নিত্যানন্দ অদ্বৈতের কভু অবস্থান॥
রাঘবের ঝালি শিবানন্দের সেবন।
গৌড়ীয়া ভক্তগণের বর্ষে আগমন॥
গুণ্ডিচা মার্জ্জন প্রভুর রথাগ্রে নর্ত্তন।
নরেন্দ্রেতে স্নান প্রতাপরুদ্রের মোচন॥
জগন্নাথ দরশন, নর্ত্তন কীর্ত্তন।
আচণ্ডাল সর্বজনে প্রেম বিতরণ॥
নীলাচল মহাতীর্থের মাহাত্ম্য-বর্দ্ধন।
জয় জয় মহাপ্রভু শ্রীক্ষেত্র ভূষণ॥
জয় জয় জগন্নাথ চৈতন্য বল্লভ।
নিত্য নব নব তব যাত্রা মহোৎসব॥
স্নানযাত্রা রথযাত্রা চন্দনযাত্রায়।
লক্ষ লক্ষ ভক্তগণের আনন্দ বাড়ায়॥
সুভদ্রা মাইজী জয় প্রভু বলরাম।
জয় জয় জগন্নাথ কমলনয়ান॥
দারুব্রহ্ম পুরুষোত্তম জয় ঘনশ্যাম।
সর্বলোক ত্রাণ প্রভুর করুণা প্রধান॥

অধরামৃত মহাপ্রসাদ অকাতরে দান।
অপূর্ব সৌরভে মাতে ভকতের প্রাণ॥
প্রসাদ দর্শন-দানে-দয়ার সীমা নাই।
পতিতপাবন প্রভু জয় তব গাই॥
জয় টোটা গোপীনাথ গদাধর প্রাণ।
জয় প্রভু বলদেব নয়নাভিরাম॥
পণ্ডিতের সহ প্রভু হেথায় মিলন।
চটক পর্বত জয় জয় গোবর্দ্ধন॥
গৌর গদাধর জয় পুরুষোত্তম মঠ।
সরস্বতী ঠাকুর জয় বিনোদ মাধব॥
শ্রীসিদ্ধ বকুল জয় হরিদাস ঠাকুর।
রসনায় নৃত্য সদা শ্রীনাম মধুর॥
সমুদ্র তরঙ্গ ধৌত বালুকার চরে।
সমাধি দিলেন প্রভু তাঁরে নিজ করে॥
স্কন্ধে তার অঙ্গ ধরি করেন নর্ত্তন।
ভকত বৎসল প্রভুর স্নেহ নিদর্শন॥
সার্বভৌম-গৃহে প্রভু ভঙ্গী করি আইলা।
ষড়্ভুজ মূর্ত্তি তাঁরে তথা দেখাইলা॥
জগন্নাথ-বল্লভ উদ্যান মনোরম।
রামানন্দ রায় যথা করেন ভজন॥
নরেন্দ্র সরোবরে চন্দন যাত্রায়।
মদনমোহন বিহার করেন লীলায়॥

নিত্যানন্দ অদ্বৈতাদি ভক্ত সঙ্গে করি।
নরেন্দ্রেতে স্নান কেলি করে গৌরহরি॥
সুন্দরাচল জয় গুণ্ডিচা-ভবন।
রথযাত্রা করি জগন্নাথের গমন॥
কিবা সে ঐশ্বর্য্য প্রকাশ রথযাত্রাকালে।
লক্ষ লক্ষ নরনারী নাচে কুতূহলে॥
রথে বসি জগন্নাথ কমল নয়ন।
কৃতার্থ করেন সবে দিয়া দরশন॥
শঙ্খ, ঘণ্টা, করতাল মৃদঙ্গ বাদন।
মহোল্লাসে ভক্তগণের নর্ত্তন-কীর্ত্তন॥
মহা-মহোৎসব ভক্তের উল্লাস প্রচুর।
জয় জয় জগন্নাথ-দর্শন মধুর॥
শ্রীনৃসিংহ মন্দির জয় আই টোটা স্থান।
ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবরে ভক্তের বিশ্রাম॥
পরমানন্দ পুরী কূপ সর্বতীর্থময়।
চক্রতীর্থে ক্ষেত্র যাত্রী দর্শনেতে যায়॥
যমেশ্বর শিব জয় কপাল মোচন।
লোকনাথ, নীলকণ্ঠ, মার্কণ্ড-পাবন॥
শ্রীক্ষেত্রে পঞ্চশিব আছেন সদায়।
জগন্নাথ মহাপ্রভুর সেবার সহায়॥
সাতাসন, ভক্তিকুটী ভক্তিবিনোদ স্থান।
প্রভুপাদের জন্মতীর্থে দণ্ড পরণাম॥

ভক্তিবিনোদ সরস্বতীর চরণ সম্বল।
ক্ষেত্র পরিক্রমা গায় শ্রীভক্তিকেবল॥

—:০:—

(১৩৭)

শ্রীবৃন্দাবন পরিক্রমা

(ব্রজবাসী শ্রীকৃষ্ণদাসঙ্ক রচিত)

জয় রাধে জয় কৃষ্ণ জয় বৃন্দাবন।
শ্রীগোবিন্দ-গোপীনাথ-মদনমোহন॥
শ্যামকুণ্ড-রাধাকুণ্ড-গিরি গোবর্দ্ধন।
কালিন্দী যমুনা জয় জয় মহাবন॥
কেশীঘাট বংশীবট দ্বাদশ কানন।
যাহাঁ সব লীলা কৈল শ্রীনন্দনন্দন॥
শ্রীনন্দ যশোদা জয় জয় গোপগণ।
শ্রীদামাদি জয় জয় ধেনু বৎসগণ॥
জয় বৃষভানু জয় কীর্ত্তিদা-সুন্দরী।
জয় পৌর্ণমাসী জয় আভীর নাগরী॥
জয় জয় গোপেশ্বর বৃন্দাবন মাঝ।
জয় জয় কৃষ্ণসখা বটু দ্বিজরাজ॥
জয় রামঘাট জয় রোহিণী-নন্দন।
জয় জয় বৃন্দাবনবাসী যত জন॥

জয় দ্বিজ পত্নী জয় নাগ কন্যাগণ।
ভক্তিতে যাহাঁরা পাইল গোবিন্দ চরণ ॥
শ্রীরাসমণ্ডল জয় জয় রাধা শ্যাম।
জয় জয় রাসলীলা সর্বমনোরম ।।
জয় জয়োজ্জ্বল রস সর্ব রস সার।
পারকীয়াভাবে যাহা ব্রজেতে প্রচার ॥
শ্রীজাহ্নবা পাদপদ্ম করিয়া স্মরণ।
দীনকৃষ্ণ দাস কহে নাম সংকীর্ত্তন ।।

—ঃ০ঃ—

(১৩৮)

শ্রীরমণ বিপিন-পরিক্রমণ

(শ্রীশ্রী যতিশেখর দাস ভক্তিমুকুন্দ ভক্তিশাস্ত্রী বিরচিত)

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈত চন্দ্র জয় গৌর ভক্তবৃন্দ ।। ১ ।।
জানুগঞ্জে জানু পাতি মন্দিরে প্রণতি।
শ্রীরেমুণা পরিক্রমা করিবাকু মতি ॥ ২ ॥
শ্রীমাধবেন্দ্র গৌড়ীয় মঠে হেলু উভা।
দিব্য বকুল বৃক্ষর আহা কিবা শোভা ॥ ৩ ॥
জল স্পর্শি প্রণমিলু গৌড়ীয় পোখরী।
গৌড়ীয়রু গোড়িনাম অছি এহা ধরি ॥ ৪ ॥

শ্রীভক্তি প্রসাদ পুরী শ্রীআচার্য্যদেব।
স্থাপিথিলে এই মঠ সে স্মৃতিরে সেব ॥ ৫ ॥
জগন্নাথ সেবা এঠি থিলা বিদ্যমান।
এক ভক্ত চউধুরী কলে এহা দান ॥ ৬ ॥
শ্রীভক্তি প্রদীপ তীর্থ ন্যাসী দামোদর।
বালেশ্বর ভক্ত-বৃন্দ করিলে মন্দির ॥ ৭ ॥
নমে ভকতি কেবল ঔড়ুলোমি গুরু।
ভুবনমঙ্গল দেব বাঞ্ছা কল্পতরু ॥ ৮ ॥
শ্রীগুরু গৌরাঙ্গ সহ বিজে জগন্নাথ।
বলরাম শ্রীসুভদ্রা রহিছন্তি সাথ ॥ ৯ ॥
শ্রীরমণ বিপিন বিহারী রাধা সহ।
মায়াপুর খোকা গৌর বিজয় বিগ্রহ ॥ ১০ ॥
মহাদেব গুরুগৃহে দণ্ডবত সারি।
যিবা রমণ বিপিন কুটীর নিহারি ॥ ১১ ॥
যোগেশ্বর-বৃন্দাবন অপ্রকট স্থান।
এ অধম জন করে এ পীঠ সেবন ॥ ১২ ॥
নমি এই পূত স্থানে গৌড়দাণ্ডে যিবা।
যুগু যুগু সমাগত ভকতে ভাবিবা ॥ ১৩ ॥
সীতা উদ্ধারি শ্রীরাম রেমুণা আসিলে।
গৌড় দাণ্ডে ধেনু দেখি আনন্দিত হেলে ॥১৪॥
তহুঁ বামে প্রদক্ষিণ করি দীঘি দেখ।
ভক্তরাজ পুষ্করিণী দীর্ঘ রূপ রেখ ॥ ১৫ ॥

শ্রীলাঙ্গুলা নরসিংহ উৎকল রাজন।
মদন গোপাল ভক্ত গোপীনাথ জন॥ ১৬॥
রাজাঙ্ক পাইঁ এ দীঘি ব্রজ পুষ্করিণী।
কোট পুষ্করিণী কলে রাজাঙ্কর রাণী। ১৭॥
নমি এই পুষ্করিণী দক্ষিণে চালিবা।
এবে যাই রামচণ্ডী দেবীঙ্কু বন্দিবা॥ ১৮॥
রামচণ্ডী যোগমায়া দেবী কাত্যায়নী।
কৃপা করি ঘেন মাগো আমরি দয়িনী॥ ১৯॥
ত্রেতারে সেবিলে রাম চণ্ডীঙ্ক মূরতী।
রামচণ্ডী দেবী নামে হোইলে খিআতি॥ ২০॥
এ চণ্ডী মণ্ডলে থিলা এক বড় হাট।
গোপীনাথ লগাইলে এঠি এক নাট॥ ২১॥
রাত্রে হাটে শোইথিলে মাধবেন্দ্র পুরী।
গোপীনাথ পঠাইলে ক্ষীর করি চোরি॥ ২২॥
এই দেখ মাধবেন্দ্র ভজনর স্থান।
মাধবেন্দ্র সমাধিটি এঠি বিদ্যমান॥ ২৩॥
মাধবেন্দ্র রোপিথিলে প্রেমর অঙ্কুর।
ঈশ্বরপুরী ফুটান্তি পল্লব সুন্দর॥ ২৪॥
সেই প্রেমাঙ্কুর বৃক্ষ শ্রীচৈতন্যদেব।
এ গৌড়ীয় পরম্পরা হৃদে বরি নেব॥ ২৫॥
পথমধ্যে দেখ এই সপ্তশরা নদী।
সাতশোঃ সপ্তশরা নাম অদ্যাবধি॥ ২৬॥

সীতাদেবী স্নান পাই সপ্ত শরে রাম ।
নদী কলে পূজুছন্তি জাণি এহা ধাম ॥ ২৭ ॥
গর্গেশ্বর মহাদেব গর্গমুনি প্রিয় ।
পূজা করি বাণাসুর পৃথ্বী কলে জয় ॥ ২৮ ॥
বৃন্দাবনাবনীপতে জয় সৌম মৌলে ।
নিরুপাধিক ভক্তি দিঅ বন্ধু পদতলে ॥২৯॥
এঠু দণ্ডবত কর বলদেব বাড়ি ।
সে গ্রাম কুসুমশূলি দেখা যাএ আড়ি ॥৩০॥
বলদেব বিরচিলে শ্রীগোবিন্দ ভাষ্য ।
কেতে গ্রন্থ কেতে টীকা সে কলে প্রকাশ ॥৩১॥
ময়ূর গ্রামে শ্রীধর স্বামী জন্ম স্থান ।
ভাগবত-গীতা টীকা যা কীর্ত্তি মহান ।।৩২॥
এবে চাল ফেরি যিবা গোপীনাথ ঠামে ।
শ্রীমন্দির চূড়া দেখ দিশুঅছি বামে ॥৩৩॥
ভক্তগণ নৃত্য কলে গোপীনাথ নামে ।
জয় জয় গোপীনাথ শ্রীরেমুণা ধামে ॥৩৪॥
চন্দন পোখরী নমি পশিবা নন্দিরে ।
দৃষ্টিপাত কর প্রভু মন্দির ভিতরে ॥৩৫॥
শ্রীগোবিন্দ শ্রীগোপীনাথ মদনমোহন ।
জয় শ্রীরেমুণা ধাম গুপ্ত বৃন্দাবন ।।৩৬।।
জয় জয় শ্যামানন্দ কনকমঞ্জরী ।
বন্দিবা তাঙ্ক প্রশিষ্যে সেবা অধিকারী ।।৩৭।।

ত্রেতারে শ্রীরামচন্দ্র পথর ফলকে।
দ্বাপর মূর্ত্তি আঙ্কিলে কি শোভা ঝলকে ॥৩৮॥
বামে খোদিলে ললিতা তাম্বুল সেবিকা।
ভোগদ্রব্য ধরিছন্তি সুন্দরী বিশাখা ॥৩৯॥
সুচিত্রা কুসুম মালা করন্তি প্রদান।
ইন্দুরেখা করুছন্তি পাদসম্বাহন ॥৪০॥
দক্ষিণে চম্পকলতা চামর ঢুলান্তি।
শ্রীরঙ্গদেবী চন্দন শ্রী অঙ্গে বোলন্তি ॥৪১॥
তুঙ্গবিদ্যা বস্ত্র-সেবা করন্তি যতনে।
ভূদেবী তৎপর সদা দন্তাদি ধাবনে ॥৪২॥
কটীরে পাঞ্চণ বাড়ি ধরন্তি সুবল।
তিনি গোটি ধেনু সাথে শ্রীমধুমঙ্গল ॥৪৩॥
পার্শ্বস্থানে দেখ বীর কংস অনুচর।
নিপাত করন্তি কৃষ্ণ মুষ্টিক চাণুর ॥৪৪॥
গোপীনাথ সহ রাম সেহি পথররে।
খোলিছন্তি এই সবু কেতে যতনরে ॥৪৫॥
শ্রীলাঙ্গুলা নরসিংহ উৎকল রাজন।
চিত্রকূটে এ বিগ্রহ কলে দরশন। ৪৬॥
ঠাকুরঙ্ক আজ্ঞা পাই রেমুণা আণিলে।
যথাযোগ্য স্থানে এই মন্দির তোলিলে ॥৪৭॥
নিত্যানন্দ শ্রীচৈতন্য আদি গৌরগুণ।
শিবানন্দ সেন সহ যাত্রী অগণন ॥৪৮॥

শ্রীঅমৃতকেলি ক্ষীর চিন্ময় জগতে।
আস্বাদি প্রেমে বিভোর হুঅন্তি ভকতে ॥৪৯॥
সরস্বতী প্রভুপাদ আসি এহি স্থল।
গাইলে "গৌরাঙ্গলীলা স্মরণ মঙ্গল" ॥৫০॥
গরুড় অরুণদেব গৌর পাদপদ্ম।
রসিকানন্দ শ্রীমূর্ত্তি ভজনর সদ্ম ॥৫১॥
শ্রীতুলসী নবগ্রহ করি দরশন।
শ্রীরেমুণা পরিক্রমা হেলা সমাপন ॥৫২॥
সরস্বতী পরিবার শ্রীবিনোদ ধারা।
আগত যে মহাজন ধন্য কলে ধরা ॥৫৩॥
ভকতি কুমুদ অটে তাঙ্ক দাস দাস।
আজ্ঞা লভি পরিক্রমা করিলা প্রকাশ ॥৫৪॥
ব্রজে গোপীঙ্ক লহুণী যে দুকুল চোর।
গোপীনাথ জন্ম জন্ম পাতকাদি চোর ॥৫৫॥
সে রাধারাণী হৃদয় ভাবভঙ্গী চোর।
নব জলধর রূপ শ্যামকান্তি চোর ॥৫৬॥
পদাশ্রিত ভক্তঙ্কর তিনি কাল চোর।
প্রণাম করই মুহিঁ সেই বড় চোর ॥৫৭॥
জয় জয় গোপীনাথ প্রভু প্রাণ মোর।
মাধবেন্দ্র পুরী লাগি নাম ক্ষীর চোর ॥৫৮॥

—:০:—

(১৩৯)

শ্রীজগদানন্দঙ্ক প্রেমবিবর্ত্তরু শ্রীএকাদশী

একদিন গৌরহরি, শ্রীগুণ্ডিচা পরিহরি,
"জগন্নাথ বল্লভে" বসিলা।
শুদ্ধা এবাদশী দিনে, কৃষ্ণনাম সংকীর্ত্তনে,
দিবস রজনী কাটাইলা ॥

সঙ্গে স্বরূপ দামোদর, রামানন্দ বক্রেশ্বর,
আর যত ক্ষেত্রবাসীগণ।
প্রভু বলে, – "এক মনে, কৃষ্ণনাম সংকীর্ত্তনে,
নিদ্রাহার করিয়ে বর্জ্জন ॥

কেহ কর সংখ্যা নাম, কেহ দণ্ড পরণাম,
কেহ বল রামকৃষ্ণ কথা।"
যথা তথা পড়ি সবে, 'গোবিন্দ' 'গোবিন্দ' রবে,
মহাপ্রেমে প্রমত্ত সর্বথা ॥

হেন কালে গোপীনাথ, পড়িছা সার্বভৌম সাথ,
গুণ্ডিচা-প্রসাদ লয়া আইল।
অন্ন, ব্যঞ্জন, পিঠা পানা পরমান্ন, দধি, ছানা,
মহাপ্রভু অগ্রেতে ধরিল ॥

প্রভুর আজ্ঞায় সবে, দণ্ডবৎ পড়ি তবে,
মহাপ্রসাদ বন্দিয়া বন্দিয়া।

ত্রিযামা রজনী সবে, মহাপ্রেমে মগ্ন ভাবে,
অকৈতবে নামে কাটাইয়া ॥
প্রভু আজ্ঞা শিরে ধরি, প্রাতঃস্নান সবে করি,
মহাপ্রসাদ সেবায় পারণ।
করি হৃষ্ট চিত্ত সবে, প্রভুর চরণে তবে,
করযোড়ে করে নিবেদন ॥

শ্রীক্ষেত্রে শ্রীএকাদশী—

"সর্বব্রত-শিরোমণি, শ্রীহরিবাসরে জাণি,
নিরাহারে করি জাগরণ।
জগন্নাথ-প্রসাদান্ন, ক্ষেত্রে সর্বকালে মান্য,
পাইলেঈ করিয়ে ভক্ষণ ॥
এ সঙ্কটে ক্ষেত্রবাসে, মনে হয় বড় ত্রাসে,
স্পষ্ট আজ্ঞা করিয়ে প্রার্থনা।
সর্ব বেদ আজ্ঞা তব, যাহা মানে ব্রহ্মা-শিব,
তাহা দিয়া ঘুচাও যাতনা ॥"

শ্রীমহাপ্রভুর বিচার—

প্রভু বলে—"ভক্তি-অঙ্গে, একাদশী মান ভঙ্গে,
সর্বনাশ উপস্থিত হয়।
প্রসাদ পূজন করি', পরদিনে পাইলে তরি,
তিথি পরদিন নাহি রয় ॥

শ্রীহরিবাসর-দিনে, কৃষ্ণনাম রস পানে,
তৃপ্ত হয় বৈষ্ণব সুজন।
অন্য রস নাহি লয়, অন্য কথা নাহি কয়,
সর্ব ভোগ করয়ে বর্জ্জন ॥
প্রসাদ ভোজন নিত্য শুদ্ধ বৈষ্ণবের কৃত্য,
অপ্রসাদ না করে ভক্ষণ।
শুদ্ধা একাদশী যবে, নিরাহার থাকে তবে,
পারণেতে প্রসাদ ভোজন ॥
অনুকল্প স্থান মাত্র, নিরন্ন প্রসাদ পাত্র,
বৈষ্ণবকে জানিহ নিশ্চিত।
অকৈতব জন যা'রা, প্রসাদ ছলেতে তা'রা
ভোগে হয় দিবানিশি রত ॥
পাপ পুরুষের সঙ্গে, অন্নাহার করে রঙ্গে,
নাহি মানে হরিবাসর-ব্রত।
ভক্তি-অঙ্গ সদাচার, ভক্তির সম্মান কর,
ভক্তি-দেবী কৃপা-লাভ হবে।
অবৈষ্ণব সঙ্গ ছাড়, একাদশী ব্রত ধর,
নামব্রতে একাদশী তবে ॥

প্রসাদ সেবন আর শ্রীহরিবাসরে।
বিরোধ না করে কভু বুঝহ অন্তরে ॥
এক অঙ্গ মানে, আর অন্য অঙ্গে দ্বেষ।
যে করে নির্বোধ সেই, জানিহ বিশেষ ॥

যে অঙ্গের যেই দেশ কাল বিধি ব্রত।
তাহাতে একান্তভাবে হও ভক্তিরত॥
সর্ব অঙ্গের অধিপতি ব্রজেন্দ্রনন্দন।
যাহে তেঁহ তুষ্ট তাহা করহ পালন॥
একাদশী দিনে নিদ্রাহার বিসর্জন।
অন্য দিনে প্রসাদ নির্মাল্য সুসেবন॥

শুনিয়া বৈষ্ণব সব, আনন্দে গোবিন্দ রব,
দণ্ডবৎ পড়িলেন তবে।
স্বরূপাদি রামানন্দ, পাইলেন মহানন্দ,
'উড়িয়া' 'গৌড়ীয়া' ভক্ত সবে॥

ওহে ভাই!
গৌরাঙ্গ আমার প্রাণধন।
অকৈতবে ভজ তাঁরে যাবে তবে ভব পারে,
শীতল হইবে তনু মন॥

শ্রীনামভজন ও একাদশী এক—

শ্রীনামভজন আর একাদশী ব্রত।
এক তত্ত্ব নিত্য জানি হও তাহে রত॥
(শ্রীপ্রেমবিবর্ত্ত)

—:০:—

(১৪০)

শ্রীহরিবাসর

শ্রীহরিবাসরে হরি কীর্ত্তন বিধান।
নৃত্য আরম্ভিল প্রভু জগতের প্রাণ॥
ভাগ্যবন্ত শ্রীবাস অঙ্গনে শুভারম্ভ।
উঠিল মঙ্গল ধ্বনি গোপাল গোবিন্দ॥
সবার অঙ্গেতে শোভে শ্রীচন্দন মালা।
আনন্দে নাচয়ে সবে হইয়ে বিভোলা॥
মৃদঙ্গ মন্দিরা বাজে শঙ্খ করতাল।
সংকীর্ত্তন সঙ্গে সব হইল মিশাল॥
ব্রহ্মাণ্ডে উঠিল ধ্বনি পূরিয়া আকাশ।
চৌদিকের অমঙ্গল যায় সব নাশ॥
চতুর্দ্দিকে ভক্তগণ করে সংকীর্ত্তন।
মাঝে নাচে জগন্নাথ শচীর নন্দন॥
যাঁর নামানন্দে শিব বসন না জানে।
যাঁর প্রেমে নাচে শিব সে নাচে আপনে॥
যাঁর নামে বাল্মীকি হইল তপোধন।
যাঁর নামে অজামিল পাইল মোচন॥
যাঁর নাম শ্রবণে সংসার বন্ধ ঘুচে।
সেই প্রভু অবতরি কলি যুগে নাচে॥

যাঁর নাম লয়ে শুক নারদ বেড়ায়।
সহস্র বদন প্রভু যাঁর গুণ গায়॥
সর্ব মহা প্রায়শ্চিত যে প্রভুর নাম।
সে প্রভু নাচয়ে দেখে যত ভাগ্যবান॥
নিজানন্দে নাচে মহাপ্রভু বিশ্বম্ভর।
চরণের তালি শুনি অতি মনোহর॥
ভাবাবেশে মালা নাহি রহয়ে গলায়।
ছিণ্ডিয়া পড়য়ে গিয়া ভকতের গায়॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ চান্দ জান।
বৃন্দাবন দাস তছু পদযুগে গান॥

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

বৃহত্ জয়দান

জয় শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বিকা গিরিধারীজীউ কী জয়। জয় শ্রীআম্নায় ধারা সংরক্ষক ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস অষ্টোত্তরশত শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিভূষণ ভারতী গোস্বামী গুরুঠাকুর কী জয়। জয় নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস অষ্টোত্তরশত শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-কেবল ঔড়ুলোমি গোস্বামী কী জয়। জয় নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি প্রদীপ তীর্থ গোস্বামী মহারাজ কী জয়। জয় নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুর কী জয়। জয় নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ কী জয়। জয় নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রীশ্রীপরমগুরু শ্রীগৌরকিশোর দাস গোস্বামী কী জয়। জয় নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রীশ্রীমদ্ সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর কী জয়। জয় নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রীশ্রীবৈষ্ণব সার্বভৌম শ্রীশ্রীল জগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজ কী জয়। জয় শ্রীভাগবত দাস বাবাজী মহারাজ কী জয়। জয় শ্রীমধুসূদন দাস গোস্বামী কী জয়। জয় শ্রীউদ্ধব দাস গোস্বামী কী জয়। জয় শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণপাদ কী জয়। জয় শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী

ঠাকুর কী জয়। জয় শ্রীনরোত্তম ঠাকুর মহাশয় কী জয়। জয় শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী কী জয়। জয় শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুর কী জয়। জয় শ্রীরূপ-সনাতন-ভট্ট রঘুনাথ-শ্রীজীব-গোপাল ভট্ট-দাস রঘুনাথ-ষড় গোস্বামী প্রভু কী জয়। জয় শ্রীস্বরূপ দামোদর গোস্বামী কী জয়। জয় ষড়তত্ত্ব বিলাসকারী শ্রীগৌর-সুন্দর কী জয়। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ শ্রীঅদ্বৈত গদাধর শ্রীবাসাদি গৌর ভক্তবৃন্দ কী জয়। জয় শ্রীঅন্তর্দ্বীপ, মায়াপুর, সীমন্ত দ্বীপ, গোদ্রুম দ্বীপ, মধ্য দ্বীপ, কোল দ্বীপ, ঋতু দ্বীপ, জহ্নু দ্বীপ, মোদদ্রুম দ্বীপ, রুদ্র দ্বীপাত্মক শ্রীনবদ্বীপ ধাম কী জয়। জয় শ্রীরাধাকৃষ্ণ-গোপ-গোপী-গো গোবর্দ্ধন-বৃন্দাবন-মথুরা-রাধাকুণ্ড-শ্যামকুণ্ড-যমুনা-ললিতা-বিশাখা কী জয়। শ্রীগোবিন্দ-গোপীনাথ-মদনমোহন কী জয়। শ্রীপুরুষোত্তম ধাম কী জয়। শ্রীজগন্নাথ বলভদ্র সুভদ্রা জীউ কী জয়। ভক্তি বিঘ্ন বিনাশকারী শ্রীনৃসিংহদেব কী জয়। ভক্তরাজ শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজ কী জয়। শ্রীভক্তিদেবী কী জয়। শ্রীতুলসী দেবী কী জয়। শ্রীগঙ্গাদেবী কী জয়। শ্রীসুরভি কুঞ্জ কী জয়। শ্রীনামহট্ট কী জয়। শ্রীনাম প্রভু কী জয়। নামাচার্য্য শ্রীহরিদাস ঠাকুর কী জয়। শ্রীগ্রন্থ ভাগবত কী জয়। শ্রীভক্ত ভাগবত কী জয়। শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব রাজসভা কী জয়। ভুবনমঙ্গল শ্রীহরিনাম সংকীর্ত্তন কী জয়।

জয় শ্রীঅন্তর্দ্বীপ মায়াপুরকী জয়। শ্রীশচীমাতা-জগন্নাথ মিশ্র কী জয়। শ্রীচৈতন্যাগ্রজ বিশ্বরূপ কী জয়। শ্রীনিমাই বিশ্বম্ভর কী জয়। শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া-শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবী কী জয়।

শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া পিতা বল্লভাচার্য্য কী জয়। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া পিতা শ্রীসনাতন মিশ্র কী জয়। শ্রীকাশীনাথ পণ্ডিত-বনমালী ঘটক কী জয়। শ্রীঈশান ঠাকুর কী জয়। শ্রীবংশীবদনানন্দ প্রভু কী জয়। শ্রীনীলাম্বর চক্রবর্ত্তী ঠাকুর কী জয়। নিম্ব বৃক্ষ কী জয়, শ্রীখোকা নিমাই কী জয়। শচীমাতা-শ্রীজগন্নাথ মিশ্র কী জয়। শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির কী জয়। শ্রীগুরু গৌরাঙ্গ গান্ধর্বিকা গিরিধারী জীউ কী জয়। শ্রীগৌর-লক্ষ্মীপ্রিয়া কী জয়। শ্রীগৌর বিষ্ণুপ্রিয়া কী জয়। ষড়তত্ত্ব বিলাসকারী শ্রীগৌরসুন্দর কী জয়। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-প্রভু নিত্যানন্দ-শ্রীঅদ্বৈত-গদাধর-শ্রীবাসাদি গৌর ভক্তবৃন্দ কী জয়। শ্রীথানেশ্বর জগন্নাথ কী জয়। শ্রীসদাশিব কী জয়। শ্রীলক্ষ্মী-নৃসিংহদেব কী জয়। শ্রীগৌর-গদাধর কী জয়। শ্রীগৌরকুণ্ড কী জয়। শ্রীনবদ্বীপ ধাম প্রচারিণী সভা কী জয়। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অর্চ্চা বিগ্রহ কী জয়। শ্রীবাস অঙ্গন কী জয়। শ্রীবাস পণ্ডিত-মালিনী দেবী কী জয়। শ্রীপাত-শ্রীনিধি-শ্রীরাম-শ্রীবাস চারিভ্রাতা কী জয়। শ্রীনারায়ণী দেবী কী জয়। শ্রীসুখী-দুঃখী কী জয়। শ্রীসংকীর্ত্তন রাসস্থলী শ্রীবাস অঙ্গন কী জয়। শ্রীভক্তিবিলাস প্রভুর সমাধি পীঠ কী জয়। শ্রীভক্তি শ্রীরূপ পুরী মহারাজের সমাধি পীঠ কী জয়। শ্রীভক্তি-সম্বল ভাগবত মহারাজের সমাধি পীঠ কী জয়। শ্রীঅদ্বৈত ভবন কী জয়। শ্রীদেবী-সীতাদেবী কী জয়। শ্রীঅচ্যুতানন্দ প্রভু কী জয়। শ্রীকৃষ্ণ মিশ্র-গোপাল মিশ্র কী জয়। শ্রীনন্দিনী দেবী কী জয়। শ্রীজাঙ্গলী দেবী কী জয়। শ্রীগদাধর ভবন কী জয়।

শ্রীগৌর-গদাধর কী জয়। শ্রীমাধব মিশ্র-শ্রীরত্নাবতীদেবী কী জয়। শ্রীভক্তিবিজয় ভবন কী জয়। শ্রীপ্রভুপাদের ভজন কুটীর কী জয়। শ্রীপ্রভুপাদের সমাধি পীঠ কী জয়। শ্রীআচার্য্যদেবের ভজন কুটীর কী জয়। শ্রীতীর্থ মহারাজের ভজন কুটীর কী জয়। শ্রীগুরুদেবের ভজন কুটীর কী জয়। সগণ শ্রীপুরী গোস্বামী ঠাকুর কী জয়। শ্রীচন্দ্রশেখর ভবন কী জয়। শ্রীচন্দ্রশেখর আচার্য্য-শ্রীসর্বজয়া দেবী কী জয়। শ্রীচৈতন্য মঠ কী জয়। শ্রীগুরু গৌরাঙ্গ বিনোদ প্রাণ জীউ কী জয়। অবিদ্যাহরণ নাট্য মন্দির কী জয়। শ্রীরামানুজ-মধ্বাচার্য্য-বিষ্ণুস্বামী-নিম্বাদিত্য চারি আচার্য্য কী জয়। চারি সম্প্রদায় কী জয়। শ্রীগ্রন্থ মন্দির কী জয়। শ্রীতুলসী দেবী কী জয়। শ্রীগরুড় মহারাজ কী জয়। শ্রীগৌর-কিশোর দাস বাবাজী মহারাজের সমাধি কী জয়। শ্রীরাধাকুণ্ড-শ্যামকুণ্ড কী জয়। শ্রীভক্তিকুমুদ প্রভুর ভজন কুটীর কী জয়। শ্রীব্রজপত্তন কী জয়। প্রৌঢ়ামায়া কী জয়। কাজির সমাধি কী জয়। চাঁদ কাজি কী জয়। কাঠচাঁপা বৃক্ষ কী জয়। শ্রীধর অঙ্গন কী জয়। শ্রীধর পণ্ডিত কী জয়। মুরারি গুপ্তের ভবন কী জয়। শ্রীরামচন্দ্র-সীতাদেবী-হনুমান জীউ কী জয়। শ্রীদশরথ-কৌশল্যা-কৈকেয়ী-সুমিত্রা দেবী কী জয়। শ্রীরাম-লক্ষ্মণ-ভরত-শত্রুঘ্ন কী জয়। শ্রীঅযোধ্যা কী জয়। সুরধূনী গঙ্গা কী জয়। মাধাই ঘাট কী জয়। শ্রীজগদানন্দ মাধবানন্দ কী জয়। সীমন্ত দ্বীপ কী জয়। বেলপুকুর কী জয়। শ্রীনীলাম্বর চক্রবর্ত্তী কী জয়। শ্রীশচীমাতার আবির্ভাব স্থান কী জয়। কীর্ত্তনাখ্য

শ্রীগোদ্রুম ধাম কী জয়। শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গৌড়ীয় মঠ কী জয়। শ্রীগুরু গোদ্রুম বিহারী শ্রীরাধাগোবিন্দদেব কী জয়। শ্রীগুরু মহারাজের ভজন কুটীর কী জয়। শ্রীগুরু মহারাজের সমাধি মন্দির কী জয়। শ্রীপ্রভুপাদের পুষ্প সমাধি মন্দির কী জয়। শ্রীভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সেবাশ্রম কী জয়। শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ-রাধাগোবিন্দদেব কী জয়। শ্রীভক্তিভূষণ ভারতী মহারাজ কী জয়। শ্রীল গুরুঠাকুরের ভজন কুটীর কী জয়। শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গ্রন্থ মন্দির কী জয়। শ্রীতুলসী কানন কী জয়। স্বানন্দ সুখদ কুঞ্জ কী জয়। শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি মন্দির কী জয়। শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ভজন কুটীর কী জয়। শ্রীগৌর গদাধর কী জয়। শ্রীকৃষ্ণদাস বাবাজীর সমাধি কী জয়। শ্রীগৌরকিশোর দাস গোস্বামীর ভজন কুটীর কী জয়। সুরভি কুঞ্জ কী জয়। সরস্বতী নদী কী জয়। হরিহর ক্ষেত্র কী জয়। হংসবাহন শিব কী জয়। সুবর্ণবিহার কী জয়। রুক্মবর্ণ শ্রীগৌরসুন্দর কী জয়। অলকানন্দা কী জয়। মহা বারাণসী কী জয়। মধ্য দ্বীপ কী জয়। নৃসিংহ পল্লী কী জয়। নৃসিংহ টিলা কী জয়। ভক্তি বিঘ্ন বিনাশকারী শ্রীনৃসিংহদেব কী জয়। ভক্তরাজ প্রহ্লাদ মহারাজ কী জয়। কোলদ্বীপ কী জয়। শ্রীগৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজের ভজনস্থলী কী জয়। পাদসেবন স্থান কী জয়। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর সেবিত বিগ্রহ শ্রীনদীয়া বিহারী কী জয়। প্রৌঢ়ামায়া কী জয়। সিদ্ধ জগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজের সমাধি পীঠ কী জয়। গঙ্গাতীরে

সিদ্ধ শ্রীবংশীদাস বাবাজী মহারাজের ভজন স্থান কী জয়। ঋতু-দ্বীপ কী জয়। সমুদ্রগড় কী জয়। চাঁপাহাটী কী জয়। শ্রীগৌর গদাধর কী জয়। দ্বিজ বাণীনাথ কী জয়। শ্রীজয়দেব পদ্মাবতী দেবী কী জয়। গীতগোবিন্দ কী জয়। জহ্নু দ্বীপ কী জয়। বিদ্যানগর কী জয়। শ্রীবিদ্যা বাচস্পতি কী জয়। শ্রীসার্বভৌম ভট্টাচার্য্যের আবির্ভাবস্থলী জয়। শ্রীবিদ্যাবিশারদ কী জয়। শ্রীগৌর নিত্যানন্দ জীউ কী জয়। মোদদ্রুম দ্বীপ কী জয়। সারঙ্গ মুরারি ঠাকুরের শ্রীপাট কী জয়। শ্রীসারঙ্গ মুরারি ঠাকুর কী জয়। শ্রীরাধাগোবিন্দ জীউ কী জয়। শ্রীরাধামদন গোপাল জীউ কী জয়। শ্রীবাসুদেব দত্ত ঠাকুর কী জয়। শ্রীবাসুদেব দত্ত ঠাকুরের শ্রীপাট কী জয়! শ্রীসাগর মহারাজের সমাধি পীঠ কী জয়। মামগাছি ধাম কী জয়। শ্রীনারায়ণী দেবী কী জয়। শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের শ্রীপাট কী জয়। শ্রীচৈতন্যভাগবত কী জয়। শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ জীউ কী জয়। শ্রীরুদ্রদ্বীপ কী জয়। রুদ্রেশ্বর শ্রীরাধাগোবিন্দ দেব কী জয়। শ্রীনবদ্বীপ লীলা পরিকরবৃন্দ কী জয়। শ্রীগঙ্গা দাস পণ্ডিত কী জয়। শ্রীহিরণ্য পণ্ডিত কী জয়। শ্রীজগদীশ পণ্ডিত কী জয়। তৈর্থিক বিপ্র কী জয়। শ্রীমুরারি গুপ্ত কী জয়। শ্রীমুকুন্দ পণ্ডিত কী জয়। শ্রীরামাই পণ্ডিত কী জয়। শ্রীমান পণ্ডিত কী জয়। শ্রীবুদ্ধিমন্ত খান কী জয়। শ্রীদামোদর পণ্ডিত কী জয়। শ্রীশঙ্কর পণ্ডিত কী জয়। শ্রীপুরুষোত্তম সঞ্জয় কী জয়। শ্রীনন্দন আচার্য্য কী জয়। শ্রীশুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী কী জয়। শ্রীসদাশিব পণ্ডিত কী জয়। শ্রীগর্ভ পণ্ডিত কী জয়।

শ্রীগরুড় পণ্ডিত কী জয়। শ্রীবক্রেশ্বর পণ্ডিত কী জয়। শ্রীদেবানন্দ পণ্ডিত কী জয়। শ্রীকাশীশ্বর পণ্ডিত কী জয়। শ্রীজগদানন্দ পণ্ডিত কী জয়। শ্রীগোবিন্দানন্দ কী জয়। শ্রীরত্ন গর্ভ আচার্য্য কী জয়। শ্রীকৃষ্ণানন্দ কী জয়। শ্রীআখরিয়া বিজয় দাস রত্নবাহু কী জয়। নবদ্বীপবাসী যত মহাপ্রভুর ভক্ত সবার চরণ বন্দোঁ হয়াঁ অনুরক্ত।

শ্রী একচক্রা গ্রাম কী জয়। শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর আবির্ভাব পীঠ কী জয়। শ্রীহাড়াই-পণ্ডিত পদ্মাবতী দেবী কী জয়। শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু কী জয়। শ্রীনিত্যানন্দ শক্তি শ্রীবসুধা শ্রীজাহ্নবা দেবী কী জয়। শ্রীবসুধা পুত্র শ্রীবীরচন্দ্র প্রভু কী জয়। শ্রীবসুধা কন্যা শ্রীগঙ্গাদেবী কী জয়। শ্রীমাধব পণ্ডিত কী জয়। শ্রীজাহ্নবামাতার পালিত পুত্র শ্রীরামচন্দ্র গোস্বামী কী জয়। খড়দহ কী জয়। নবগ্রাম কী জয়। শ্রীকুবের পণ্ডিত—নাভা-দেবী কী জয়। শ্রীমদ্ অদ্বৈতাচার্য্য প্রভু কী জয়। শ্রীদেবী-সীতা দেবী কী জয়। শ্রীঅচ্যুতানন্দ প্রভু কী জয়। শ্রীনৃসিংহ ভাদুড়ি কী জয়। শান্তিপুর কী জয়। শ্রীযদু নন্দন আচার্য্য কী জয়। শ্রীকমলাকান্ত বিশ্বাস কী জয়। শ্রীঅনন্ত আচার্য্য কী জয়। শ্রীঈশ্বর পুরীপাদ কী জয়। শ্রীঈশ্বর পুরীপাদের জন্মস্থান শ্রীকুমার হট্ট কী জয়। শ্রীপুরন্দর আচার্য্য কী জয়। মেখলা গ্রাম কী জয়। শ্রীপুণ্ডরীক বিদ্যানিধি কী জয়। বুঢ়ন গ্রাম কী জয়। নামাচার্য্য শ্রীহরিদাস ঠাকুর কী জয়। শ্রীগোবিন্দ-মাধব-বাসু ঘোষ ঠাকুর কী জয়। শ্রীচট্টগ্রাম কী জয়। শ্রীবাসুদেব দত্ত ঠাকুর কী জয়। শ্রীমুকুন্দ দত্ত ঠাকুর কী জয়। শ্রীমন্ মহাপ্রভুর

সন্ন্যাস গ্রহণ স্থান কাটোয়া কী জয়। কেশব ভারতী কী জয়। অম্বিকা কালনা কী জয়। শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিত কী জয়। শ্রীগৌর নিত্যানন্দ কী জয়। শ্রীহৃদয়চৈতন্য প্রভু কী জয়। বরাহ নগর কী জয়। শ্রীভাগবতাচার্য্য কী জয়' শ্রীকৃষ্ণপ্রেম তরঙ্গিণী কী জয়। শ্রীভক্তিকেবল গৌড়ীয় আশ্রম কী জয়। শ্রীভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী গৌড়ীয় মঠ কী জয়। শ্রীসপ্তগ্রাম কী জয়। সেন শিবানন্দ কী জয়। শ্রীকবি কর্ণপুর কী জয়। শ্রীউদ্ধারণ দত্ত ঠাকুর কী জয়। কুলীন গ্রাম কী জয়। শ্রীরামানন্দ বসু কী জয়। সত্যরাজ খান কী জয়। কুলীন গ্রামবাসী ভক্তবৃন্দ কি জয়। আঁকাই হাট কী জয়। কৃষ্ণদাস ঠাকুর কী জয়। কালা কৃষ্ণ দাস কী জয়। কো গ্রাম কী জয়। শ্রীলাচন দাস ঠাকুর কী জয়। শ্রীচৈতন্য মঙ্গল কী জয়। শ্রীমালাধর বসুকৃত শ্রীকৃষ্ণ বিজয় কী জয়। এড়িয়া দহ কী জয়। শ্রীদাস গদাধর প্রভু কী জয়। খানাকুল কৃষ্ণনগর কী জয়। শ্রীঅভিরাম গোপাল ঠাকুর কী জয়। জয় মঙ্গল চাবুক কী জয়। শ্রীমালিনী দেবী কী জয়। শ্রীরাধা গোপীনাথ কী জয়। শ্রীখণ্ড কী জয়। শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুর কী জয়। শ্রীমুকুন্দ সরকার ঠাকুর কী জয়। শ্রীমাধব সরকার ঠাকুর কী জয়। শ্রীরঘু নন্দন ঠাকুর কী জয়। শ্রীকানাই ঠাকুর কী জয়। চিরঞ্জীব সেন কী জয়। শ্রীসুনন্দা দেবী কী জয়। শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ-গোবিন্দ কবিরাজ কী জয়। শ্রীখণ্ড বাসী বৈষ্ণববৃন্দ কী জয়। রামকেলী কী জয়। শ্রীরূপ সনাতন কী জয়। শ্রীজীব গোস্বামী পাদ কী জয়। পাণিহাট কী জয়।

দণ্ডমহোৎসব কী জয়। শ্রীরাঘব পণ্ডিত-দময়ন্তী দেবী কী জয়। মকরধ্বজ কর কী জয়। শ্রীপ্রদ্যুম্ন ব্রহ্মচারী কী জয়। মাহেশপুর কী জয়। শ্রীসুন্দরানন্দ ঠাকুর কী জয়। শ্রীনৃসিংহানন্দ কী জয়। শ্রীকমলা কর পিপ্পলাই কী জয়। শালীগ্রাম কী জয়। শ্রীসূর্য্যদাস সরখেল কী জয়। বলরাম দাস কী জয়। মুরারি চৈতন্য দাস কী জয়। শ্রীযদুনাথ কবি চন্দ্র কী জয়। শ্রীপুরন্দর পণ্ডিত কী জয়। শ্রীপরমেশ্বরী দাস ঠাকুর কী জয়। শীতল গ্রাম কী জয়। শ্রীধনঞ্জয় পণ্ডিত কী জয়। শ্রীপুরুষোত্তম পণ্ডিত কী জয়। দ্বাদশ গোপাল কী জয়। চাকন্দি গ্রাম কী জয়। যাজী গ্রাম কী জয়। শ্রীচৈতন্যদাস (গঙ্গাধর ভট্টাচার্য্য) কী জয়। শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া দেবী কী জয়। শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভু কী জয়। শ্রীদ্রৌপদী দেবী কী জয়। শ্রীগৌরাঙ্গ প্রিয়া কী জয়। শ্রীনিবাসাচার্য্য পুত্র বৃন্দাবন দাস প্রভু কী জয়। শ্রীনিবাসাচার্য্য কন্যা হেমলতা কাঞ্চনলতা দেবী কী জয়। শ্রীরাধা মোহন ঠাকুর কী জয়। খেতরী গ্রাম কী জয়। শ্রীনরোত্তম ঠাকুর মহাশয় কী জয়। রাজা সন্তোষ দত্ত কী জয়। খেতরী মহামহোৎসব কী জয়। শ্রীনরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীবল্লবীকান্ত-শ্রীব্রজমোহন শ্রীকৃষ্ণ-শ্রীরাধাকান্ত-শ্রীরাধা রমণ ছয় বিগ্রহ কী জয়। শ্রীদ্বিজ হরিদাস কী জয়। তেলিয়া বুধরী গ্রাম কী জয়। শ্রীগঙ্গা নারায়ণ চক্রবর্ত্তী কী জয়। শ্রীহরিরাম রামকৃষ্ণ কী জয়। ঝামাইপুর কী জয়। শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী কী জয়। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত কী জয়। হাতীয়া গ্রাম কী জয়। শ্রীআচার্যদেবের আবির্ভাব স্থান কী জয়। শ্রীরজনী

কান্ত বসু শ্রীমতী বিধুমুখী দেবী জয়। শ্রীরাধাগোবিন্দ দাস বাবাজী মহারাজ কী জয়। বরিশালে বানারিপাড়ার শ্রীভক্তি-কেবল ঔড়ুলোমি মহারাজের আবির্ভাব স্থান কী জয়। শ্রীশরত চন্দ্র ঠাকুর কী জয়। শ্রীভুবনমোহিনী দেবী কী জয়। ধারেন্দা বাহাদুরপুর কী জয়। শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর আবির্ভাব স্থান কী জয়। শ্রীকৃষ্ণ মণ্ডল-শ্রীমতী দূরীকা দেবী কী জয়। শ্রীঅনন্ত আচার্য্য কী জয়। বৈষ্ণব বন্দনা রচয়িতা শ্রীদেবকীনন্দন দাস কী জয়। পদকর্ত্তা শ্রীজ্ঞান দাস কী জয়। শ্রীভক্তি রত্নাকর রচয়িতা নরহরি চক্রবর্ত্তী কী জয়। সমগ্র শ্রীগৌড় মণ্ডল কী জয়। মহাপ্রভুর ভক্ত যত গৌড়দেশে স্থিতি, সবার চরণ বন্দোঁ করিয়া প্রণতি।

শ্রীব্রজ মণ্ডল কী জয়। মথুরা ধাম কী জয়। শ্রীকৃষ্ণ জন্ম স্থান কী জয়। কংস কারাগার কী জয়। শ্রীদেবকী বসুদেব কী জয়। আদি কেশব কী জয়। যমুনা দেবী কী জয়। বিশ্রাম ঘাট কী জয়। ক্ষেত্রপাল ভূতেশ্বর শিব কী জয়। মধুবন কী জয়। যজ্ঞ পত্নী গণ কী জয়। শ্রীসুবুদ্ধি রায় কী জয়। শ্রীধাম বৃন্দাবন কী জয়। বৃন্দা-দেবী কী জয়। যোগমায়া পৌর্ণমাসী দেবী কী জয়। যোগপীঠ কী জয়। শ্রীরূপ গোস্বামী সেবিত শ্রীরাধাগোবিন্দ দেব কী জয়। শ্রীগোমতী টিলা কী জয়। শ্রীরূপ গোস্বামী পাদ কী জয়। বংশীবট কী জয়। শ্রীরাস মণ্ডল কী জয়। ত্রিজগৎ মানসাকর্ষী শ্রীকৃষ্ণের বংশী কী জয়। মধু পণ্ডিতের সেবিত শ্রীরাধাগোপীনাথ কী জয়। দ্বাদশ টিলা কী জয়। শ্রীমদন মোহন ঘেরা কী জয়। শ্রীসনাতন গোস্বামীর সেবিত শ্রীরাধা মদন মোহন কী জয়। শ্রীসনাতন গোস্বামীর ভজনস্থলী কী জয়।

শ্রীসনাতন গোস্বামীর সমাধি পীঠ কী জয়। গ্রন্থ মন্দির কী জয়। অদ্বৈত বট কী জয়। শ্রীমদন গোপাল কী জয়। কালীয় দহ কী জয়। নাগকন্যাগণ কী জয়। কদম্ব বৃক্ষ কী জয়। শ্রীরাধারমণ ঘেরা কী জয়। শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামীর সেবিত শ্রীরাধা রমণ জীউ কী জয়। শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামীর সমাধি কী জয়। শ্রীগোপীনাথ পূজারী কী জয়। গ্রন্থ সমাধি মন্দির কী জয়। শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের সেবিত শ্রীরাধা গোকুলানন্দ কী জয়। শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের সেবিত শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু কী জয়। শ্রীলোকনাথ গোস্বামীর সেবিত শ্রীরাধা বিনোদ কী জয়। শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ সেবিত শ্রী রাধা বিজয় গোবিন্দ কী জয়। শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী সেবিত শ্রীগিরিধারী ও গুঞ্জামালা কী জয়। শ্রীলোকনাথ গোস্বামীর সমাধি মন্দির কী জয়। শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের পুষ্প সমাধি কী জয়। শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের সমাধি কী জয়। শ্রীগঙ্গা নারায়ণ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের সমাধি পীঠ কী জয়। শ্রীরাধা দামোদর ঘেরা কী জয়। শ্রীজীব গোস্বামীর সেবিত শ্রীরাধা দামোদর কী জয়। শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী সেবিত শ্রীরাধা বৃন্দাবন চন্দ্র জীউ কী জয়। শ্রীজয়দেব গোস্বামী সেবিত শ্রীরাধা মাধব জীউ কী জয়। ভূগর্ভ গোস্বামী সেবিত ছৈল চিক্কণ জীউ কী জয়। কৃষ্ণের পদচিহ্ন শোভিত শ্রীগোবর্দ্ধন শিলা কী জয়। শ্রীজীব গোস্বামীর সমাধি মন্দির কী জয়। শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর সমাধি মন্দির কী জয়। শ্রীরূপগোস্বামীর ভজন স্থলী কী জয়। শ্রীরূপ গোস্বামীর সমাধি মন্দির কী জয়। শ্রীভূগর্ভ গোস্বামীর সমাধি কী জয়। শ্রীজীব

গোস্বামীর পাদপ্রক্ষালন স্থান কী জয়। শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর সেবিত শ্রীরাধা শ্যামসুন্দর কী জয়। শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর সমাধি কী জয়। শ্রীরাধারাণীর নূপুর প্রাপ্তি স্থলী কী জয়। সেবাকুঞ্জ কী জয়। ললিতা কুণ্ড কী জয়। নিধুবন কী জয়। শ্রীরাধারাণীর শৃঙ্গার কুঞ্জ কী জয়। বিশাখা কুণ্ড কী জয়। শ্রীহরিদাস পণ্ডিতের সেবিত শ্রীবাঙ্ক বিহারী কী জয়। ইম্‌লি তলা কী জয়। শ্রীমহাপ্রভুর বিশ্রামস্থলী কী জয়। শৃঙ্গার বট কী জয়। বস্ত্র হরণ ঘাট-চীর ঘাট কী জয়। কেশী ঘাট কী জয়। টীর সমীর কী জয়। যুগল ঘাট কী জয়। শ্রীগোপাল গুরু শ্রীগোস্বামীর সমাধি পীঠ কী জয়। শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিতের সমাধি-পীঠ কী জয়। নন্দ ঘাট কী জয়। অক্ষয় বট কী জয়। শ্রীবলদেব প্রভুর রাসস্থলী রাম ঘাট কী জয়। শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভুর সমাধি পীঠ কী জয়। শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ গোস্বামীর সমাধি কী জয়। শ্রীহেমলতা ঠাকুরাণীর সমাধি পীঠ কী জয়। শ্রীগোপেশ্বর শিবজী কী জয়। ব্রহ্মকুণ্ড কী জয়। চৌষট্টি মহান্ত আসন কী জয়। শ্রীকাত্যায়নী দেবী কী জয়। কিশোর পুরা কৃষ্ণ চৈতন্য মঠ কী জয়।

শ্রীশ্রীগুরু গৌরাঙ্গ রাধা দামোদর কী জয়। ছিপিগলিস্থ শ্রীল আচার্য্যদেবের ভজন কুটীর কী জয়। শ্রীমুরারি গুপ্ত সেবিত বিগ্রহ শ্রীনিতাই গৌর কী জয়। বনখণ্ডি মহাদেব কী জয়। বিশ্রাম বট কী জয়। দাউজী কী জয়। মহাবীর কী জয়। রমণ রেতি কী জয়। খেলন বন কী জয়। পঞ্চক্রোশী বৃন্দাবন কী জয়। গোকুল কী জয়। শ্রীনন্দরাজা যশোদা মাতা কী জয়। শ্রীরোহিণী দেবী কী জয়। শ্রীরামকৃষ্ণ কী জয়। মাখন মাটি কী জয়। ব্রহ্মাণ্ড

ঘাট কী জয়। উদুখল বন্ধন স্থান কী জয়। শ্রীসনাতন গোস্বামীর ভজন স্থান কী জয়। শ্রীনন্দ গ্রাম কী জয়। শ্রীনন্দ-যশোদা কী জয়। শ্রীকৃষ্ণ বলরাম কী জয়। শ্রীদাম-সুদাম-বসুদাম-সুবল-মধুমঙ্গল-স্তোক কৃষ্ণ আদি সখাগণ কী জয়। ধেনু বৎস বৎসাগণ কী জয়। যশোদা কুণ্ড কী জয়। বিমলা কুণ্ড কী জয়। পাবন সরোবর কী জয়। শ্রীরাধারাণীর জন্মস্থান রাভেল কী জয়। শ্রীবৃষভানু রাজা কীর্ত্তিদা সুন্দরী কী জয়। বর্ষাণা গ্রাম কী জয়। বর্ষাণা-বালী কী জয়। প্রেম সরোবর কী জয়। সঙ্কেত স্থান কী জয়। কোকিলা বন কী জয়। যাবট গ্রাম কী জয়। অভিমন্যু কী জয়। শ্রীললিতা-বিশাখা-সুচিত্রা-চম্পকলতা-রঙ্গদেবী-সুদেবী-তুঙ্গ-বিদ্যা-ইন্দুরেখা অষ্টসখী কী জয়। শ্রীরূপ মঞ্জরী-রতি মঞ্জরী-লবঙ্গ মঞ্জরী-রসমঞ্জরী-গুণ মঞ্জরী-মঞ্জুলালি মঞ্জরী-বিলাস মঞ্জরী-কস্তুরী মঞ্জরী-অষ্ট মঞ্জরী কী জয়। সূর্য্যকুণ্ড কী জয়। সূর্য্য পূজাস্থলী কী জয়। শ্রীমধুসূদন দাস গোস্বামীর সমাধি কী জয়। উমরাও গ্রাম কী জয়। খাইরা গ্রামে শ্রীলোকনাথ গোস্বামীর সমাধি পীঠ কী জয়। চরণ পাহাড়ি কী জয়। সপরিকর শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের পাদ চিহ্ন কী জয়। আরিট গ্রাম কী জয়। শ্রীরাধাকুণ্ড-শ্যাম-কুণ্ড কী জয়। ললিতা কুণ্ড কী জয়। শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর সমাধি পীঠ কী জয়। মানস পাবন ঘাট কী জয়। শ্রীজীব গোস্বামীর ভজন স্থলী কী জয়। পঞ্চ পাণ্ডব ঘেরা কী জয়। শ্রীভক্তি প্রসাদ পুরী গোস্বামীর সমাধি পীঠ কী জয়। কুসুম সরোবর কী জয়। নারদ কুণ্ড কী জয়। শ্রীগিরিরাজ গোবর্দ্ধন কী

জয়। গিরিরাজের মুখারবিন্দ কী জয়। দান ঘাটি কী জয়। আনিওর গ্রাম কী জয়। অন্নকূট মহোৎসব কী জয়। গোবিন্দ কুণ্ড কী জয়। শ্রীগোপাল জীউ কী জয়। সুরভি কুণ্ড, শ্রীঅপ্সরা কুণ্ড কী জয়। কদম্ব খণ্ডি কী জয়। পুচ্ছরী কা জয়। শ্রীরাঘব পণ্ডিত গোস্বামীর ভজন গুম্ফা কী জয়। যতিপুরা কী জয়। চাকলেশ্বর শিব কী জয়। শ্রীসনাতন গোস্বামীর ভজন কুটীর কী জয়। উদ্ধব কুণ্ড কী জয়। গাঠুলি গ্রাম কী জয়। বৃন্দাবন-মধুবন-তালবন-মহাবন-ভাণ্ডির বন-বেলবন-খদিরবন-বহুলা বন-কুমুদ বন-কাম্য বন-লোহ বন-ভদ্র বন-দ্বাদশ বন কী জয়। দ্বাদশ উপবন কী জয়। সমগ্র ব্রজ মণ্ডল কী জয়। শ্রীবৃন্দাবন বাসী যত বৈষ্ণবের গণ দন্তে তৃণ ধরি বন্দো সবার চরণ। সমস্ত ব্রজবাসীগণ কী জয়। শ্রীব্রজমণ্ডলের সমস্ত পশুপক্ষী-কীট-পতঙ্গ-বৃক্ষলতা-তৃণ গুল্ম চিন্ময় ধূলিকণা জয়॥

জয়পুরে শ্রীরাধা-গোবিন্দ, শ্রীরাধা-গোপীনাথ, শ্রীরাধা-দামোদর জীউ কী জয়। করৌলিতে রাধা-মদনমোহন জীউ কী জয়। নাথদ্বারে শ্রীরাধা-গোপাল জীউ কী জয়। শ্রীপ্রয়াগ রাজ কী জয়। শ্রীগঙ্গা-সরস্বতী-যমুনা ত্রিবেণী সঙ্গম কী জয়। শ্রীরূপ শিক্ষাস্থলী কী জয়। শ্রীবল্লভ ভট্ট কী জয়। শ্রীরঘুপতি উপাধ্যায় কা জয়। শ্রীবেণী মাধব জীউ কী জয়। শ্রীরূপ গৌড়ীয় মঠ কী জয়। শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ গান্ধর্বিকা গিরিধর কী জয়। শ্রীকাশীধাম কী জয়। শ্রীচন্দ্রশেখর আচার্য্য ভবন কী জয়। শ্রীতপন মিশ্র কী জয়। শ্রীরঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী কী জয়।

শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ কী জয়। শ্রীগুরুগৌর বিনোদ বিনোদ জীউ কী জয়। গয়া ধাম কী জয়! শ্রীবিষ্ণু পাদপদ্ম কী জয়। শ্রীঈশ্বর পুরীপাদ কি জয়। বন বিষ্ণুপুর কী জয়। রাজা বীর-হাম্বীর কী জয়। শ্রীকালাচাঁদ কী জয়। ছত্রভোগ কী জয়। আটিসারা গ্রাম কী জয়। অম্বুলিঙ্গ শিব কী জয়। গোপীবল্লভ-পুর কী জয়। শ্রীরসিকানন্দ প্রভুর শ্রীপাট কী জয়। শ্রীরাধা-গোবিন্দদেব কী জয়। রোহিণী গ্রাম কী জয়। শ্রীরসিকানন্দ প্রভুর আবির্ভাবস্থলী কী জয়। শ্রীমতী ইচ্ছাদেবী কী জয়। ঘন্টশিলা কী জয়। শ্রীভক্তিভূষণ ভারতী মহারাজের জন্মস্থান মৈষালী গ্রাম কী জয়। শ্রীবিশ্বম্ভর দাস প্রভু-শ্রীমতী বিদ্যাধরী দেবী কী জয়। জলেশ্বর শিব কী জয়। সুবর্ণরেখা কী জয়। নৃসিংহপুর কী জয়। শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর ভজন কুটীর কী জয়। শ্রীউদ্দণ্ড রায় ভূষা কী জয়। পারুলিয়ার শ্রীরামচন্দ্র দাস প্রভু কী জয়। শ্রীরেমুণা ধাম কী জয়। শ্রীরমণ বিপিন কী জয়। শ্রীক্ষীর চোরা গোপীনাথ জীউ কী জয়। শ্রীগোবিন্দ গোপীনাথ-মদনমোহন জীউ কী জয়। শ্রীমাধবেন্দ্র পুরীপাদ কী জয়। শ্রীরসিকানন্দ প্রভুর ভজন কুটীর কী জয়। শ্রীরসিকানন্দ প্রভুর সমাধি মন্দির কী জয়। শ্রীরামচণ্ডী কী জয়। শ্রীমাধবেন্দ্র পুরীপাদের সমাধি পীঠ কী জয়। সপ্তশরা কী জয়। শ্রীগর্গেশ্বর শিব কী জয়। শ্রীভক্তিকুমুদ প্রভুর ভজনস্থলী শ্রীরমণ বিপিন কুটীর কী জয়। শ্রীবৃন্দাবন দাস প্রভু কী জয়। শ্রীযোগযোগেশ্বর প্রভু কী জয়। শ্রীমাধবেন্দ্র গৌড়ীয় মঠ কী জয়। শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ

রমণ বিপিনবিহারী জীউ কী জয়। শ্রীমন্ মহাপ্রভুর বিজয় বিগ্রহ শ্রীখোকা নিমাই কী জয়। শ্রীজগন্নাথ-বলভদ্র-সুভদ্রা জীউ কী জয়। শ্রীগুরুদেবের ভজন কুটীর কী জয়। শ্রীমহাদেব কী জয়। শ্রীতুলসী দেবী কী জয়। শালন্দী নদী কী জয়। ভদ্রেশ্ব সন্থিআ মঠ কী জয়। সন্থিআ মঠে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর কন্থা কী জয়। যাজপুর গ্রাম কী জয়। শ্রীবিরজা দেবী কী জয়। শ্রীবরাহ নাথ কী জয়। বৈতরণী নদী কী জয়। শ্রীমহাপ্রভুর পাদপীঠ কী কী জয়। শ্রীভক্তি কুমুদ প্রভুর হরিনাম গ্রহণ স্থান কী জয়। জগন্নাথ ধর্মশালা কী জয়। দশাশ্বমেধ ঘাট কী জয়। নাভিগয়া কী জয়। শ্রীমন্ মহাপ্রভুর পূর্বপুরুষগণের বাসস্থলী কোইলি অস্থুরেশ্বর কী জয়। ছোটি মঙ্গলপুর কী জয়। শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রপিতামহালয় কী জয়। মাহাঙ্গা গ্রাম কী জয়। শ্রীত্রৈলোক্যনাথ-ক্ষীরোদমণি দেবী কী জয়। কটক ওড়িয়া বজারে গৌড় সাহিস্থ শ্রীভক্তিকুমুদ প্রভুর আবির্ভাবস্থলী কী জয়। শ্রীনারায়ণ দাস ভক্তিসুধাকর প্রভুর বিহারস্থলী কী জয়। কটক সচ্চিদানন্দ মঠ কী জয়। শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ বিনোদ রমণ জীউ কী জয়। শ্রীপ্রভুপাদের ভজন কুটীর কী জয়। শ্রীগুরুদেবের ভজন কুটীর কী জয়। শ্রীপরমার্থী কী জয়। শ্রীপরমার্থী সম্পাদক শ্রীযতিশেখর দাস ভক্তিকুমুদ প্রভু কী জয়। শ্রীভক্তি-কেবল পাদপীঠ কী জয়। শ্রীভক্তিকেবল পাদুকা যুগল কী জয়। শ্রীভক্তিকুমুদ গ্রন্থ মন্দির কী জয়। সপরিকর শ্রীভক্তিকুমুদ প্রভু কী জয়। মহানদী কী জয়। শ্রীগৌরগড়া ঘাট কী জয়।

শ্রীমন্ মহাপ্রভুর পাদপীঠ কী জয়। মহানদী মধ্যে চযাপড়া ঘাটে শ্রীমহাপ্রভুর শ্রীচরণচিহ্ন কী জয়। বকুলীতলা কী জয়। শ্রীরায় রামানন্দ উদ্যান কী জয়। কাঠযোড়ি নদী কী জয়। শ্রীভুবনেশ্বর ধাম কী জয়। শ্রীলিঙ্গরাজ মন্দির কী জয়। কোটি লিঙ্গেশ্বর শিব কী জয়। শ্রীঅনন্ত বাসুদেব কী জয়। বিন্দু সরোবর কী জয়। একাম্র কানন কী জয়। শ্রীসত্যভামাপুর কী জয়। শ্রীসত্যভামা দেবী কী জয়। শ্রীললিত-মাধব, বিদগ্ধ-মাধব কী জয়। সত্যবাদী গ্রাম কী জয়। শ্রীরাধা-সাক্ষীগোপাল কী জয়। কমলপুর কী জয়। কপোতেশ্বর শিব কী জয়। দণ্ডভঙ্গা নদী কী জয়। অঠরনলা কী জয়। ভার্গবী নদী কী জয়। শ্রীনীলচক্র কী জয়। শ্রীপতিতপাবন বানা কী জয়। বড়দাণ্ড কী জয়। বড় দেউল কী জয়। সিংহদ্বারে শ্রীপতিতপাবন কী জয়। বাইশ পাহাচে শ্রীনৃসিংহদেব কী জয়। শ্রীজগন্নাথদেব কী জয়। শ্রীবলভদ্র জীউ কী জয়। শ্রীসুভদ্রাদেবী কী জয়। শ্রীসুদর্শন চক্র কী জয়। শ্রীগরুড় মহারাজ কী জয়। শ্রীমন্ মহাপ্রভুর পাদপদ্ম কী জয়। শ্রীমদনমোহন কী জয়। শ্রীরামকৃষ্ণ কী জয়। কল্পবট কী জয়। ভক্তি বিঘ্ন বিনাশকারী শ্রীনৃসিংহদেব কী জয়। শ্রীবিমলাদেবী কী জয়। পার্শ্ব দেব-দেবী কী জয়। শ্রীগুপ্ত গৌরাঙ্গ কী জয়। আনন্দ বজার কী জয়। শ্রীমহাপ্রসাদ কী জয়। স্নানবেদী কী জয়। শ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা মহামহোৎসব কী জয়। শ্রীজগন্নাথদেবের পহণ্ডি উৎসব কী জয়। শ্রীটোটা গোপীনাথ কী জয়। শ্রীললিতা দেবী-রাধারাণী কী

জয়। শ্রীবলদেব জীউ কী জয়। শ্রীরেবতী-বারুণী কী জয়। শ্রীগৌর-গদাধর কী জয়। শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামী কী জয়। শ্রীমামু ঁ ঠাকুর কী জয়। শ্রীগোপালিনী শক্তি কী জয়। শ্রীযমেশ্বর-কপাল মোচন-লোকনাথ-নীলকণ্ঠ-মার্কণ্ড পাবন—পঞ্চশিব কী জয়। গোবর্দ্ধনাভিন্ন চটক পর্বত কী জয়। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ কী জয়। শ্রীগুরু গৌরগদাধর বিনোদমাধব জীউ কী জয়। শ্রীপ্রভুপাদের ভজন কুটীর কী জয়। শ্রীব্যাসদেব-মধ্বাচার্য্য কী জয়। শ্রীআচার্য্যদেবের ভজন কুটীর কী জয়। শ্রীতীর্থ মহারাজের ভজন কুটীর কী জয়। শ্রীগুরুমহারাজের ভজন কুটীর কী জয়। শ্রীউজ্জ্বল নীলমণি প্রভু কী জয়। শ্রীব্রজকিশোর প্রভু কী জয়। মহোদধি কী জয়। লীলা কুটীর কী জয়। শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ভজন-স্থলী শ্রীভক্তিকুটীর কী জয়। শ্রীহরিদাস ঠাকুরের সমাধি পীঠ কী জয়। সাতাসন মঠ কী জয়। শ্রীজগদানন্দ পণ্ডিত কী জয়। শ্রীগিরিধারী আসন কী জয়। শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী কী জয়। শ্রীস্বরূপ দামোদর গোস্বামী কী জয়। শ্বেতগঙ্গা কী জয়। শ্রীসার্বভৌম ভট্টাচার্য্য কী জয়। ষড়্‌ভুজ গৌরাঙ্গ কী জয়। শ্রীগঙ্গামাতা গোস্বামিনী কী জয়। শ্রীগঙ্গামাতা মঠ কী জয়। শ্রীরসিক রায় কী জয়। শ্রীকাশী মিশ্র ভবন কী জয়। শ্রীগৌর গম্ভীরা কী জয়। গম্ভীরাবিহারী শ্রীগৌরসুন্দর কী জয়। শ্রীস্বরূপ দামোদর-শ্রীরায় রামানন্দ গোস্বামী কী জয়। শ্রীমন্ মহাপ্রভুর নিত্য সেবক শ্রীগোবিন্দ কী জয়। শ্রীরামাই-নন্দাই কী জয়। শ্রীরাধাকান্ত মঠ কী জয়। শ্রীরাধাকান্ত জীউ কী জয়।

শ্রীবক্রেশ্বর পণ্ডিত কী জয়। শ্রীগোপাল গুরু গোস্বামী কী জয়। শ্রীধ্যানচন্দ্র প্রভু কী জয়। সিদ্ধ বকুল কী জয়। শ্রীহরিদাস ঠাকুরের ভজন স্থলী কী জয়। শ্রীসিদ্ধ জগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজ কী জয়। শ্রীবাসুদেব বাবা কী জয়। শ্রীগৌরাঙ্গ সমাজ কী জয়। কুঞ্জ মঠ কী জয়। শ্রীশ্যামানন্দ-রসিকানন্দ প্রভু কী জয়। নন্দিনী মঠ কী জয়। শ্রীগৌর-বৃন্দাবনচন্দ্র জীউ কী জয়। শ্রীপ্রতাপরুদ্রদেব কী জয়। শ্রীপরমানন্দ মহাপাত্র কী জয়। শ্রীকাশীশ্বর পণ্ডিত কী জয়। শ্রীগোপীনাথ আচার্য্য কী জয়। শ্রীকানাই খুন্টিআ কী জয়। শ্রীভগবান আচার্য্য কী জয়। শ্রীরঘুনাথ বৈদ্য উপাধ্যায় কী জয়। নাগা মঠ কী জয়। শ্রীজীব গোস্বামীর শিষ্য শ্রীপ্রেমদাস বাবাজী কী জয়। শ্রীস্বরূপ দাস বাবাজী কী জয়। শ্রীপ্রভুপাদের আবির্ভাব স্থলী কী জয়। শ্রীভক্তি-বিনোদ ঠাকুর-শ্রীমতী ভগবতী দেবী কী জয়। শ্রীজগন্নাথ বল্লভ উদ্যান কী জয়। শ্রীরায় রামানন্দ-প্রদ্যুম্ন মিশ্র কী জয়। শ্রীপরমানন্দ পুরীপাদ কী জয়। শ্রীপরমানন্দ পুরী কূপ কী জয়। শ্রীঅভিরাম গোপাল ঠাকুরের মঠ কী জয়। শ্রীব্রহ্মানন্দ পুরী কী জয়। মার্কণ্ড সরোবর কী জয়। নরেন্দ্র সরোবর কী জয়। শ্রীজগন্নাথদেবের চন্দন যাত্রা মহামহোৎসব কী জয়। শ্রীমদন-মোহন কী জয়। শ্রীরামকৃষ্ণ কী জয়। শ্রীরুক্মিণী-সত্যভামাদেবী কী জয়। শ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা মহামহোৎসব কী জয়। শ্রীনন্দিঘোষ-তালধ্বজ-দেবদলন তিনি রথ কী জয়। রথাগ্রে নর্ত্তনকারী সপরিকর শ্রীগৌরসুন্দর কী জয়। সাত সম্প্রদায় কী

জয়। মহাপ্রভুর মুখনিঃসৃত ফেণ পানকারী শ্রীশুভানন্দ কী জয়। রথাগ্রে নৃত্য কীর্ত্তনরত সপার্ষদ শ্রীল গুরুদেব কী জয়। বলগণ্ডি কী জয়। শরধাবালি কী জয়। শ্রীসুন্দরাচল কী জয়। শ্রীগুণ্ডিচা মন্দির কী জয়। আইটোটা কী জয়। শ্রীনৃসিংহ মন্দির কী জয়। ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবর কী জয়। শ্রীআলালনাথ কী জয়। শ্রীব্রহ্ম গৌড়ীয় মঠ কী জয়। শ্রীগুরু গৌর-গোপী-গোপীনাথ জীউ কী জয়। বেন্টপুর কী জয়। শ্রীভবানন্দ রায় কী জয়। শ্রীরামানন্দ রায় গোস্বামী কী জয়। শ্রীগোপীনাথ পট্টনায়ক-বাণীনাথ-কলানিধি-সুধানিধি কী জয়। শ্রীশিখি মাইতি কী জয়। শ্রীমুরারি মহান্তি কী জয়। শ্রীমাধবী দেবী কী জয়। শ্রীমাধবী দেবীর পূজিত বিগ্রহ শ্রীগোপীনাথ জীউ কী জয়। শ্রীপুরুষোত্তম ধাম কী জয়। নীলাচলবাসী যত মহাপ্রভুর গণ ভূমিতে পড়িয়া বন্দোঁ সবার চরণ॥

শ্রীকূর্মাচল কী জয়। শ্রীকূর্মনাথ কী জয়। কুষ্ঠী বাসুদেব বিপ্র কী জয়। কাবেরী নদী কী জয়। শ্রীরঙ্গনাথ কী জয়। শ্রীভেঙ্কট ভট্ট কী জয়। শ্রীগোপাল ভট্ট কী জয়। শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদ কী জয়। শ্রীচৈতন্য চন্দ্রামৃত কী জয়। গোদাবরী নদী কী জয়। শ্রীরায় রামানন্দের মিলন স্থলী কভুর কী জয়। শ্রীচৈতন্য পাদপীঠ কী জয়। শ্রীরামানন্দ গৌড়ীয় মঠ কী জয়। উড়ুপী কী জয়। শ্রীমধ্বাচার্য্যের আবির্ভাব স্থলী কী জয়। শ্রীবালগোপাল কী জয়। শ্রীজিউড় নৃসিংহদেব কী জয়। শ্রীসীমাচল কী জয়। শ্রীপান্না নৃসিংহদেব কী জয়। শ্রীকৃষ্ণদাস

বিপ্র কী জয়। শ্রীবলভদ্র ভট্টাচার্য্য কী জয়। পাণ্ডারপুর কী জয়। শ্রীরঙ্গ পুরীপাদ কী জয়।

যে দেশে যে দেশে বৈসে গৌরাঙ্গের গণ।
উর্দ্ধবাহু করি বন্দো সবার চরণ॥

জয় শ্রীগুরু গোদ্রুমবিহারী শ্রীরাধাগোবিন্দ জীউ—
শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গৌড়ীয় মঠ কী জয়। (শ্রীগোদ্রুম)

শ্রীগুরু গৌর-গদাধর বিনোদমাধব জীউ—
শ্রীপুরুষোত্তম মঠ কী জয়। (পুরী)

শ্রীগুরু গৌরাঙ্গ বিনোদরমণ জীউ—
শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ কী জয়। (কটক)

শ্রীগুরু গৌরাঙ্গ রমণবিপিনবিহারী জীউ—
শ্রীমাধবেন্দ্র গৌড়ীয় মঠ কী জয়। (রেমুণা)

শ্রীগুরু গৌরাঙ্গ বিনোদনাথ জীউ—
শ্রীভাগবত জনানন্দ মঠ কী জয়। (চিরুলিয়া)

শ্রীগুরু গৌরাঙ্গ বিনোদানন্দ জীউ—
শ্রীগৌড়ীয় মঠ কী জয়। (কলিকতা)

শ্রীগুরু গৌরাঙ্গ বিনোদপ্রাণ জীউ—
শ্রীচৈতন্য মঠ কী জয়। (শ্রীধাম মায়াপুর)

শ্রীগুরু গৌরাঙ্গ বিনোদকান্ত জীউ—
ঢাকা গৌড়ীয় মঠ কী জয়।

শ্রীগুরু গৌর বিনোদগোবিন্দানন্দ জীউ—
পাটনা গৌড়ীয় মঠ কী জয়।

শ্রীগুরু গৌরাঙ্গ গান্ধর্বিকা-গিরিধর জীউ—

শ্রীরূপ গৌড়ীয় মঠ কী জয়। (প্রয়াগ)

শ্রীগুরু গৌর বিনোদ জীউ—

শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ কী জয়। (কাশী)

শ্রীগুরু গৌর বিনোদরাম জীউ—

শ্রীব্যাস গৌড়ীয় মঠ কী জয়। (কুরুক্ষেত্র)

শ্রীগুরু গৌরাঙ্গ গান্ধর্বিকাগিরিধারী জীউ—

গৌড়ীয় মঠ কী জয়। (দিল্লী)

শ্রীগুরু গৌর বিনোদবৈভবানন্দ জীউ—

গৌড়ীয় মঠ কী জয়। (কাশী)

শ্রীগুরু গৌরাঙ্গ গান্ধর্বিকাগিরিধারী জীউ—

শ্রীত্রিদণ্ডী গৌড়ীয় মঠ কী জয়। (ভুবনেশ্বর)

শ্রীগুরু গৌর গোপীনাথ জীউ—

শ্রীব্রহ্ম গৌড়ীয় মঠ কী জয়। (আলালনাথ)

শ্রীপরমহংস অবধূত শ্রীবংশীদাস বাবাজী মহারাজ কী জয়।

শ্রীভক্তি শ্রীরূপ পুরী মহারাজ কী জয়।

শ্রীভক্তি বৈভব সাগর মহারাজ কী জয়।

শ্রীভক্তি সম্বল ভাগবত মহারাজ কী জয়।

শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রভু কী জয়।

শ্রীনারায়ণ দাস ভক্তিসুধাকর প্রভু কী জয়।

শ্রীযতিশেখর দাস ভক্তি কুমুদ প্রভু কী জয়।

শ্রীনবীন কৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার প্রভু কী জয়।

শ্রীভক্তি সৌরভ ভববন্ধছিদ্ দাস প্রভু কী জয়।

শ্রীউজ্জ্বল নীলমণি প্রভু কী জয়।

শ্রীঘনশ্যাম প্রভু কী জয়।

শ্রীভাগবত জনানন্দ প্রভু কী জয়।

শ্রীকালনা কুটীরে শ্রীকবিভূষণ প্রভু কী জয়।

শ্রীযদুমণি প্রভু কী জয়।

শ্রীভক্তি জীবন জগজ্জীবন প্রভু কী জয়।

শ্রীমতী অপর্ণা দেবী কী জয়।

জয় অনন্তকোটি বৈষ্ণববৃন্দ কী জয়।

হয়াঁছেন হইবেন প্রভুর যত দাস।
সবার চরণ বন্দো দন্তে করি ঘাস॥

জয় শ্রীহরিনাম সংকীর্ত্তন কী জয়।

গৌর প্রেমানন্দে হরি হরি বোল।

—:০:—

তোমরা যদি কিছু ভজন সাধন করতে না পারছ, তবে দৈন্য ও আর্ত্তির সঙ্গে কৃপাপ্রার্থনা পূর্বক কেবল শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের জয়দান কর; সমস্ত বিঘ্ন নাশ হয়ে অচিরাৎ শুদ্ধভক্তি লাভ করবে।

—শ্রীভক্তিকুমুদ

লেখকের রচিত গ্রন্থাবলি

(ওড়িআ ভাষায়)

১। শ্রীরূপ গোস্বামী (চরিত সুধা ও শিক্ষামৃত)

২। শ্রীসচ্চিদানন্দ বাণী

৩। গৌড়ীয় বাণী

৪। অবধূত শ্রীল গৌর কিশোর দাস বাবাজী

৫। ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ

(সংশোধন ও পরিবর্দ্ধন)

৬। আচার্য্যদেব শ্রীপুরী গোস্বামী

৭। শ্রীজগন্নাথ দাস বাবাজী ও বংশীদাস বাবাজী

৮। শ্রীভক্তি প্রদীপ তীর্থ

৯। শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত বাণী বিগ্রহ

(শ্রীভক্তি সুধাকর প্রভু ও শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রভু)

১০। শ্রীগুরু গৌর গীতি

১১। শ্রীভক্তিকেবল বাণী-প্রথম খণ্ড (শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধ বিজ্ঞান)

১২। শ্রীভক্তিকেবল বাণী-দ্বিতীয় খণ্ড

(অভিধেয় ও প্রয়োজন বিজ্ঞান)

১৩। পারমার্থিক প্রশ্নোত্তর

১৪। তুলসী স্তব ও দামোদর লীলা

১৫। গুপ্ত বৃন্দাবন (অনুবাদ)

১৬। শ্রীআচার্য্যদেবঙ্ক শ্রীমুখবাণী

১৭। শ্রীপুরীদাস ঠাকুরের অতিমর্ত্ত্য লীলা (বাংলা ভাষায়)

১৮। শ্রীরমণ বিপিন পরিক্রমণ

১৯। কথা-পীয়ূষ

২০। শ্রীভাগবত সংকীর্ত্তন

২১। শ্রীমাধব তিথি

অপ্রকাশিত গ্রন্থাবলি

২২। শ্রীচৈতন্য ভাগবত স্তবমালা

২৩। ধর্ম্ম ধারণা

২৪। শ্রীবিনোদ বাণী

২৫। পারমার্থিক প্রশ্নোত্তর (দ্বিতীয় খণ্ড)

২৬। প্রবন্ধাবলি

২৭। গীতাবলি

—ঃ০ঃ—

AVAILABLE AT :—

1. Srimad Bhakti Kebal Audulomi
   SriKrishnaChaitanya Sebashram
   Sreedham Nabadwip. P. O. Swarupganj
   Nadia. (W. B) Pin-741315
2. Sri Keshabananda Ray
   Sri Bhakti Kebal Padapith
   Sutahat, Cuttack. Orissa.
   Pin-753001
3. Sri Prabir Krushna Patra
   At-P.O. Khirachora Gopinath
   Dist. Balasore, Orissa. Pin-756018
   Phone : 74024 S.T D. – 06782